NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ESO

PAPER - II

MODULES : 3

ELECTIVE SOCIOLOGY HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ :   ফেব্রুয়ারি, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Subject : Social Institutions and Process সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

ESO -II, Module : 3

Religion and Mass Media

: Board of Studies :

Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences
Netaji Subhas Open University (NSOU)
Professor Bholanath Bandyopadhyay
Former Professor
Department of Sociology, University of Calcutta.
Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Department of Sociology
University of Calcutta.
Kumkum Sarkar
Associate Professor
Department of Sociology, NSOU
Srabanti Choudhuri
Assistant Professor
Department of Sociology, NSOU

Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor
Presidency University
Professor SAH Moinuddin
Department of Sociology
Vidyasagar University
Ajit Kumar Mondal
Associate Professor
Department of Sociology,
NSOU
Anupam Roy
Assistant Professor
Department of Sociology, NSOU

: *Course Writer* :

Unit 1-4 : Dr. Anirban Banerjee
Professor of Sociology
The University of Burdwan

: *Course Editor* :

Dr. Srabaniti Choudhury
Assistant Professor of Sociology,
Netaji Subhas Open University

: *Format Editing* :

Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor of Sociology, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনমুর্দ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO -II, Module : 3

Religion and Mass Media

পর্যায় - 3.1 ❒	ধর্ম : একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান: ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া	11-32
পর্যায় - 3.2 ❒	ধর্ম, বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা—ধর্ম একটি বর্ধিষ্ণু ব্যবসা	33-45
পর্যায় - 3.3 ❒	গণমাধ্যম ঃ সংজ্ঞা ও প্রকার; গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তাঁর নিয়ন্ত্রণ	46-72
পর্যায় - 3.4 ❒	গণমাধ্যমের তত্ত্ব	73-92

মডিউলের উদ্দেশ্য Purpose of the Module

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে বৃহৎ বিশ্লেষত্মক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার পরিবর্তে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে বেশি উৎসাহ দেখা যায়। নিখীল কাঠামোর পরিবর্তে, যেমন, বিবর্তন, শ্রেণি সংগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি সরে আসতে শুরু করে। ফলে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ও তার প্রভাবে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবনায় বদল আসে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই মডিউলে আলোচনা করা হবে যে অনু ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় নতুন এক ভাবনার দিকে।

ভূমিকা Introduction

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কস, দুর্খ্যাইম, স্পেন্সর ও অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনায় নিখীল প্রেক্ষিতের ওপর যেভাবে জোর দেওয়া হত তা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে। সামাজিক বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, সমাজ কাঠামো ইত্যাদি নিখীল বিষয় থেকে অণু ক্ষেত্রের আলোচনা যেমন সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রকৃতি ও কার্যপ্রক্রিয়া, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে ওঠে।

আধুনিক মিথষ্ক্রিয়াবাদীরা ইউরোপ ও আমেরিকার উজ্জ্বল চিন্তাবিদ্‌দের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৮০ থেকে ১৯৩৫-র মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ও ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্কে ব্যক্তির নিযুক্তি (agency) কে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। আধুনিক সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াবাদীদের মধ্যে অবশ্যই জর্জ হার্বার্ট মীডের নাম উল্লেখযোগ্য যিনি আধুনিক মিথষ্ক্রিয়াবাদের মৌলিকতা প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু মীডের বক্তব্যে আমরা সন্তোষজনকভাবে এই সমস্যাটির উত্তর পাই না যে সমাজের কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির ব্যবহারের প্রকৃতি গঠন করে এবং তদ্বিপরীত। এই অস্পষ্টতা দূর করতে সমাজতত্ত্বে ভূমিকা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Role Theory) গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রবার্ট পার্ক, মরেনো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এর সমসাময়িকভাবে ইউরোপে জর্জ সিমেল-এর 'সোসিয়েশন' (Sociation)-র বক্তব্য যে সহযোগীতা বা দ্বন্দ্ব দুই-ই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ম্যাক্স ওয়েবের তার সমাজতত্ত্বে নিখীল কাঠামোর পাশাপাশি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার সচেতনতা সম্বন্ধে ও উৎসাহী হন। ফলে এই প্রেক্ষিতে প্রপঞ্চবাদ ও পরবর্তীতে এথনোমেথোডোলজি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় উৎসাহী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গড়ে ওঠে।

❑ ধর্ম ও গণমাধ্যম (Religion & Mass Media)

❑ ভূমিকা

দ্বিতীয় পত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা হবে। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ম্যাকাইভার ও পেজ বার্নসের সংজ্ঞা ধরে বলেন— "....we shall always mean by institutions the establiished forms of conditions of procedure characteristic of group activity."(Maclver & Page 1961 : 15)

❑ মডিউলের লক্ষ্য :

এই মডিউলে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করব। **প্রথমটি** হল **ধর্ম** (religion) এবং **দ্বিতীয়টি** হল **গণমাধ্যম** (mass media)। আধুনিক সমাজে ধর্ম ও গণমাধ্যম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবার আসুন এই দুটি বিষয় প্রথমে বুঝি।

ধর্ম সম্পর্কে নানা সংজ্ঞা আছে। *The Concise Oxford Dictionary* (Ninth Edition 1995) 'religion' কে কতগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্যাখ্যা করো :

1. the belief in a super human controlling power, especially a personal God or Gods entitled to obedience and ownership.
2. the expression of this in worship.
3. a particular system of faith and worship.
4. life under monastic vows (*the way of religion*)
5. a thing one is devoted to (football is their religion)

Oxford Dictionary -র সংজ্ঞা থেকে ধর্ম বা religion-এর বলতে বোঝায় যে (১) ধর্মীয় বিশ্বাস (২) ঈশ্বর উপাসনা (৩) কোন বিশেষ (ঈশ্বরে) বিশ্বাস ও উপাসনা। এছাড়া চতুর্থ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক ধর্মের মধ্যে পড়ে না—এটি কোন বিশেষ বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া বা চর্চা করা। যেমন ভারতে ক্রিকেটকে অনেক সময় 'জাতীয় ধর্ম' বলা হয়।

এইবার আমরা একটি বাংলা অভিধান থেকে **ধর্ম** সম্পর্কে কিছু জানব। তাঁর **চলন্তিকা : আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান** ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৮৯ রাজশেখর বসু **ধর্ম** সম্পর্কে লিখছেন : "সৎকর্ম, সদাচার, পূর্ণকর্ম কর্তব্যকর্ম (অহিংসা পরমো)। সমাজ হিতকর বিধি, law ; সুনীতি morality ('সংগত')। পরম্পরাগত সামাজিক আচর অনুষ্ঠান বা বিহিত কর্ম ('হিন্দু-ক্ষুত্র') সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতি সংস্কার, রীতিনীতি এবং ঈশ্বর পরকাল ইহঃ বিষয়ক মত, religion ('মুসলমান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব'), সাধনার মার্গ স্বভাব, গুণ, শক্তি (পশু, কালযুগ-১ যৌবনের, অগ্নির—)। যম ('—রাজ')। ধর্মঠাকুর, নিরঞ্জন দেখা। (ও ধর্মিষ্ঠ, ধর্মী, ধর্ম্য, ধার্মিক)।

এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় যে বাংলার ‘ধর্ম’ শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে—উপাসনা, সম্প্রদান, নীতি, স্বভাব, গুণ ইত্যাদি।

❑ ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা :

আমরা কিন্তু এই মডিউলে ‘ধর্ম’কে সংকীর্ণ অর্থে, অর্থাৎ ‘religion’ অর্থে ব্যবহার করব। ধর্মের সবচেয়ে বিস্তারিত ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেন ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ, এমিল দুর্খ্যাঁ (Émile Durkheim)।

> *“A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things that are forbidden, beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.” (Emirbayer 2006 : 90)*

ধর্মের এই সংজ্ঞার মধ্যে আমরা ধর্মের **তিনটে** বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ ধর্মীয় চেতনা **পবিত্র** ও **সাধারণ** (Sacred and Profane)-এর মধ্যে তফাৎ করে। ‘পবিত্র’ হল যা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে বা যে দ্রব্যের বিশেষ কোনো ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা সমাজ দ্বারা আরোপিত হয়। এবং এর ফলে অতি সাধারণ একটি পাথর শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ শীলায় পরিণত হয়। শিখেদের **গুরু গ্রন্থসাহেব** তো আসলে একটি বই যাতে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে।

যে দ্রব্যগুলি পবিত্র সেগুলিকে আরাধনা করা হয়। কিন্তু যে দ্রব্যগুলি সাধারণ, যেমন পোষাক, বাসন ইত্যাদি। সেগুলিকে আরাধনা করা হয় না।

ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল **বিশ্বাস**। ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে শুরু হয়। হিন্দুরা যদি মনে করে যে একটি পাথর হল শিবলিঙ্গ, তবে তার উপর দেবত্ব আরোপ করবে, এবং তার উপর জল ঢালবে। কারণ শিবের মাথায় জল ঢালা শিব উপাসনার অঙ্গ।

ধর্মের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল **সংঘ** তৈরি করা। বৌদ্ধদের সংঘ, খ্রীস্টানদের Church, ইত্যাদির মধ্যে সংঘবদ্ধ ধর্মের রূপ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা ধর্মের একটি বিশেষ প্রতীক রয়েছে যা অন্যদের থেকে পৃথক। (Banerjee, 2013 : 147-148) যেমন হিন্দুদের স্বস্তিকা ও খ্রিস্টানদের ক্রুশ।

এই মডিউলের প্রথম দুটো ইউনিটে আমরা ধর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

❑ গণমাধ্যমের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা :

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হল **গণমাধ্যম** (mass media)। **The Concise Oxford Dictionary** ‘mass media’ -র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : “the main means of mass communication (esp newspapers and broad casting) regarded collectively.”

Samsad English—Bengali Dictionary-র প্রণেতারা ‘mass media’ বলতে বোঝেন “জনসাধারণের

নিকট প্রচারের মাধ্যম (যেমন—রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা')। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গণমাধ্যমের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়নের বিষয় হচ্ছে **গণমাধ্যম**। **Oxford Dictionary of Sociology**-র প্রণেতারা লিখছেন :

"Mass media dominates the mental life of modern societies and therefore are of interse interest to sociologists." (Scott and Marshall, 2009 : 449) C. Wright Mills মনে করতেন যে গণমাধ্যমের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ খুব কম সংখ্যার মানুষ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বার্তা দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রোতৃমণ্ডলী এই বার্তার উপযুক্ত জবাব দেবার উপায় থাকে না। (Scott & Marshall, 2009 : 449)। কিন্তু বর্তমান যুগে গণমাধ্যম এই ত্রুটিটি শোধরানোর চেষ্টা করেছে। যেমন প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্র (যেমন **আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান, আজকাল, এই সময়,** *The Times of India, The Statesman, The Telegraph* ইত্যাদি) বা পাক্ষিক পত্রিকা (**দেশ,** *Frontline* ইত্যাদি) কে 'প্রতি সম্পাদক' বা 'Letters to the Editor' কলম থাকে। আবার All India Radio বা দূরদর্শনের মত রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠান চলাকালিন ফোন করে প্রশ্ন বা মতামত জানানো যায়। এই মডিউলের দুটি ইউনিটে গণমাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

❑ ইউনিটের ভূমিকা :

শেষ করবার আগে এই অংশে কি শিখলাম তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এই মডিউল (তৃতীয় মডিউল) দ্বিতীয় পত্রের মধ্যে পড়ছে। মডিউলের লক্ষ্য হচ্ছে দুটি মূল প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা। তার প্রথমটা হল **ধর্ম**। দ্বিতীয়টা হল **গণমাধ্যম**। ধর্ম সম্পর্কে প্রথম এককে আমরা শিখব সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্ম কেমন এবং ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া। ধর্ম সম্পর্কে দ্বিতীয় এককে আমরা যাদুবিদ্যার সঙ্গে ধর্মের তফাৎ আলোচনা করব। বিজ্ঞান এবং ধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করব। ধর্ম কি একটা শিল্প? সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই এককে।

গণমাধ্যম নিয়ে আলোকপাত করব তৃতীয় ও চতুর্থ এককে। তৃতীয় এককে আমরা গণমাধ্যমের সংজ্ঞা, বর্গ, তার ভূমিকা এবং তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করব। চতুর্থ এককে আমরা গণমাধ্যমের দুটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

অনুশীলনী-১

সংক্ষেপে উত্তর দাও (৬ নম্বর)

১। ধর্ম কাকে বলে?

২। গণমাধ্যম কাকে বলে?

❑ পর্যায় ৩.১ ধর্ম : একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া

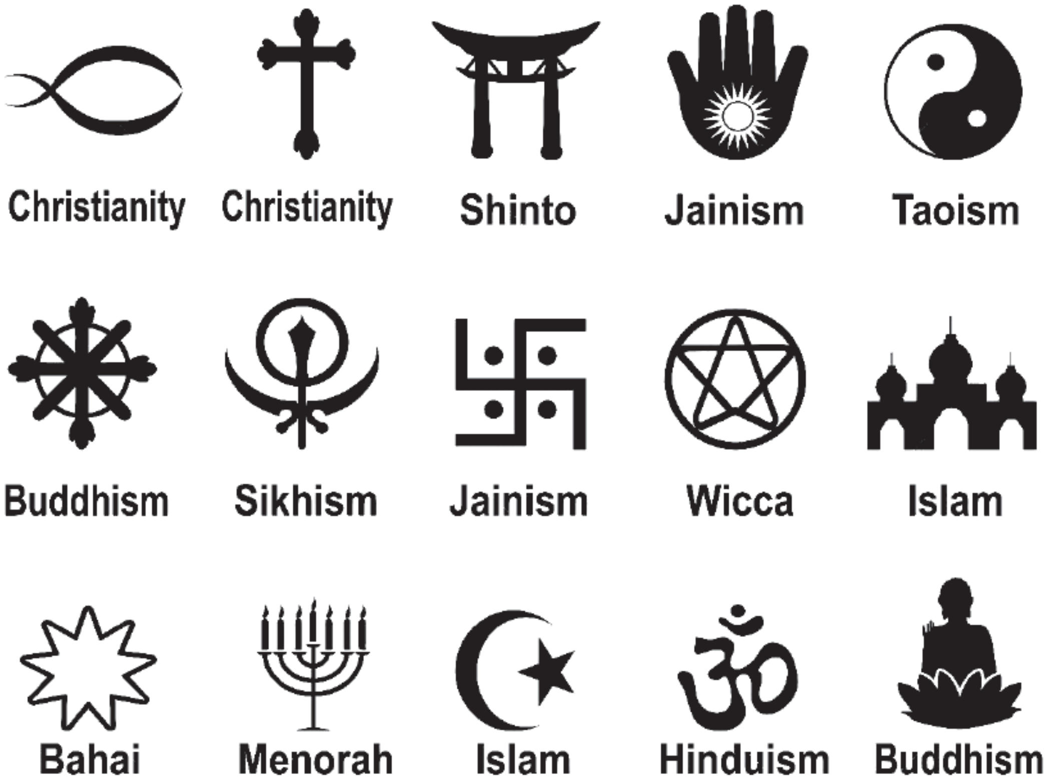

Unit-1 চিত্র : ১ ধর্মীয় প্রতীক

'ভূমিকা'তে (৩.০১) আমরা ধর্ম সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করেছি। এইবার আমরা ধর্ম নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। সমাজতত্ত্বে 'পবিত্র' (sacred) ধারণাটির একটি অসামান্য গুরুত্ব আছে। Nisbet লিখছেন—"What gives distinctiveness to sociology's incorporation of the religion sacred is not the analytical and descriptive attention such men as Durkheim and Weber gave to religions phenomena. This taught the utilization of the religio sacred as a perspective for the understanding of ostensibly non-religions phenomena such as authority status, community and personality."(Nisbet 1965 : 22) এককথায় 'ধর্ম-পবিত্র' ধারণার প্রেক্ষিতে আমরা সামাজিক ধারণাকে বুঝতেপারব। 'Sacred' বা 'পবিত্র'কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিসবেট বলছেন যে এই ধারণার মধ্যে রয়েছে

কল্পকাহিনী, আচার-অনুষ্ঠান, মানুষের আচরণবিধি, মানুষের প্রেরণা এবং সেই সামাজিক সংগঠন যা ব্যবহারিক আচরণ বা যুক্তি তর্কের উর্দ্ধে (Nisbet, 1966, 221)। নিসবেট যেমন ধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে তার সাংগঠনিক রূপের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, অগবার্ণ ও নিমকফ প্রায় একই কথা বলেছেন। তাঁদের মতে সমাজতাত্ত্বিকেরা ধর্মের সংগঠনের উপরে বেশি গুরুত্ব দেন। (Ogburn & Nimkoff : 1979 : 46).

৩.২.১ ধর্মের আবির্ভাব

ধর্মের আবির্ভাব সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। আমরা সমাজতত্ত্ববিদ দুর্খ্যাঁর ধারণা থেকে জানলাম—যে ধর্মীয় প্রপঞ্চ তখনই সৃষ্টি হয় যখন সমাজে পবিত্র-সাধারণ এর মধ্যে ভাগ করা হয়। নিসবেট ও 'পবিত্র' ধারণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। উনবিংশ শতকে একজন বাঙালি দার্শনিক, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ধর্মের আবির্ভাবের একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেন তাঁর 'দেবতত্ত্ব' প্রবন্ধে। দেবত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি লেখেন :

> "জ্ঞান সম্বন্ধে আদিমকালের মানবগণ এখনকার শিশুদিগের ন্যায় ছিলেন। আমরা যে সকল নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা জগৎকার্য্যের ব্যাখ্যা করি, তাঁহারা যে সকল কিছুই জানিতেন না।
>
> ***
>
> আপনাদিগের কর্তৃত্ব সাদৃশ্যে জগৎকার্যের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া তাহারা সর্বত্রই সচেতন এবং ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা অনুমান করিতেন।
>
> ***
>
> এইরূপে পূর্ব্বাকালে প্রাকৃতিক ঘটনাভেদে ভিন্নভিন্ন অতি মানুষিক সচেতন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কোন কোনটী মনুষ্যের মঙ্গলকর, কোন কোনটী অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমোক্তদিগকে দেব এবং শেষোক্ত দিগকে অসুর বা দৈত্য বলিতেন। তাঁহাদের লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে তাৎক্ষণিক অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া শুনিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে আলোক যেরূপ উপকারী বোধ হইত, সেইরূপ আর কিছুই হইত না ; এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রভাবশালী সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এই কারণেই আবার, যে মেঘ দিনমণি ও নিষামণিকে আবৃত করিয়া জগৎপ্রকাশক জ্যোতিঃ দুরণ করিত, সে রাত্রী পৃথিবীমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিত, এবং যে রাহু কেবল ব্যাদান প্রভাকর ও সুধাকরকে গ্রাস করিত তাহাদিগের প্রতি তাহারা ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৪ : ৩৫-৩৬ পুরাতন বানান অপরিবর্তিত)

এককথায় ভারতে দেবতাদের আবির্ভাব এবং তাদের পূজাপাটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে : প্রকৃতির বিভিন্ন প্রপঞ্চকে অজ্ঞতা বসতঃ চেতনা দেওয়া হয় এবং তাদের সাহায্য চাওয়ার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে উপাসনা শুরু হয়। মানুষ নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে এই উপাসনা শুরু করে। প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের উপর দেবত্ব বা দানবত্ব আরোপ মানুষই করেছে।

ধর্মের আবির্ভাবের ব্যাখ্যার পর আসুন আমরা ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে আলোচনা করি।

৩.১.২ ধর্মীয় ভাবনা ও নিদান : কয়েকটি উদাহরণ :

বর্তমান যুগে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা একমত যে প্রত্যেক সমাজের একটি নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা রয়েছে। এবং যেসব সমাজে কোন বিজ্ঞানচর্চা হয় না সেখানে ধর্মীয় মতাদর্শ হিসাবে এই বিশ্ববীক্ষা প্রকাশ পায় (Madan 1977 : 151)। তবুও এর মধ্যে নৈতিক চিন্তা এবং উচ্চমাপের দর্শন পাওয়া যায়। সমাজের কি আচরণ করা উচিত না কি করা উচিত নয়—এই নৈতিক চিন্তা রয়েছে। আবার ধর্মীয় ভাবনার মধ্যেই বিশ্বচরাচরের প্রকৃতি কি, মানুষের এই বিশ্বে স্থান কোথায় এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে (Mair 1985 : 210)।

উপনিষদ থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। **ঈষা উপনিষদ** যেমন বলছে যে পরিবর্তনশীল এই জগতে সবকিছুরই ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। তথাপি সব কিছু পরমেশ্বর দ্বারা আবৃত। ত্যাগ অনুশীলন কর এবং সর্বভূতের চৈতন্যস্বরূপ আত্মার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও।অপরের ধন লোভ করো না।

ওঁ ঈশা বশ্যামিদং সর্বং

যৎকিকৎ জগতাং জগৎ।

তেন তক্তেন ভুঞ্জীথা

মা পৃথঃকস্য সিদ্ধনমঃ।। (লোকেশ্বরানন্দ ২০০০ : ৫)

কোরান বলছে যারা আল্লায় বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে তারাই ঈশ্বরের বাগানের ন্যায়সঙ্গত মালিক (Pickthall 1963 : 40 (Surah II. 82) কোরানে অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন তেজারতি কারবারে নিষেধ করে কোরান। কোরানের অনুশাসনের মধ্যে মহিলাদের প্রতি সৎব্যবহার করবার আজ্ঞা রয়েছে। যেসব ঋণি মানুষ অবস্থার চাপে পড়ে ঋণশোধ করতে পারছে না তাদের কে সময় দিতে বলে **কোরাণ**। কোরাণে একদিকে আল্লার উপর বিশ্বাস, আবার অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে অনুশাসন রয়েছে। আবার বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গমার্গে নীতি শিক্ষা পাই। সৎভাবে বোঝা, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ ক্রিয়া, সৎভাবে জীবনধারণ করা, সৎচেষ্টা, সৎ মনোবৃত্তি এবং ঠিক কাজে মনোযোগ—এই হল অষ্টাঙ্গ মার্গ। (Suddhasattwananda, 1991 : 3) জনগণের মতে খ্রীস্টধর্মের দশ নির্দেশ (Ten Commandments) বা কনফিউশাসের পাঁচ সম্পর্ক সম্বন্ধে মানদন্ড ইত্যাদি সমর্থন করে ধর্ম। ধর্ম অসৎ কাজকে প্রতিরোধ করে (Johnson 1986 : 394)। এবার আসুন ধর্মের সংগঠিত রূপ নিয়ে আলোচনা করি।

❑ তত্ত্বধর্মের সংগঠন

প্রশ্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে আমাদের অনুমান হয় যে আদিম মানুষের মধ্যে ধমীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আদিম কবরস্থানগুলি সেখানে দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁর সঙ্গে কবর দেওয়া হত। আদিম গুহাচিত্র থেকেও মনে হয় যে আদিম মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল (Ogburn & Nimkoff 1979 : 458)।

আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সমাজের সংগঠনের সম্পর্ক পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি সম্পর্ক রয়েছে। শিকার করা বা বিভিন্ন ঋতুতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হত। দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক জীবনেও ধর্মীয় আচরণের প্রভাব ছিল জন্ম, বিবাদ, শিক্ষা, বয়ঃ সন্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কার পালন করা হত। (Ogburn & Nimkoff : 1979 : 462-464)

কৃষির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সংগঠনের উদ্ভব হল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাষাবাদ শুরু হবার ফলে মানুষ অনেক বেশি অবসর পেল। এবং তখন সে ধর্মীয় চিন্তা বা দার্শনিকের মাথা ঘামাতে শুরু করল। ফলে নীলনদ, ইউফ্রেটিসের উপত্যকা বা সিন্ধু উপত্যকাতে ধর্মীয় চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটল। পুরহিতন্ত্রের পত্তন হল। (Ogbum & Nimkoff, 1979 : 464)

Unit-1 চিত্র-২ যোগীপুরুষ (পশুপতি) সিলমোহর সিন্ধু সভ্যতার একটি সিলে ধর্মীয় প্রতীক।

দিল্লিতে অবস্থিত জাতীয় সংগ্রহ শালায় (National Museum) সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু প্রত্ন সামগ্রি রক্ষা করা আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একটি সিল (Seal) যার মধ্যে খোদিত আছে একজন যোগীপুরুষের অবয়ব। তিনি তপস্যা করছেন। তার চারপাশে কিছু পশু খোদিত আছে। একে অনেকে পশুপতি বলেন ভারতে ধর্মীয় বিশ্বাসসের অন্যতম আদিম নিদর্শন এই সিলটি। (চিত্র—২)

ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে তাঁদের ধারণা পাশ্চাত্য ঘেঁষা। যেমন গিডেন্স মনে করেন যে সমস্ত ধর্মকে ইউরোপীয় ধারণা ও তত্ত্বের মাধ্যমে দেখা চেষ্টা হয়। (Giddens, 2006 : 546 ; Giddens & Sutton : 2013, 739) তাই অনেক সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন যে denomination, sect ইত্যাদি ধারণাগুলি ধর্মের সমাজতত্বে খুব সীমিত অর্থে ব্যবহার করা যায়। সাম্প্রতিককালে Wilson, Vandermeer প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ তুলনামূলক ধর্মের সমাজতত্ত্ব (comparative sociology of religion) গড়ে তুলেছেন। (Giddens 2006 ; 546, Giddens & Sutton 2013 : 739)

আমরা নীচে কিছু ধর্মীয় সংগঠন নিয়ে প্রথমে সংক্ষেপে, পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

Church, Sect, denominations, cult

Church

প্রথম যুগের সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা, যেমন ম্যাক্সহেব্রর, (Max Weber), আর্নস্ট ট্রয়েলচ (Ernest Troelsch) এবং রিচার্ড নাইবুর (Richard Niebuhr) ধর্মীয় সংগঠনকে আপেক্ষিক দিক থেকে অনবচ্ছেদ্যভাবে সাজিয়েছিলেন। —একদিকে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠন (Church), মাঝে রয়েছে ধর্মীয় গোষ্ঠী (sect), আর এক প্রান্তে রয়েছে নতুন ধর্মীয় গোষ্ঠী (cult) যারা নতুন উপাসনা ব্যবস্থা চালু করতে চায় (Giddens 2006 : 546 ; Giddens & Sutton 2013 : 739).

৩.১.৩ (১) Church (গির্জা) বা Ecelesia (ধর্মসভা)

আমরা প্রথমে Church (গির্জা) নিয়ে আলোচনা করব। গির্জার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **Oxford Dictionary of Sociology** তে দেওয়া সংজ্ঞা আমরা ব্যবহার করতে পারি। “A church is any form of association that is organized around religious beliefs.” (Scott & Marshall 2013 : 80) অর্থাৎ চার্চ বা গির্জার ভিত্তি হল ধর্মীয় বিশ্বাস। কিন্তু এই ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক এবং ক্রমস্তরাবিন্যাসভিত্তিক ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলা যায়। এই ধরনের সংগঠনকে **ecclesia** (ধর্মসভা) বলে। একটি ধর্মসভা মানুষের জীবনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করে। নবজাতকেরা এই ধর্মসভাতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে তার সদস্য করে নেওয়া হয়। যেমন খ্রিস্টান গির্জায় baptism প্রথা।

৩.১.৩ (২) Cult

ধর্মবিশ্বাস গোষ্ঠী নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় **‘cult’** বা ‘ধর্মবিশ্বাসী’ গোষ্ঠী হল স্থানীয় দেবতাকে কেন্দ্র করে ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রিয়া করা। কিন্তু সমাজতত্বে ‘ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী’ হল এক ক্ষুদ্র ধর্ম আন্দোলনকারী গোষ্ঠীকে যাদের বিশ্বাস

ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে (Scott & Marshall, 2013 : 148)। এই ধরনের সংগঠনের অংশগ্রহণ করে নবীনরা যারা অনেক সময় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন।

৩.১.৩ (২) ক Denomination (ধর্মীয় সম্প্রচার)

'Denomination' বা 'সম্প্রদায়' church ও sect এর মাঝামাঝি একটি সংগঠন। এটি একটি ঐচ্ছিক সংগঠন। কিন্তু সেখানে প্রশিক্ষিত পাদ্রি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্রীড়া সম্পর্কে এই সংগঠন সহনশীল। এখানে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নতুন সদস্য করা হয়। (Scott & Marshall, 2013, 167)

৩.১৩ (খ) *Sect (ধর্মীয় উপদল)*।

ধর্মীয় উপদল (sect) হল একটি ছোট ধর্মীয় সংগঠন বা আমূল সংস্কারবাদী (Scott & Marshall 2013 : 676)। যেমন মধ্যযুগের খ্রিস্টানদের মধ্যে Baptist, Quaker, Methodist-এর মত ধর্মীয় উপদল পাওয়া যায়।

এতক্ষণ ধর্মীয় সংগঠনের মূল ধারণাগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এইবার এই বিষয়গুলি নিয়ে আরো গভীরে আলোচনা করি।

৩.১৩ (৩) *Church ও Sect এর মধ্যে তফাত*।

Church ও Sect-এর মধ্যে প্রথম তফাৎ করেন হেব্বর ও ট্রয়েলচ (Weber & Troelsch)। প্রথমত, চার্চ বা গির্জা একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠন, যেমন Church of England। অন্যদিকে sect বা ধর্মীয় উপদল মূলতঃ একটি প্রতিবাদী দল যা প্রতিষ্ঠিত গির্জার বিরোধিতা করে। যেমন অতীতের ক্যালাভিনবাদী (Calvinists) ও মেথডিস্ট (Methodist) উপদলগুলি। এই উপদলগুলি গির্জার থেকে অনেক ছোটো। দ্বিতীয়তঃ গির্জার একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো থাকে, যেখানে যাজকদের একটি ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস রয়েছে। গির্জা অনেকটা রক্ষণশীল এবং বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে জড়িত। ধর্মীয় উপদলে কিন্তু সে অর্থে কোন আমলাতান্ত্রিক কাঠামো নেই। বৃহৎ সমাজ থেকে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। তাদের কোন আমলাতন্ত্র নেই। এখানে সব সদস্যদের সমান চেখে দেখা হয়।(Giddens, 2006 : 546-47 ; Giddens & Sutton 2013 : 739)

৩.১৩ (৪) *Denomination ও Cult-এর মধ্যে তফাত।*

আরো দু'রকম ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে তফাত করা যায়। বেকার (Becker) দুধরনের ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে তফাৎ করেন। প্রথমটা হল denomination। দ্বিতীয়টা হল cult. গ্রিডেন্স ও সাটন denomination -এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন—"A denomination is a sect which has 'cooled down' to become an institutional body rather than an active protest group" (Gidders & Sulton 2013 : 740)। অর্থাৎ উপদলের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হল ধর্মীয় সম্প্রদায়। যেমন ক্যালভিনবাদ ও মেথডবাদ তাদের আদিকালে ধর্মীয় উপদল ছিল। এবং তখন তাদের সদস্যদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। এখন এদের ধর্মীয় সম্প্রদায় বলা যায়। ধর্মীয় সম্প্রদায় গির্জা দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং গির্জার সঙ্গে সহযোগিতা করে।

অন্যদিকে **cult** বা ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী হল একটি ক্ষুদ্র আন্দোলনকারি গোষ্ঠী যাদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রয়েছে (Scott & Marshall 2013 : 148)। Cult-এর সদস্যরা সমাজের মৌলিক মূল্যবোধগুলি বর্জন করে। সদস্যরা প্রথাগতভাবে কোন সংগঠনে যোগ দেয় না। এই সংগঠনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোন এক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে অনেক সময় এই ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু cult প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠনের (ecclesia বা church) স্বীকৃতি পায় না। এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার ফলে অনেক সময় তারা বা তাদের নেতারা রাজরোষে পড়ে। "After all, Jesus was crucified because his ideas were threatening to the established order of Roman dominated religious establishments of ancient Judea." (Giddens & Sutton 2013 : 742)

সাধারণতঃ ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলি নগরকেন্দ্রিক হয়। জনসন তার কয়েকটি কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। নতুন মানুষ, নতুন প্রেক্ষিতে ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয়তঃ অনেক মানুষ তাদের সাবেকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই পরিবেশেই সাবেকি ধর্মগুলোর উত্তরণ হয়। ফলে অনেক মানুষ সাবেকী ধর্মীয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার ফলে নতুন ধরনের ধর্ম খোঁজে যেখানে তারা জীবনের অর্থ ফিরে পায়।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সাবেকি ধর্মের উপস্থিতির ফলে কোন একটা ধর্মে মানুষের বিশ্বাস টলিয়ে দেয়। প্রত্যেকটা ধর্মে অন্য ধর্মের সমালোচনা রয়েছে। এর ফলে মানুষের মনে পুরানো বিশ্বাস কম অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। যেমন একজন নিগ্রোর মনে হয়েছিল যে ইসলামিক ধর্ম সহনশীল। তার মনে হল যে নিগ্রোদের আধ্যাত্মিক উদ্ধারের করতে হলে তাদের জাতীয় উৎপত্তি খোঁজা দরকার। তার মনে হল যে নিগ্রোরা এশিয়াটিক...। এই বিশ্বাস থেকে জন্ম নিল Moorish Science Temple of America.।

চতুর্থতঃ অনেক মানুষ নগরে জন্মান না। ফলে নগরে তারা একটা শিকড়হীন অবস্থায় থাকেন। ফলে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক পাতানো জন্য চেষ্টা করেন। ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী (Cult) গুলি হয় বিশ্বের সমস্যাকে প্রত্যাখ্যান করে কিম্বা খুব সরল সমাধান দেয়। (Jonson 1986 : 438-9)

অনুশীলনী-২

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও (১০ নং)

১। ধর্মের আবির্ভাব কিভাবে হয়?

২। ধর্মের সঙ্গে নীতির কি কোন সম্পর্ক আছে?

৩। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উদ্ভবের সঙ্গে কৃষি কাজের আবির্ভাবের কোন যোগ আছে?

৪। Denomination ও Cult -এর মধ্যে তফাত করা।

৫। Church এবং Sect -এর মধ্যে তফাৎ করা।

৩.১৪ ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া (Social Functions of Religion)

এখানে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। ধর্ম সমাজের দ্বারা সৃষ্টি। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে ধর্মের কিছু ইতিবাচক সামাজিক ক্রিয়া আছে। জনসন যেমন বলছেন যে সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করা, অর্থাৎ সামাজিক নক্সা বা বর্তমান সমাজকে রক্ষা করা (pattern maintenance) ধর্মের একটি মূল কাজ।

> The social functions of religion, both for the religious group itself and for the wider society, can be classified as contribution to pattern maintaintenance, tension management and integration." (Jonson 1986 : 459)

রেখাচিত্র-১

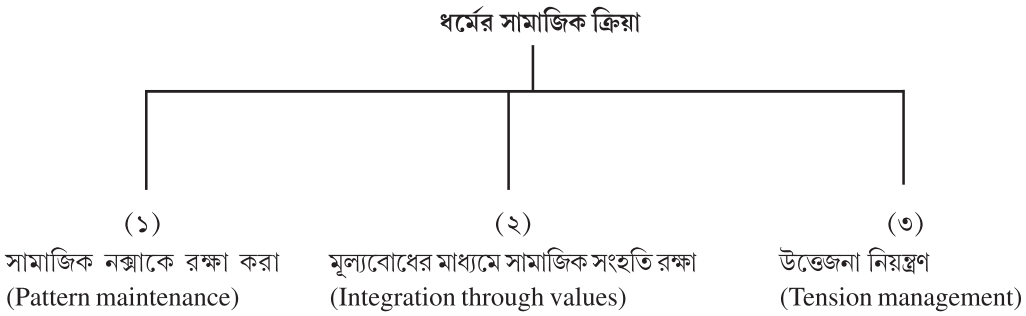

সূত্র ঃ জনসনের অনুসরণে করা (Jonson 1936 : 459)

কিন্তু আমার মনে হয় যে ধর্মের সামাজিক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ক্রিয়া-দুটোকেই বুঝতে হবে। ইতিবাচক ক্রিয়া (functions) এবং নেতিবাচক ক্রিয়া বা দুস্ক্রিয়া (dys-functions) -র মধ্যে প্রথম তফাৎ করেন রবার্ট মার্টিন। যেসব ক্রিয়া সামাজিক অভিযোজনের পক্ষে কাজ করে সেগুলি ইতিবাচক ক্রিয়া। যা অভিযোজনকে দুর্বল করে তা নেতিবাচক ক্রিয়া।

> "Functions are these observed sentiments which make for adoptation or adjustment of a given system ; and *dysfunctions*, those observed consequence which lessen the adoptation or adjustment of a system." (Merton, 1981 : 105)

এইবার আমরা ধর্মের সুক্রিয়া (functions) নিয়ে আলোচনা করব।

সামাজিক সংস্কৃতি রক্ষা : প্রথমতঃ ধর্ম সমাজকে সংহত করে। ধর্মগ্রন্থে অনেক উপদেশ আছে যা সমাজকে

সংহত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাইবেলের ‘Ten Commandments’ এ চুরি করবার বিরুদ্ধে নিদান আছে। এই আদেশের ফলে একদিকে সমাজে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হল, আর অন্যদিকে চুরিবিদ্যা যে সামাজিক সংহতির পরিপন্থী তাও মনে করিয়ে দেয় (Jonson 1986 : 459)। Cult বা ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠীর কাছে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দুর্খ্যাঁ (Durkhein) লিখছেন যে, একমাত্র **ক্রিয়াতেই** সমাজের উপস্থিতি বোঝা যায় এবং ততক্ষণ সামাজিক ক্রিয়া হয় না যতক্ষণ না উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে ক্রিয়া না করে। একমাত্র একসঙ্গে ক্রিয়া করার ফলে ব্যক্তিবর্গ সামাজিকভাবে সচেতন হয় (Thompson 1989 : 127)। এই ক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ম মানুষকে সংহত করে।

গ্রামীণ জাপানে ধর্ম :

গ্রামীণ জাপানে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন এমব্রি (Embree)। তাঁর মতে জাপানী ধর্মের মধ্যে দু’ধরনের আকার পাওয়া যায়। প্রথমতঃ কৃষির সঙ্গে জড়িত অনেকগুলি ধর্মীয় উৎসব ; দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার ভিত্তি পূর্বপুরুষের উপাসনা।

ধর্মীয় জীবনের এই দুটি দিক কয়েকটি ক্রিয়া করে।

(১) যা সামাজিকভাবে মূল্যবান তার আচারভিত্তিক মূল্য দেওয়া :

(২) সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করা ;

(৩) ব্যক্তিকে—(ক) গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল করে তোলা— তার কর্তব্য পালনের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই নির্ভরশীলতা আনা হয়, (খ) একটা নিরাপত্তার চেতনা ব্যক্তির মধ্যে তৈরি করা ; এই চেতনা তৈরি হয় গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে। (Jonson 1986 : 459)

বাংলার দুর্গোৎসব : একই ধরনের ভূমিকা পালন করে বাংলার দুর্গোৎসব। জমিদারি প্রথার সময় থেকে দেখা যায় যে বাংলার দুর্গোৎসব একদিকে সাবেকি লোকশিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আবার অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজকে সংহত করেছে। আজও দুর্গোৎসব শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি সামাজিক উৎসব। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৪ ৪৩-৪৬)। কিভাবে ধর্মের এই ক্রিয়া দেখানোর জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেব।

আমরা যদি মহালয়া থেকে শুরু করি তবে দেখব দুর্গোৎসবের আদিম ধর্মীয় উপাদান আছে। মহালয়া থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষ। মহালয়ার দিন পূর্বপুরুষকে স্মরণ করা হয়। প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কুমারনাথ ভট্টাচার্য্যের মতে, মহালয়ার সকালে লোকান্তরিত পিতৃপুরুষকেই নয়, পরিচিত বন্ধুসৃজন থেকে শুরু করে অপরিচিত এমনকি শত্রুদের জলদানে তৃপ্ত করাই তর্পণ। তাই যখন প্রবাহমান নদী জলে দাঁড়িয়ে দুহাতে জল

নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে যখন বলা হয় "ওঁ আগছন্ত মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্ব পোহাঞ্জলিম" তখন সে শুধু যে পিতামহকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তা নয়, আমাদের পূর্বের যাবতীয় প্রাণকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৫ : ১৮)

দুর্গোৎসব (কৃষ্ণনগর)

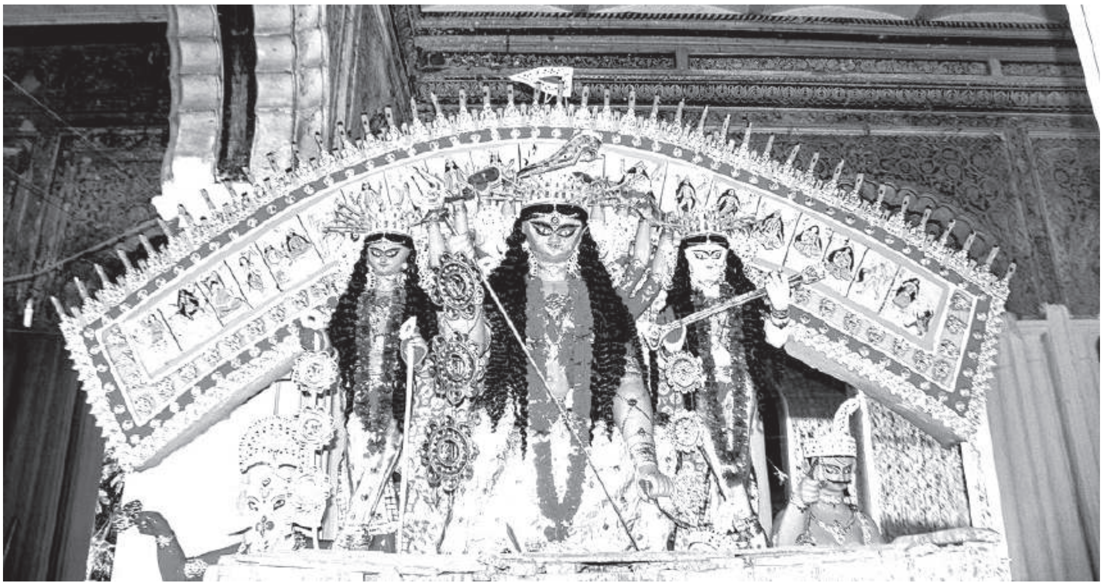

চিত্র-৩ : রাজরাজশ্বরী দূর্গামূর্তি, কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি।

রাজ পরিবারের পুজোয় বিভিন্ন ধর্মের ও জাতের মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করত। যেমন কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির রাজরাজশ্বেরীর পূজাতে সব শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারত। মুসলমান ঘরামীরা বাঁশ আনত। কুমোরেরা মূতি গড়তে। দেবীর চোখ, মুখ নাক আঁকত মুসলমান শিল্পীরা। পুজোয় পদ্মফুল আবশ্যক। তা সংগ্রহ করত বাগদি শ্রেণীর লোক। পুজোয় অনেক ফুল লাগে। মালিরা তা সংগ্রহ করত। কাঁধে করে দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই কাজ করত সব শ্রেণীর লোকেরা। (রায় ২০১০ : ৩৫)

বর্তমানকালে বিভিন্ন বনেদি পরিবারের মধ্যে সামাজিক বন্ধন আরো দৃঢ় করে দুর্গোৎসব। যেমন বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বুদবুদের মানকরে রায়পুর বিশ্বাস বাড়ির পুজোতে ফি বছর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সদস্যরা ও আত্মীয়রা পুজোয় বাড়ি আসেন (মজুমদার ২০১৪ : ৪)। আবার পরিবারে-পরিবারে বৈরিতা দুর্গোৎসবের সময় মিটে যায়। যেমন কালনার বাদলা গ্রামে পোদ্দার বাড়ি ও হালদার বাড়ির মধ্যে ঝুট ঝামেলা লেগেই থাকত। কিন্তু সন্ধিপুজোর সময় এলেই দুই পরিবারের সদস্যেরা একে অপরকে কাছে টেনে নিতেন (ভট্টাচার্য ২০১৪)। অন্য ধর্মীয় উৎসব, যেমন ঈদ বা খ্রীস্টমাসেও মানুষে মানুষে মিলন দেখা যায়।

ঈদ উল ফিতর

চিত্র-৪ : ঈদের প্রার্থনা

রমজান মাসে মুসমলানদের যেমন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি উপবাস করতে হয়। এও ধর্মের কৃচ্ছসাধন (disciplinary) ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। সন্ধ্যাবেলা যখন উপবাস ভাঙ্গা হয়, তখন মানুষ নানা সুখাদ্য গ্রহণ করে, একে ইফতার বলা হয়। রমজান ও ইফতারের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনার প্রসার ঘটে ও কমিউনিটির (সামাজিক) বন্ধন সুদৃঢ় করাই এর লক্ষ্য। রমজানের শেষে আসে খুশীর ঈদ বা ঈদ-উল-ফিতার। এই ধর্মীয় উৎসবে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলন হয় এবং এই দিনটির এমনই মহিমা যে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকেও সবাই কাছে টেনে নেন।

২। মানুষের মনোবল বৃদ্ধি এবং উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ :

ধর্মের দ্বিতীয় ইতিবাচক কাজ হল মানুষের মনোবল বৃদ্ধি এবং উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুদ্ধবিভাগ থেকে একটি সমীক্ষা চালানো হয় সেনাদের মনোবলের উপর। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় "কঠিন সময়ে প্রার্থনা তোমার কতটা উপকারে লাগে?" প্যাসিফিক রণাঙ্গনের ৭০% উত্তরদাতা ও মেডিটারেনিয়ান রণাঙ্গনের ৮৩% উত্তরদাতা বলেন যে, প্রার্থনা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে ২৮ থেকে

৬১ শতাংশ কিন্তু অন্য সহকর্মীদের প্রতি আনুগত্য, কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরা, এবং শত্রুর প্রতি ঘৃণাকেও প্রাধান্য দেয়। (Jonson 1986 : 463-4)। ফলে শুধুমাত্র প্রার্থনা সেনাদের যুদ্ধ করবার সময় মনোবল জোগায় না, যদিও প্রার্থনা যুদ্ধে মনোবল বাড়ানোয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষা :

ধর্মের একটি বড় কাজ হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। জনসনের মতে "Religion not merely defines moral expectations of members of the religious group but usually enforces them." (Jonson : 464)

ধর্মের সঙ্গে নৈতিকতা পরজন্মের ধারণা. ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এই নৈতিক অনুশাসনগুলির ধর্মের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। মানুষকে শেখানো হয় যে অমুক কাজ পুণ্য কাজ। আর অমুক কাজ পাপ কাজ। মুসলিমদের মধ্যে যেমন দরিদ্রদের অর্থদান করা পুণ্য কাজের মধ্যে পড়ে। এর ফলে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নরহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি কাজ সব ধর্মে পাপ কাজ হিসাবে স্বীকৃত। কারণ তা সামাজিক সুস্থিতির পরিপন্থী।

ধর্মীয় অনুশাসন মানুষকে সামাজিক সুস্থিতি রক্ষার্থে কাজ করতে উৎসাহ দেয়। সব ধর্ম ইহজন্ম এবং পরজন্মে মানুষকে ভাল কাজ করবার জন্য পুরস্কৃত করবার কথা হলে এবং সামাজিক অপরাধীদের ইহজন্ম ও পরজন্মে শাস্তির ভয় দেখায়।

৪। প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা :

ধর্মের চতুর্থ ইতিবাচক ক্রিয়া হল প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ, "Ethnography of Wilderness : The Sacred Groves in the Perception of the Khasi—Jaintia People", সজল নাগ দেখান যে সব প্রাচীন ধর্ম প্রথমদিকে প্রকৃতিকে পুজা করত। এবং এর ফলে পাহাড়, ঝরণা, জীবজন্তু ও গাছগাছালি রক্ষা করার দিকে মানুষ নজর দিত। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রকৃতিকে মানুষ ধ্বংস করতে শুরু করে, যদিও সংগঠিত ধর্ম প্রকৃতি রক্ষা করবার কথা বলে।

ঋষিদের উপকথাতে আছে যে একসময় মানুষ ও জীবজন্তুরা মিলেমিশে থাকত। তাদের কবিরা এইযুগকে একটি স্বর্ণযুগের কথা বলেন। এখনও খাসি ধর্ম প্রকৃতি কেন্দ্রিক ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা ঋগিদের অন্যতম কর্তব্য।

> For the Khasis, nature is a holy sanctuary where god resides and continues to interact with man. Nature is seen as God's creation and another who nourishes human beings. The existence of sacred mountains, hills, rivers and sacred groves or sacred plants vindicates this fact. Hence Khasis treat nature with respect. They reveal a certain feeling of awe towards her. (Nag 2013-14 : 84)

এককথায় বলতে হলে খাষিদের কাছে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক। তাই তারা প্রকৃতির লিলাতে মুগ্ধ। এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ফলেই এখনও খাসিদের এলাকার মনোরম পরিবেশ এখনও নষ্ট হয় নি। (এমন একটি সুন্দর জায়গা হল মাফলাফ পবিত্র বন।

এইখানে আমরা ধর্মের চারটি ইতিবাচক ক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করলাম। প্রথমতঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম সমাজে সংহতি রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে আমরা জাপানে গ্রামীণ ধর্ম, বাংলার দুর্গোৎসব ও মুসলমানদের ঈদ অল ফিতরের মত ধর্মীয় উৎসবের অবদানের কথা আলোচনা করলাম। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখলাম কীভাবে ধর্ম মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে। যে সব মানুষ খুব চাপের মধ্যে কাজ করে, যেমন সেনারা, তারা ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধির উপায় খোঁজে। তৃতীয়তঃ ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে একটা ভূমিকা পালন করে। চতুর্থতঃ ধর্মীয় ভাবনা পরিবেশ রক্ষা করবার ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সমাজে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা :

সমাজে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবার পর এবার আসুন আমরা ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা, অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া (dysfunction) নিয়ে আলোচনা করি।

ধর্ম একটি লোক ঠকানোর হাতিয়ার :

আদি যুগ থেকে বহু মনীষী বলেছেন যে ধর্ম একটি লোক ঠকানোর হাতিয়ার। জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "প্রাচীন কাল থেকেই কোন কোন দুঃসাহসিক চিন্তানায়ক ধর্মকে যুক্তি বিরুদ্ধ, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রগতির অন্তরায় এবং শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে ঘোষণা করেছেন" (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ : ১) এই দার্শনিকের মধ্যে ছিলেন আদিকালের ভারতে বৃহস্পতি এবং লোকায়ত দার্শনিকেরা। উনবিংশ শতকের দার্শনিক, কার্ল মার্কস ও এদের মধ্যে পড়েন। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮)। মার্কস যেমন ধর্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে কোন তফাত দেখেন নি। তিনি ধর্মকে 'জনগণের আফিম' আখ্যা দেন এবং সমাজে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা দেখিয়েছেন। কী কারণে ধর্মকে জনগণের আফিম বলব? তত্ত্বকথার মধ্যে না গিয়ে কিছু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝা যাবে। ২০১২ সালের একটি ঘটনা উল্লেখ করি। মুম্বাইয়ের ভিলে পার্লেতে একটি চার্চের বাহিরে দেখা গেল যে যীশুখ্রিস্টের মূর্তির পা বেয়ে জল পড়ছে। এই চরণামৃতকে নাকি সব অসুখ সারে। ফলে সেই 'পবিত্র' জল সংগ্রহ করবার জন্য জনগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এবার এই জলের গোপন উৎস খুঁজে বার করলেন Indian Rationalist Association এর সভাপতি সানাল এডামারুকু। তিনি দেখান যে পয়ঃপ্রণালীর ত্রুটির ফলে পাইপ থেকে নোংরা জল capillary action এর মাধ্যমে চুঁইয়ে পড়ছে যীশুর মূর্ত্তি থেকে। এই চরণামৃত খেলে রোগ সারা দুরস্ত, আরো নতুন ভয়ানক রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। তাঁদের বুজরুকি ধরা পড়েছে দেখে খ্রিস্টান পাদ্রিরা ভয়ানক চটে গেলেন। আর এড়ামারুকুকে চাপে রাখতে Catholic Christian Secular Forum তাঁর বিরুদ্ধে অধার্মীকতার অভিযোগ এনে মামলা করে। (Verma 2012 : 11) তারা অভিযোগ করে যে এডামারুকু তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন। অতএব তিনি গণশত্রু! দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল এই যে ধর্মের

চিত্র-৫ : সানাল এডামারুকু

ব্যবসায়ীদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে গিয়ে এডামারুকুকে দেশান্তরিত হতে হয়। (Tripathy & Matthew 2016 : 74) এর কারণ তিনি খুনের হুমকি পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাঁর প্রাণরক্ষার কোন ব্যবস্থা করেনি। এখন তিনি হেলমিস্কি তে থাকেন।

নারীর স্বাধীনতা দমন করবার অন্যতম হারিয়ার ধর্ম। দীয়া খাঁঃ ও মামালা ইউসুফজাইয়ের অভিজ্ঞতা।

যুগে যুগে ধর্মের নামে নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সর ধর্মের মৌলবাদীদের মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে। দীয়া খান নরওয়েতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাকিস্তানী ও মা আফগান। ছোটবেলা থেকে গান বাজনায় শখ ছিল তাঁর। কিন্তু মুসলিম সমাজপতিরা মেয়েদের গান বাজনা করাকে 'হারাম' বলে মনে করত। দীয়া তাদের আপত্তি উপেক্ষা করে গান বাজনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর ফলে তাঁকে মুসলিম সমাজে কোপে পড়তে হয়। তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে, দীয়ার জীবন বিপন্ন হয়। বাধ্য হয়ে মাত্র সতের বছর বয়সে তাঁকে দেশান্তরিত হতে হয়। ইংলন্ডে গিয়ে তিনি নতুন জীবন গড়ার কথা ভাবেন। মুসলিম মহিলাদের জন্য sisterhood network.org নামে একটি website খোলেন যেখানে মেয়েরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত করতে পারবে—শিল্প, কবিতা, গান, আলোকচিত্র প্রভৃতি প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু সেখানেও মুসলিম মৌলবাদীদের ক্রোধের কোপে পড়তে হয় দীয়া খানকে।

চিত্র-৬ : মালালা ইউসুফাজাই

দীয়া খানকে আবার শুনতে হয় যে মুসলিম মেয়েদের শিল্প চর্চা 'হারাম'। কিন্তু দীয়া থেমে যাননি। তিনি একের পর এক সংগঠন গড়ে তোলেন। তার মধ্যে রয়েছে AVA Foundation। এই সংগঠন প্রান্তিক শিশু ও তরুণদের জন্য কাজ করে। এছাড়া দীয়া সম্মানহানি খুনের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন।

দীয়ার মত অনেক মেয়েরেই স্বাধীনতা মুসলিম মৌলবাদীরা কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছে। মালালা শুধু পড়তে চেয়েছিল। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্টা করতে গিয়ে সে মৌলবাদীদের কোপে পড়ে। তালিবানরা তাঁকে গুলি করে মারার চেষ্টা করে। এবং এই হত্যার চেষ্টা ধর্মের নামে, সংস্কারের নামে করা হয় (Yousufzai & Lamb 2013)।

দীয়া কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন। তাঁর কথায় : "I feel I won the lottery by being born to parents like mine and into a country like Norway". (Khan 2016 : 43)

কিন্তু সব মেয়েরা এত 'ভাগ্যবান' নয়। মুসলিম দুনিয়ার বেশিরভাগ দেশে মেয়েদের স্বাধীনভাবে রাস্তাঘাটে হাঁটারই অধিকার নেই।

পাকিস্তানের মহিলা চালক : নারী ক্ষমতায়নের পক্ষে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ

কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থা পাল্টাচ্ছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি টাক্সি কোম্পানী লাহোর, ইসলামাবাদ এবং করাচিতে ব্যবসা শুরু করে। তারা মহিলা চালক নিয়োগ করছে। সাতজন মহিলা

কোম্পানীতে চালক হিসাবে যোগ দিয়েছেন (Reuters 2016)। এটি একটি রক্ষণশীল মুসলিম দেশের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মহিলা ক্ষমতায়নের একটি নজির সৃষ্টি করল কারিম। মনে রাখার দরকার এখনো ইসলামের জন্মস্থান, সৌদি আরবে, মহিলাদের গাড়ি চালানোর অধিকার নেই।

(৩) ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে :

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি ধর্ম মানুষের মধ্যে সংহতি রক্ষা করে। কিন্তু ধর্মকে যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হলে তা সামাজিক সংস্কৃতির পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। যেমন—ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা (communalism) ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতাকে দুভাবে দেখা যায়—(১) পারি কমিউনের (Paris Commune) মত স্থানীয় গোষ্ঠীদের স্বশাসনের অধিকার সমর্থন অথবা (২) দক্ষিণ এশিয়ার ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তৈরি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব (Mc Millan, 2003 : 96) । আমরা দ্বিতীয় সংজ্ঞাটা গ্রহণ করলাম। ফলে আমরা communalism বলতে বুঝি : "the antagonisic polarization of politics between religious and ethnic groups, particularly conflict between Hindus and Muslims" (Macmillan 2003 : 96)

সাম্প্রদায়িকতার উৎস খুঁজতে গিয়ে বিপান চন্দ্র লেখেন যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে ইংরেজ আমলের অর্থনৈতিক নীতি এবং বর্তমান ভারতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে ব্যর্থ হওয়ার মধ্যে। (Chandra 2014 : 299) তিনি দেখান যে সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ মধ্যবিত্ত বা পাতি বুর্জোয়াকে (petty bourgeis) ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গোটা বিংশশতকে আমরা লক্ষ করি যে আধুনিক শিল্পের অভাবে এবং আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির অভাবে এবং সরকারি ব্যয় সংকোচন নীতি ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে কিন্তু তা তখনকার উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পরিণত না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়। সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় পরিচয় হয়ে ওঠে মধ্যবিত্তের পরিচয়। বিপান চন্দ্রের ভাষায় :

> The petty bourgeois identity and ego get tied up with the cow or *peepal* tree protection and music before a mosque ; protection of such supposed rights—a cow must not be sacrificed, a music procession before a mosque must become silent—was seen as a life and death question because it came to represent of symbolically the preservation or destruction of the petit bourgeois ego. (Chandra, 2014, 300).

এর ফলে 'শত্রু'র সংজ্ঞাই বদলে গেলো। আসল শত্রু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, স্তিমিত হয়ে গেল। 'শত্রু' হল অপর রা, যারা বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক।

বিপান চন্দ্র দেখান যে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সংকটে মধ্যবিত্তের সামনে দু'ধরনের মতাদর্শ ছিল। একদিকে তারা অতি উৎসাহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করে যখন তাদের মনে হয় যে রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন আসন্ন। অন্যদিকে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বন্ধ থাকে তখন তাদের আন্দোলন ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে ও নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ঠিক রাখাটাই তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। 'শত্রু' তখন সেই গোষ্ঠী থাকে হঠাতে পারলে নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কাজের জন্য প্রতিযোগিতাও সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। (Chandra 2014 : 304-30

ফলে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে 'ধর্মীয়' স্বার্থ কিছু নেই। রয়েছে ক্ষুদ্র বস্তুগত স্বার্থ।

> It is therefore not accidental that the communal struggle occured mostly over government jobs, educational concessions, etc., and the political positions in the legislative councils and municipal bodies which enabled control over them." (Chandra 2014 : 30)

এছাড়া মধ্যবিত্তরাই সমাজে ব্যক্তিগতভাবে উঠতে পারত কিংবা সামাজিকভাবে নেমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই উল্লম্ব সচলতা অন্য কোন শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব নয়।

বিপান চন্দ্র মনে করতেন যে মতাদর্শ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা আসল সমস্যা (অর্থনৈতিক অনটন, বেকারত্ব ইত্যাদি) ঠিক মত বোঝে নি। ফলে সমস্যার সঠিক সমাধানও দিতে পারে নি। ফলে সাম্প্রদায়িকতা আসলে মিথ্যা বা ভ্রান্ত চেতনা।

> "....communalism neither comprehended the problem correcty nor provided a correct solution—it represented a false consciousness." (Chandra 2014 : 304)

সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা কিভাবে তৈরি হয় :

কিভাবে এই মিথ্যা চেতনা তৈরি হয় তার একটা উদাহরণ দিলাম। গো রক্ষা আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে অনেক দিন ধরে চলছে। ১৮৯৩ সালে একটি গোরক্ষা বক্তৃতা হয়েছিল বাহরেতে। সেখানে একটি ছবিতে একটি গরুর মধ্যে সব হিন্দু দেবদেবী ছবি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সবাইকে গরু দুধ দেয়—হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান। তবে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল এক ব্যক্তি, যে আধা মানব ও আধা দানব, সে গরুকে তরোয়াল দিয়ে বধ করতে উদ্যত হয়েছে। আর অন্যদিকে ধর্মরাজ এই নবরাক্ষসের কাছে আবেদন করছে যে সে যেন দয়াপরাবস হয়ে গরুটিকে না মারে। তখনকার ডেপুটি কমিশনার মনে করেছিলেন সে ওই দানবের ছবিটার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে অপমান করা হয়েছে (Pandey 2014 : 310)। এরকম নানাভাবে হিন্দুদের মধ্যে গোমাতা রক্ষা করবার জন্য আন্দোলন চালানো হয়। যারা গো হত্যা করে তাদেরকে দানব বা হিন্দু ধর্মের শত্রু হিসাবে দেখানো হয়। গো-রক্ষাই মুখ্য। আর সবই গৌণ (দারিদ্র্য বেকারত্ব, ইংরেজদের অত্যাচার, ইত্যাদি)। অর্থাৎ গো-রক্ষা হিন্দু সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে কেন সাম্প্রদায়িকতা মিথ্যা চেতনা।

ভারতের বুদ্ধিজীবীরা এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" কবিতায় যেমন কাজি নজরুল ইসলাম গাহিলেনঃ

' "হিন্দু না ওরা মুসলিম"?' ওই জিজ্ঞাসা কোন জন? কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র?' (ইসলাম, ১৪০২ : ৬৪)

তাঁর 'ভারত বিধাতা' কবিতায়— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন :

> 'অহরহ তব আহবান প্রচারিত, শুনি তব উদার বানী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানী পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
> প্রেম হার হয় গাঁথা।
> জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!' (ঠাকুর, ১৪০০ : ৭২৭)

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে মজ্জাগত বিদ্বেষকে পুঁজি করল একদল স্বার্থন্বেষী রাজনৈতিক নেতা। এবং তাদের জন্য মূলতঃ দেশ ভাগ হল। প্রাক্স্বাধীনতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১০ লক্ষ ভারতীয় নিহত হয়, ৭৫,০০০ মহিলা ধর্ষিতা হন (Bandyopadhyay 2004 : 460)। বাংলা এবং পঞ্জাব সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাই পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীরা সাম্প্রদায়িকতা বিষময় ফল কিছুতেই ভুলতে পারে নি।

খুশবন্ত সিং-এর উপন্যাস “Train to Pakistan”, যা পরে চলচ্চিত্রায়িত হয়, বা সাম্প্রদায়িকালের বাংলা ছায়াছবি “রাজকাহিনী” তারই প্রমাণ।

কিন্তু দেশভাগ থেকে কি আমরা কিছু শিখেছি? ভারতের দাঙ্গার ইতিহাস যদি আমরা পড়ি তবে আমরা দেখব যে অষ্টাদশ শতক থেকে এই ধরনের দাঙ্গা লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্বাধীনতা আন্দোলনের সুফলকে অনেকটা মৃয়মান করে।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ষাটের দশক থেকে আবার শুরু হয়। বিংশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনটে পর্যায় লক্ষ করা যায়—(১) ১৯৬৪-৭০, অর্থাৎ নেহেরু উত্তর যুগে ; (২) ১৯৮০-১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রীত্বে ; (৩) আশির দশকের শেষদিকে—যখন বাবরি মসজিদ নিয়ে গোটা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। (Basu 2014 : 327)। ভারতের রাজনীতির গৈরিকীকরণ চলছে। ভাজপা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনীতি ২১ শতকের ভারতে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা জিয়ে রেখেছে। (Pramanik 2009)।

গুজরাট দাঙ্গা (২০০২)

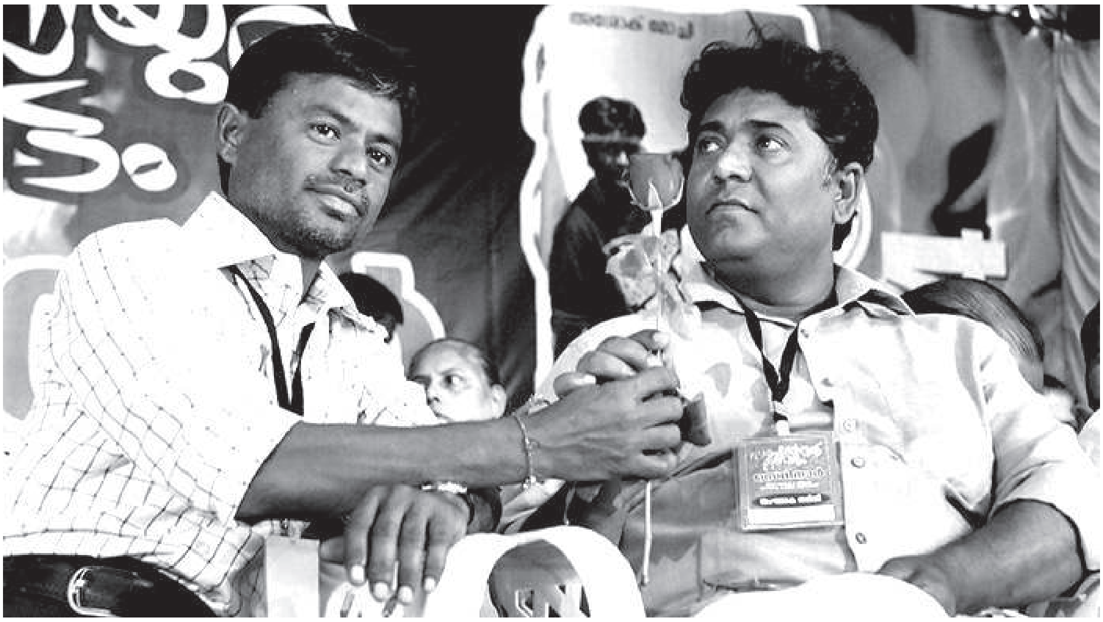

চিত্র-৭ : গুজরাট দাঙ্গার দুই মুখ অশোক মোচি ও কুতুবুদধিন আনসারি

একুশ শতকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। হীরেন মুখোপাধ্যায়ের মত নেতারা

গুজরাট দাঙ্গা (২০০২) কে 'গণহত্যা' (pogrom, genocide) আখ্যা দিয়েছেন। (Mukherjee 2002) তার কারণটা নীচের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে। বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন : "........the Gujarat carnage of 2002 is a definite event in the history of inter-communal relations in contemporary India". (Chattopadhyay : 2002 : xin). কারণ স্বাধীন ভারতে এমন বীভৎস দাঙ্গা আর হয় নাই।

২০০৫ সালে ভারত সরকার গুজরাট দাঙ্গার বলির একটা হিসাব দেয়।

সারণি-১। গুজরাট দাঙ্গার বলি (২০০২)

খুন	নিখোঁজ	আহত	বিধবামহিলা	অন্যান্য শিশু	
হিন্দু	মুসলিম				
২৫৪	৭৯০	২২৩	২৫০০	৯০০	৬০০

(সূত্র : BBC, 2005)

সংসদে সরকার জানায় যে ৭৯০ জন মুসলিম এবং ২৫৩ হিন্দুকে হত্যা করা হয়। ২২৩ জন নিখোঁজ হন। ২৫০০ জন আহত হন। (সারনি-১)

তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সুপ্রকাশ জয়সওয়াল রাজ্যসভাকেও জানান যে, ৯০০ মহিলা এই দাঙ্গায় বিধবা হন এবং ৬০০ শিশু অনাথ হয়। ত্রাণের জন্য গুজরাট সরকার ২.০৪ বিলিয়ন টাকা খরচ করে। (BBC 2005) । বুদ্ধিজীবীরা এই দাঙ্গার কড়া সমালোচনা করেন (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬, ১৯-২১)

অসহিষ্ণুতার প্রত্যাবর্তন :

২০১৪ সালে ভারতীয় জনতাপার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। ফলে ফের অসহিষ্ণুতার রাজনীতি জোরকদমে শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে ভারতীয় সমাজের ক্ষতি করছে তা সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার। সাংবাদিক পিযূষ শ্রীবাস্তব দেখিয়েছেন যে সাম্প্রদায়িকতা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক। তাঁর মতে "Communal disharmony........ can destroy the economy of a town". (Srivastava 2016 : 1). ২০০০ সালে মুবারকপুরে দাঙ্গার ফলে সেখানকার বেনারশি শাড়ি শিল্প নষ্ট হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে কৈরানার অর্থনীতিও ধ্বংস হতে বসেছে। অভিযোগ করা হয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি-র (ভাজপা) বিভিন্ন শাখা চতুরভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করছে। এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট বাড়ছে। কৈরানাও কি মুবারকপুরের মত আর্থিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে?

এই অংশটি শেষ করবার আগে সাম্প্রদায়িকতা কি তার আবার সংক্ষেপে আলোচনা করি। সাম্প্রদায়িকতা হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা-বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই বিদ্বেষ মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। মনস্তত্ত্ববিদ সুধীর কক্কর দেখান যে রাজস্থানের ভরতপুরের বালাজি মন্দিরে ভূতে পাওয়া মানুষকে আনা হয়। ওখানকার ওঝাদের মতে মুসলিম ভূত সবচেয়ে পাজি। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মজ্জাগত (Saberwal 1986 : 71)। সমাজতত্ত্ববিদ্ সারেরওয়াল দেখান যে গোটা মধ্যযুগে মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে মেলামেশার অভাবের ফলে দুটো পৃথক সম্প্রদায় তৈরি হয়। ইংরেজ ঔপনিবেশকরা তাই খুব সহজে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়। সামাজিক পৃথকীকরণের সঙ্গে বস্তুগত স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে (Saberwal 1986 : 75)। তাঁর মত বিপান চন্দ্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে মেলে।

বর্তমানযুগেও শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের মত নিজেদের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখছে। ফলে জাতীয় ঐক্য একটি প্রসহনে দাঁড়িয়েছে। ভারতের বহুত্ত্ববাদী সংস্কৃতি আজ বিপন্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০১৬)।

সম্প্রতি ২০১৯ শের শেষের দিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির ভোজপো নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার Citizenship Amendments Acts পাশ করে। এর উদ্দেশ্য হল নাগরিকত্বের ব্যাপারে কোন কোন মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করা। কিন্তু ভারতের মানুষ এই নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক বিভাজননীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। শুধু ১৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ শে ভারতের ১০ টি রাজ্যে পেজার, নয়াদিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালা মানুষ এই বিভেদ নীতির বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও কর্ণাটকের মত রাজ্য ভাজপো শাসিত (এই সময় ২০১৯)

৩.১৫ সারসংক্ষেপ :

প্রথম এককে আমরা ধর্ম সম্পর্কে একটি সার্বিক আলোচনা করলাম। আমরা দেখেছি যে ধর্মীয় চেতনার উদ্ভব হয় যখন আমরা 'পবিত্র' ও 'অপবিত্র'র (sacred and profane) র মধ্যে তফাৎ করি। দুর্খ্যাঁ এবং নিসবেট তাই মনে করেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের ভারতীয় দার্শনিক, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, পুজাপাট প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রপঞ্চকে অজ্ঞতাবগতঃ চেতনা দেওয়া থেকে শুরু হয়। মুনি ঋষিরা এদের কাছে মানব সমাজকে রক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা করতেন। ধর্মের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন রয়েছে—Church (গির্জা) বা ecclesia (ধর্মসভা), denomination (ধর্মীয় সম্প্রদায়), cult (ধর্মবিশ্বাসী গোষ্ঠী), এবং sect (ধর্মীয় উপদল)। আমরা ধর্মের ক্রিয়া নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে ধর্মের সুক্রিয়া (functions) আছে—যেমন (১) সামাজিক সংহতি রক্ষা করা ; (২) মানুষের মনোবল বৃদ্ধি ও উত্তেজনা নিমন্ত্রণ ; (৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি রক্ষা করা ; এবং (৪) প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা। কিন্তু ধর্মের দুষ্ক্রিয়াও (dysfunctions) আছে। যেমন—(১) অনেক সময় ধর্ম লোক ঠকানোর হাতিয়ার হয় ; (২) নারী স্বাধীনতা দমন করবার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। এবং (৩) ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। দলাইলামা মনে করেন যে মৌলবাদ সমাজের ক্ষতি করে (Alt 2015 : 114)। আমরা একমত।

দ্বিতীয় এককে আমরা ধর্ম নিয়ে আরো আলোকপাত করব। বিশেষ করে আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। (১) ধর্মের সঙ্গে যাদুবিজ্ঞানের সম্পর্ক। (২) ধর্ম-এক বিকাশশীল ব্যবসা।

অনুশীলনী ২

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও। (১০)

১। ধর্ম কাকে বলে? বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ধর্মের ক্রিয়া সম্পর্কে একটি টীকা লিখ।

পর্যায় ৩.২ ঃ ধর্ম, বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা—ধর্ম একটি বর্ধিষ্ণু ব্যবসা
Religion, Science & Magic : Religion as a Growing Business.

৩.২ ভূমিকা

এই এককে আমরা ধর্ম, বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব। পরে আমরা ধর্ম ও ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে ধর্ম, বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যার সংজ্ঞা ও অর্থ নিয়ে আলোকপাত করা যাক।

ধর্ম (religion)র অভিধানিক অর্থ হল কতগুলি বিশ্বাস ও ক্রিয়া যা 'পবিত্র' ধারণার উপর বিশ্বাস করে গড়ে ওঠে এবং বিশ্বাসীদের একটি ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে রাখে। (Scott and Marshall, 2009 : 643)

বিজ্ঞান (Science)

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে বিজ্ঞানের অভিধানিক সংজ্ঞা দিয়েছে : "বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, (বাং) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান, science....."

যাদুবিদ্যা (Magic) র অভিধানিক সংজ্ঞা ***সংসদ বাঙ্গালা অভিধান***-এ দেওয়া আছে। এর অনেকগুলি সংজ্ঞা আছে—"ভেলকি, ইন্দ্রজাল, কুহুক, তুক;" "অদ্ভুত উপায়ে বশীভূত করা" ইত্যাদি।

এবার আমরা ধর্ম, যাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

৩.২১। ধর্ম, যাদু ও বিজ্ঞান—তাদের সম্পর্ক।

ধর্ম, যাদুবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন আদি যুগের ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ, এ মিল দুর্খ্যাঁ। প্রথমে আমরা তাঁর বক্তব্য নিয়ে আলোচা করব।

ধর্ম ও যাদুবিদ্যা। দুর্খ্যাঁর মতে যাদুবিদ্যা ও ধর্মের মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য আছে। যাদুবিদ্যার (ভেলকি, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি) যেমন কিছু মন্ত্র, কাহিনী, ইত্যাদি, রয়েছে। ধর্মের মধ্যেও এই ধরণের কাহিনী, মন্ত্র, রয়েছে। কিন্তু যাদুবিদ্যা ও ধর্মের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক রায়ছে। কি ধরণের সম্পর্ক? দুর্খ্যাঁ দেখান ধর্ম যাদুবিদ্যাকে সহ্য করে না। যাদুকর তার তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে ধর্মীয় আচরণের বিরোধী কাজ করে। যাদুবিদ্যার মধ্যে কোন 'পবিত্র' ধারণা নেই যা ধর্মের মধ্যে আছে (Banerjee, 2002 : 81, Banerjee, 2013 : 157)।

চিত্র-১ : এখিল দুর্খ্যাঁ

দুর্খ্যাঁ ধর্ম ও যাদুবিদ্যার মধ্যে নিম্নলিখিত তফাৎগুলি দেখেছেন। প্রথমতঃ ধর্ম মানুষে-মানুষে সম্পর্ক গড়ে একটি সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু যাদুবিদ্যাতে এই ধরণের

সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যাদুর কোন সংগঠন (church) নেই। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় বন্ধন মানুষকে একটি নৈতিক সম্প্রদায়ে পরিণত করে। কিন্তু যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে তা হয় না। যাদুকর সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। বরং সে সমাজ থেকে পালায়। তৃতীয়তঃ ধর্ম অনেকটা দর্শন ভিত্তিক এবং তা পালন করলে কোন বৈষয়িক লাভ বা বৈষয়িক উপকার হয় না। কিন্তু যাদুবিদ্যার (যেমন তুক) কিছু লক্ষ্য আছে—হয় যাদুকরের বা যাদুকরের যজমানের উপকার করা, অথবা কারোর ক্ষতি করা (Banerjee 2002 : 81, Banerjee 2013 : 157)।

ধর্ম ও বিজ্ঞান : দুর্খ্যাঁর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের জন্ম। বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই ধরের চিন্তা অনুমান ভিত্তিক। শুধু বিজ্ঞান কিছু সমালোচনা করে যা ধর্ম করে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সীমিত অঞ্চলে দ্বন্দ্ব হয়। ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু ধর্মকে সমালোচনা করে বিজ্ঞান এগিয়েছে। এখন বিজ্ঞান ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। (Banerjee 2002 : 81–82')।

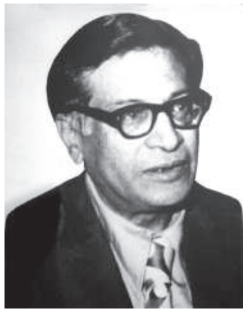

চিত্র-২ : বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মত কি দুর্খ্যাঁর এই মতের সঙ্গে মেলে? একটি উদাহরণ দি। বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরী মনে করেনঃ "ধর্ম-দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে কিন্তু আদিতে দ্বন্দ্ব ছিল না। পরবর্তীকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই দ্বন্দ্বটা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে।" (নাগচৌধুরী ও রায়, ১৯৯৩ : ১৩)

নাগচৌধুরী বক্তব্য কিন্তু দুর্খ্যাঁর থেকে অনেকটা পৃথক। তাঁর মতে, যদিও প্রথম দিকে ধর্ম-বিজ্ঞান-রাজনীতি দ্রুত লয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, পরে স্বার্থন্বেষী কিছু যাজক যখন ক্ষমতায় আসে তখন ধর্মের এই প্রগতিশীল দিকটিকে থাকতে পারে না। পুরানো ধ্যানধারণাকে টিকিয়ে রাখার উপর নির্ভর করে এদের নেতৃত্ব। "ধর্মের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য-মানুষের জ্ঞানের বাইরে প্রকৃতির আচরণের যে প্রকাশ তা বোঝার চেষ্টা তার থেকে বিচ্যুত হয়ে যাজকরা অবলম্বন করলেন প্রচলিত অজ্ঞাতপ্রসুত সংস্কারকে।" (নাগচৌধুরী ও রায় ১৯৯৩ : ৯৪) ভূস্বামী ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকেরা ধর্মের এই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাকে সমর্থ করে।

নাগচৌধুরীর মতে ধর্মের দুটি ধারা রয়েছে। একটা ধারা ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুসরণকেই ধর্মাচরণ বলে মনে করেন। এই ধারাই মৌলবাদী শক্তির জন্মদাতা। ধর্মের অপর ধারাটিতে ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এই ধারার প্রবক্তারা বিজ্ঞানের আবিস্কারের আলোকে নিজ নিজ ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করেন (নাগচৌধুরী ও রায়, ১৯৯৩ : ১৫)

অর্থাৎ বলা যায় যে ধর্ম একটি মতাদর্শ যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক হবে সেটা নির্ভর করবে মানুষ কি ভাবে ধর্মকে কাজে লাগাবে। নাগচৌধুরী যথার্থ বলেছেন যে অনেক সময় ধর্মীয় বাধা পেরিয়ে বিজ্ঞানকে এগোতে হয়েছে (নাগচৌধুরী ও রায়, ১৯৯৩ : ৯৬)। যেমন ধরা যাক গ্যালিলিওর উক্তি যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তা তৎকালীন ধর্মীয় ভাবনার বিরুদ্ধে ধর্মীয় আদালত, Inquisition-এর রোষানলে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এখন তা বৈজ্ঞানিক বস্তুসত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

আমি আগে লিখেছি যে ধর্ম তত্ত্ব ভক্তি আর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোন তত্ত্ব বিশ্বাস করেন না যতক্ষণ না তা প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুর্খ্যাঁর তত্ত্ব, যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিশেষ তফাৎ নেই মানা যায় না (Banerjee 2013 : 172)। আমি এখনও মনে করি যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অহিনকুলের সম্পর্ক আছে।

৩.২২ ধর্ম ঃ একটি ক্রমবর্ধমান ব্যবসা

ধর্ম ও ব্যবসার মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক

এবার আসুন, আমরা ধর্ম ও ব্যবসাার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করি। ধর্মীয় মতাদর্শের সঙ্গে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক আছে তা প্রথম দেখিয়েছিলেন ম্যাক্স হেব্বর। তাঁর ‘‘Protestant ethic’’ ধারণা মানুষের চিন্তাভাবনার ধরন বদলানোর ১০০১ ভাবের অন্যতম ভাব (idea) হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। নিকোলাস মিচেড (NM) লিখেছেন : ‘‘It is argued by many philosophers, economists, and social theorists that the Protestant work ethic not only defined and caused the spread of capitalism but also that the economic success of the United States is a direct result of the Protestant Work ethic’’. (Miched 2016 : 19)

চিত্র-৩ : ম্যাক্স হেব্বর

ম্যাক্স হেব্বরের মতে খ্রীষ্টানদের কৃচ্ছসাধনের ধারণা থেকে ধনতন্ত্রের মূল ভাব (spirit of capitalism) এসেছে।

তাঁর মতে :

‘‘One of the constitutive components of the modern capitalist spirit and moreover, generally of modern civilization, was the rational organization of life on the basis of the idea of the calling.’’ (Kalberg 2005 : 102)

ম্যাক্স হেব্বর যে পথ দেখিয়েছিলেন, তা অনেকে অনুসরণ করেছেন। যেমন গ্রিম, ক্লার্ক ও স্নাইডার দেখিয়েছেন যে ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থনীতি ও ব্যবসার পক্ষে মঙ্গলময়। (Grim, Clark and Snydere 2014)। এমারসন ও ম্যাকিনি, তাঁদের তথ্যভিত্তিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, যে সব ব্যবসায়ী (business professional) তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেন। তাঁরা অনৈতিক কাজের মাধ্যমে ব্যবসাকরতে রাজি নন। (Emerson & Mc Kinney 2010)।

ধর্ম ও ব্যবসা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্চের ভূমিকা

আমরা ধর্ম ও ব্যবসার মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক দেখলাম। কিন্তু ধর্ম কি ব্যবসা প্রসারের মতাদর্শ হতে পারে?

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুক্তিবাদী জীবন, সৎভাবে নিজের পেশায় কাজ করা, কর্তব্যবোধ, সঞ্চয় হওয়া মিতব্যয়ি, ইত্যাদি। এই প্রশ্নটা আমরা প্রথমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে মাথায় রেখে বিশ্লেষণ করব। বিদেশে গবেষকেরা

দেখিয়েছেন যে চার্চের বাজারীকরণ হয়েছে। অ্যান কুজমা, অ্যানড্রু কুজশ ও জন কুজশ দেখিয়েছেন যে বৃহৎ চার্চ (megachurch) (যাদের সদস্য ২০০ বা তার বেশি) ব্যবসায়িক সংঠনের মত তাদের প্রভাব বিস্তার করবার জন্য বাজারিকরণের কায়দায় কাজে লাগাচ্ছে।

The growth of the megachurch can be attributed to many factors, not the least of which is the sophisticated marketing that these churches have embraced. Marketing research, segmentation, positioning, branding, product development, integrated marketing communications and distribution strategy are clearly understood and utilised in marketing strategies of successful mega churches. (Kuzma, Kuzma and Kuzma, 2009 : 2)

২০০৫ সালে একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে মার্কিন সমাজে ১,২১০ টি বৃহৎ চার্চ আছে তার মধ্যে প্রথম সারির বৃহৎ চার্চে সপ্তাহে ১০,০০০ এর উপর মানুষ আসে। এইগুলিকে gigachurch (প্রকাণ্ড চার্চ) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। (Kuzma, Kuzma & Kuzma, 2009)

অন্যদিকে সমাজের প্রধান ধারার চার্চ (mainstream churches) সদস্য হারাচ্ছে। The Kew forum on Religion and Public Life দেখিয়েছে যে প্রায় সিকিভাগ মার্কিন নাগরিক (২৮%) হয় ধর্মত্যাগ করেছে, নয় অন্য ধর্ম অবলম্বন করেছে বা নাস্তিকতা অবলম্বন করেছেন। কয়েকটা বড় সম্প্রদায়, যেমন United Methodist Church) গত দশ বছরে দশলক্ষ্যের মত সদস্য হারিয়েছে। সমাজের প্রধান ধারার চার্চগুলি বর্তমানে বিভিন্ন সেবাপ্রকল্প (যেমন website)-এর মাধ্যমে তাদের সদস্য ধরে রাখার চেষ্টা করছে। যেমন United Methodist Church (http//www.united methodist.org) এর মতে ছোটখাট সম্প্রদায়গুলিকে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু বৃহৎ চার্চের অনেক বেশি অর্থ (অন্তত বছরে $6 million)। এরা তাদের সদস্যদের অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা দিতে পারে। কিভাবে তারা বাজারীকরণ করে তা এবার দেখি। Saddleback Church-এর Pastor Rick Warren, ‘‘The Purpose Driven Life’’ (2002) নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই বইটি ৩০ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। Warren এর প্রকাশক Zondervan একটি অভিনব বিক্রয় পদ্ধতি বার করেন। অধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য ১২০০ পাদ্রিকে রাজি করানো হয়, যারা তাদের চার্চকে ৪০ দিনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেবেন। এবার তাঁরা উপরিউক্ত গ্রন্থটির ৪০০,০০০ কপি $7 দিয়ে কেনার সিদ্ধান্ত নেন। বইটির দাম $20। এইবার ৪০০,০০০ চার্চ সদস্য $20 দিয়ে অন্তত গড়ে ৫টি বই কিনে বন্ধুদের উপহার দেয়। এই বিক্রির পদ্ধতিকে ‘‘viral marketing’’ আখ্যা দেন লেখকেরা। (Kuzma, Kuzma & Kuzma 2009 : 6)

এই চার্চগুলি এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক বাজারীকরণ (faith based marketing) করছে। ‘‘Essentially faith-based marketing is a strategy that recognizes the importance of religion to consumers and attempts to tie an organization or specific product to religion. (Kuzma, Kuzma & Kuzma 2009 : 4)

বৃহৎচার্চের সাফল্য বণিক মহলের নজর কেড়েছে। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বা ধর্মীয় কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোশকতা করছে। যেমন Megafeast একটা অনুষ্ঠান যেখানে চার দিন ধরে প্রার্থনা সঙ্গীত, ক্রিড়া, হাস্যকৌতুক এবং ব্যবসা বাণিজ্য হয়। এাওান্টায় ২০০৫ সালে যে Megafeast অনুষ্ঠান হয় সেখানে ৫০০,০০০ লোক অংশগ্রহণ করে লিখেছেন হফম্যান। এই ধর্মীয় উৎসবের পৃষ্ঠষপাষকদের মধ্যে ছিল Coca-cola, Pepsi, Bank of America, Dairy Quen, Mc-Donalds, Clorox, Delta Airlines এবং Alamo Rent A Car-এর মত কোম্পানী। 20th Century Fox ধর্মীয় চলচ্চিত্র তৈরি করবার জন্য একটি পৃথক বিভাগ (Fox Faith) খুলছে। (Kuzma, Kuzma & Kuzma 2009 : 6)

এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার। বৃহৎ চার্চের সাফল্যের পেছনে রয়েছে সফল বাজারীকরণ। বণিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে megachurch। কারণ megachurch-এর সদস্যরা বণিক মহলের কাছে ভবিষ্যতের ক্রেতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহুজাতিক কোম্পানীর মত বৃহৎ চার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটি ছেড়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম megachurch হল দক্ষিণ কোরিয়ার Yoido Full Gospel Church। গড়ে প্রত্যেক সপ্তাহে ২৫০,০০০ জন চার্চে আসে। Yoido র সদস্য সংখ্যা ৮৩০,০০০ লিখছেন O'Conn। (Kuzma, Kuzma & Kuzma 2009 : 7)

ভারত ধর্ম ও ব্যবসার মধ্যে সম্পর্ক

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের বাণিজ্যকরণ হয়েছে। এবার আমরা ভারতে ধর্মের বাণিজ্যিক ভূমিকা নিষয় আলোচনা করব।

২০০৯ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা মিডিয়ার নজর কাড়ে। ড: শ্রীলা আয়ারের নেতৃত্বে এই গবেষণা Research Horizons নামক একটি গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (Deccan Herald 2011, 2016 ; Sonwalkar 2011)। কেম্ব্রিজের গবেষকদল গঠিত হয়েছিল অর্থনীতি বিভাগ থেকে এবং কেম্ব্রিজ জাজ, বিজিনেস স্কুল। তাঁরা ভারত দু বছর ধরে সাতটি রাজ্যে ৫৬৮ টি হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান, শিখ এবং জৈন ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে জানতে চান তারা কি ধরনের ধর্মীয় ও সাধারণ সেবাদান করে। এই সমীক্ষাটি করা হয় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটে। ২৭২ হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন, ২৪৮ টি মুসলিম, ২৫ টি খ্রীষ্টান এবং জৈন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ড: আয়ার মনে করেন যে ভারতে ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কি কি ধরণের ধর্মীয় বা ধর্ম বর্হিভূত সেবা করে এই ধর্মীয় সংগঠনগুলি? গবেষকরা বলেছেন যে নানা ধরণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছে ধর্মীয় সংগঠনগুলি। যেমন গুজরাটে সম্প্রদায়ের মানুষ বিনা খরচে গরু ধার নিতে পারে। আবার গবেষকেরা aerobics class দেখে বিস্মিত হন। এটা এক ধরণের ব্যয়াম ও নাচ।

ড: নায়ার বলেন যে সব ধর্মীয় সংগঠনগুলি, তা হিন্দু, মুসলিম, বা খ্রীষ্টান হতে পারে। অনেকটা ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মত কাজ করে। তারা তাদের প্রতিযোগিদের থেকে উৎকৃষ্ট মানের সেবা দিতে সচেষ্ট হয় এবং যেখানে রাষ্ট্র সেবা দিতে পাচ্ছে না সেখানে এগিয়ে আসে (Deccan Herald 2011, 2016; Sonwalkar 2016)।

চিত্র-৪ : ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্দির তিরুভানান্তপুরামে অবস্থিত পদ্মনাভস্বামী মন্দির।

হিন্দু মন্দির ও বাণিজ্য। ভারতের মন্দিরগুলি কি শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান? তাদের কাজকর্ম ও ধন সম্পত্তির সম্ভার দেখলে কিন্তু তা মনে হয় না। ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলির সোনার অঙ্কের একটি হিসাব নীচে দেওয়া হল (সারণী-১)।

সারণী ১। ভারতের মন্দিরে মজুত সোনা

মন্দির	**সোনা**
পদ্মানাভস্বামী মন্দির, কেরালা	১৩০০ টন
শ্রী ভেঙ্কাটেশ্বর মন্দির, তিরুমালা, অন্ধ্রপ্রদেশ	২৫০-৩০০ টন
বৈষ্ণোদেবী মন্দির, জম্মু	১.২ টন
সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির, মুম্বাই	১৬০ কিলো
সাইবাবা মন্দির, সিরদি, মহারাষ্ট্র	৩৬০ কিলো
শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, গুরু ভায়ুর, কেরালা	২ টন
সোমনাথ মন্দির, গুজরাট	৩৫ কিলো
মোট	৩-৪০০০ টন

সূত্র : TE. Narasimhan : 'Tirupati temple deposits 1311 Kg gold with PNB'' Business Standard, April 20,2016 (http : // www.business-standard.com/artide/finance/tirupati-temple)

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পদ্মনাভাস্বামী মন্দির ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্দির। শুধু ১৩০০ টন সোনা নয়। দেবতার প্রচুর হীরে ও জহরতও আছে।

পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের ধনের উৎস।

মন্দিরগুলির এই প্রভূত পরিমাণ ধনের উৎস জানতে গেলে আমাদের একটু ইতিহাসের সাহায্য নিতে হবে। পদ্মানাভস্বামী মন্দিরের ধনরাশি ত্রাভাস্কোরের রাজাদের দান। পদ্মনাভন নামে একজন আইনজীবী আদালতে মামলা করেন যে পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের গুপ্তধন প্রকাশ্যে আনা হোক। তিনি সাংবাদিক হ্যালাপানকে এ কথা বলেন। "People who studied history knew that the treasure was there." (Padmanabha cited in Halpern 2012). দেবতারা ভারতে সম্পত্তির মালিক হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় আইনে তাদের নাবালক হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে তাদের একজন অভিভাবক দরকার।

পদ্মানাভস্বামী মন্দিরের অভিভাবক হলেন মর্তন্দ ভার্মা, যিনি ত্রভাস্কোরের রাজপরিবারের প্রধান। এই রাজপরিবারই তদের গোটা রাজত্ব পদ্মানাভস্বামীকে অষ্টাদশ শতকে দান করেন। ত্রাভাস্কোরের মহারাজার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু মহারাজা তা জানতে পেরে মূল ষড়যন্ত্রকারিদের প্রাণদণ্ড দেন। এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের দাস হিসাবে বিক্রি করে দেন। তারপর ত্রাভাস্কোরের রাজা আরো অনেক রাজ্য দখল করেন। ঐতিহাসিক সংক্রকুট্টি নায়ারের মতে সেই মহারাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন।

এত মানুষকে খুন করবার পর তাঁর মনে অনুতাপ জন্মায়। তখন, ১৭৫০ সালে তিনি তাঁর গোটা রাজ্য ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন। এখনও রাজ পরিবারের লোকেরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস হিসাবে পরিচয় দেন। যেমন রাজকন্যা লক্ষ্মীবাই বলেন যে তাঁরা ঈশ্বরের দাস হয়ে থাকতে চান। (Helpern 2012) ইংরেজরা ভারতের প্রচুর ধনসম্পদ লুঠ করেছে। কিন্তু পদ্মানাভস্বামী মন্দিরের মত মন্দিরের গুপ্ত ধন ছুঁতে পারে নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু এই গুপ্তধন জনসমক্ষে আনায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। কারণ এই সম্পদের আর্থিক মূল্য হয় না (Helpern 2012) কিন্তু আমার মনে হয় পদ্মনাভন ও তাঁর কাকা সঠিক কাজ করেছিলেন। কারণ অভিযোগ ছিল যে মন্দিরের এই ধন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি চলছিল। (Helpern 2012)। ১৬৬ কিলোস সোনা উধাও হয়েছে জানিয়েছে auditor (NDTV 2015)

তিরুপতি মন্দির ও বাণিজ্য।

শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরের পর ভারতের সবচেয়ে ধনী মন্দির হল শ্রীভেঙ্কটেশ্বর মন্দির। যা অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা অবস্থিত। শুধু সোনার হিসাব করলে তিরুপতি মন্দিরে ২৫০-৩০০ টন সোনা আছে (সারণী ১)। পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের মত কিন্তু শ্রীভেঙ্কটেশ মন্দির তাদের ধন লুকিয়ে রাখে নি। বরং ভারত সরকারের প্রণীত সোনা আমানত প্রকল্পে সারা দিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে সরকারি ব্যাঙ্কে ৫.৫ টন সোনা জমা দিয়েছেন। (Narasimabar 2016)। শুধু তাই নয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ সরকারের এই নীতির কিছু সংশোধন চেয়েছেন। তাঁদের

কথা অনুযায়ি কাজ হলে তারা আরো সোনা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলেছেন তাদের প্রশাসনিক কর্তা সম্বাশিপা রাও (Narasimban 2016)।

কিন্তু সোনা বিনিয়োগ তিরুপতির ব্যবসার মাত্র একটা দিক। প্রতিদিন তিরুপতিতে পুণ্যার্থীরা যে কেশদান করেন তা দিয়ে ২০০৯ সালে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়। সেই সময়ে (২০০৮-০৯) মন্দিরের মাসিক আয় ছিল ৬০০ কোটি টাকা। বাজেট (২০০৮-০৯) ছিল ১,৯২৫ কোটি টাকা। এবং ১০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে আমানত ছিল। (Nag, 2009) এখন তার আয় যে বহু গুণ বেড়েছে তা বলাই বাহুল্য। একজন মন্দিরের কর্মচারী যথার্থ বলেছেন—"The lord is a great revenue earner." (Nag, 2009) প্রতি দুঘণ্টা অন্তর অর্থে উপচে পড়া হুণ্ডি খালি করতে হয়। বালাজির দৈনিক রোজগার ২০০৮-০৯ সালে ছিল ৩০০ কোটি টাকা। আর ২০১৬-১৭ সালে তিরুপতির বাজেট ধরা হয়েছে ২,৬৭৮ কোটি। এর মধ্যে ভক্তদের অর্থ থেকে ১,০১০ কোটি আয় আসবে; ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত থেকে আসবে ৭৫৭ কোটি টাকার সুদ। মানুষের চুল বিক্রি করে ১৫০ কোটি আসবে। ৫০০/- দামি VIP টিকিট বিক্রি থেকে ২৬৪ কোটি টাকা আসবে জানাচ্ছে Press Trust of India। লাড্ডুর বিক্রি থেকে আসবে ১৭৫ কোটি। জায়গা ভাড়া থেকে ২১৩৩ কোটি।

অন্যদিক খরচের মধ্যে ৯০০০ কর্মচারীর মাইনেতে লাগবে ৫০০ কোটি; কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগবে; আর ১২১ কোটি হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করা হবে। (Pandey 2016)

তিরুপতির বাজেটের বহর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিরুপতি তিরুমালা দেবস্থান ধর্মীয় কার্যকলাপকে শিল্পর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক যে তিরুপতির অগাধ ঐশ্বর্য বার বার বিভিন্ন রাজা এবং বিদেশী বণিকদের প্রলুব্ধ করেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শেষ অবধি তিরুপতিকে কব্জা করে। ১৭৫০ সালের মাঝামাঝি থেকে তারা বছরে ২৫০০০ পাউন্ড আয় করে তিরুপতি থেকে (Nag 2009)।

সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির ও বাণিজ্য।

এবার আসুন মুম্বাইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করি। ঐশ্বর্যের দিক থেকে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির বা তিরুপতির কাছে এই মন্দির নেহাতই শিশু। মোটে ১৬০ কিলো সোনা আছে তাদের হেপাজতে। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে তারা কোন অংশে তিরুপতি থেকে কম যায় না। তাদের জালস্থল (www, siddhivinayak.org). থেকে জানতে পারছি যে ব্যবসার জন্য Siddhivinayak Temple Trust তথ্য প্রযুক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করেছে। You Tube-এর মাধ্যমে তাঁরা প্রচার করে। সমস্ত রকম অর্থ লেনদেন —যেমন অভিষেক বা পূজার অগ্রিম সংরক্ষণ, দর্শনের জন্য অর্থ দান, মন্দিরকে অর্থদান বা প্রসাদ সব কিছু online করা যাবে। এই সবের সঙ্গে তাদের নবতম সংযোজন শেয়ারে অনলাইন 'প্রণামী বাক্স' তৈরি করেছে। ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খুলল তারা। বাজার বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞদের মতে "মন্দির, দাতব্য বা সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শেয়ার দানের প্রথা অনেক দিনই চালু আছে। ডি-ম্যান্ট না থাকলে সেই প্রক্রিয়াটি জটিল। তাই অনেকেই ইচ্ছে সত্ত্বেও শেয়ার দিয়ে পুজো এড়িয়ে চলতেন। এখন ডিম্যান্ট ব্যবস্থায় তার চল বাড়বে" **(আন্দবাজার পত্রিকা)** (নিজস্ব সংবাদদাতা) ২০১৬:৮)।

উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ভারতের মন্দিরগুলি শুধুমাত্র ধর্মস্থান নয়। একদিকে তারা প্রভূত সম্পদের আধার। অন্যদিকে তারা যে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মত তাদের পুঁজি বৃদ্ধি করতে নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করে।

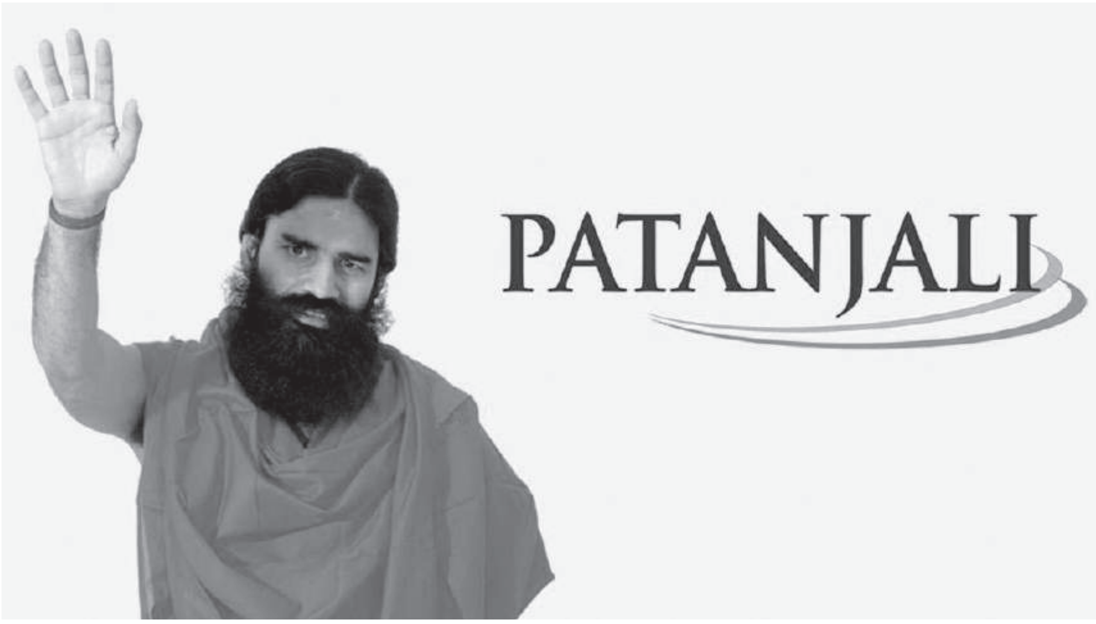

চিত্র-৫ : পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা বাবা রামদেব।

ধর্মগুরু যখন ব্যবসায়ীঃ বাবা রামদেবের পতঞ্জলি সাম্রাজ্য

এবার আমি একজন অতিপরিচিত ধর্মগুরুকে নিয়ে আলোচনা করব। তিনি হলেন বাবা রামদেব। বাবা রামদেবকে যোগগুরু বলে চিনি। বর্তমানকালে এই যোগগুরুর ভারতে দ্রুত উত্থান সবার নজর কেড়েছে। সুমিত মিত্র যথার্থ বলেছেন ঃ "টেলিভিশন মাধ্যমটিকে ব্যবহার করে রামদেব অল্প সময়ের মধ্যে যে সার্বজনীন গ্রহণীয়তা অর্জন করেছেন, তা আগের প্রজন্মের মহেশ যোগী, আচার্য রজনীশ বা ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর চাইতে অনেক বেশি।" (মিত্র ২০১৬ : ১৬-১৭) তার কারণ শুধু প্রযুক্তি নয়। রামদেব একজন দুর্ধর্ষ গণমোহিনী নেতা। গণমোহিনী কর্তৃত্ব বা charismatic authority সম্পর্কে ম্যাক্স হেব্বর বলেন কর্তৃত্ব তাদেরই যাদের অতিমাত্রায় পবিত্রতা, বীরত্ব ইত্যাদি রয়েছে বা তার সংগঠনের মধ্যে এই ধরণের গুণাগুণ দেখা যায় (Kalberg 2005:192)। রামদেবের যে এই ধরণের গুণাগুণ আছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন সুমিত মিত্র। "বর্তমান লেখকের রামদেবকে প্রথম দর্শন লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। ভক্তবৃন্দ সহকারে কোথাও যাচ্ছেন, সঙ্গে চলেছে কাতারে কাতারে ব্রিটিশ নারী ও পুরুষ। প্রবীণ, মাঝবয়সি ও তরুণ-তরুণী। সেই প্রথম দেখা গেল, অনেকের বগলে yoga hat Mat (sic)। (মিত্র ২০১৬:১৬)

বাবা রামদেবের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পতঞ্জলি আজ বহু প্রতিষ্ঠিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয়কারি কোম্পানীকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। Registrar of Companies-এর তথ্য অনুযায়ি পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ ২০১৪ সালে ১,২০০

কোটি টাকা রোজগার করে। সেই কোম্পানী দাবি করে যে তারা ২০১৪ সালে ২০০০ কোটি টাকার উপর রোজগার করেছে। তার অর্থ হল পতঞ্জলি ইমানির মত কোম্পানী (যে ২,২১৭ কোটি টাকা রোজগার করেছিল) তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে। (Singh 2015) এখন সেই আয় ২০১৫-১৬) ৫০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

পতঞ্জলির আয়ুর্বেদ ছাড়া বাবা রামদেবের ঔষধি কোম্পানী, দিব্যা ফার্মেসীর রোজাগার ৪০০ কোটি টাকা। পতঞ্জলির উৎপাদিত দ্রব্য সারা দেশে ১৫০০০ নিজস্ব দোকান ও এক লক্ষ দোকানের মাধ্যমে বিক্রি হয়।

রামদেবের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ কি? বেদিকা জৈনের মতে বাবা রামদেবের নয়টি ম্যানেজমেন্ট নীতিই এই সাফল্যের চাবিকাটি। (Jain 2016) এগুলি হল—

১। *যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।*

বাবা রামদেবের এই সাফল্যের পেছনে যোগ এবং আয়ুর্বেদিক ভেষজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে।

২। *বাজারী গবেষণা*

যে কোনো ব্যবসা শুরু করবার আগে বাজারী গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

৩। ***Brand Ambassdor** এর উপর অর্থ ব্যয় কোরো না।*

বাবা রামদেবের পতঞ্জলি বা দিব্যা ফার্মেসির কোন তথাকথিত brand ambassador নেই-যে কিনা সেই উৎপাদিত দ্রব্যের মুখ। বাবা নিজেই তাঁর কোম্পানীর brand ambasador। পতঞ্জলি সম্পর্কে যে কোনে বিজ্ঞাপনেই বাবা রামদেবের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। "মোদ্দা কথা, এই ব্যবসায় কোথাও তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ প্রত্যেকটি পতঞ্জলি ভাণ্ডার রামদেবের ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ।" (মিত্র ২০১৬;১৭)

৪। **দক্ষলোক নিয়োগ কর ঃ**

একটি সফল ব্যাবসা তৈরি করতে গেলে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে।

৫। **ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ ঃ**

বাবা রামদেব তাঁর ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখেন তাঁর 'আস্থা' টেলিভিশন চ্যানেল মারফত।

৬। চতুর বাণিজ্য করণ।

বাবা রামদেবের পতঞ্জলি উৎপাদিত দ্রব্যগুলির বাণিজ্যকরণের মধ্যে কিছু বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমঃ তার উৎপাদিত বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে যেমন আধ্যাত্ম্য ও আয়ুর্বেদ দ্বারা প্রত্যেক গ্রামবাসীর জীবন সুস্থ্য রাখা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী এবং লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে দেখা করে তাদের পরিচিতি ভাঙিয়ে তার দ্রব্যের ব্যবসা বাড়ানো এই হল রামদেবের লক্ষ।

৭। **উৎপাদিত দ্রব্যের দাম কম রাখা ঃ**

বাবা রামদেবের উৎপাদিত দ্রব্যের অন্য কোম্পানীর তুলনায় সস্তা অথচ গুণমানে উন্নত।

৮। অনায়াসে দ্রব্য পাওয়া যায়ঃ

যাতে পতঞ্জলির দ্রব্য অনায়াসে পাওয়া যায়, রামদেব তাঁর উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়ের জন্য Futures Group এবং Reliance-এর সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছে। এছাড়া রামদেবের কোম্পানীগুলি আন্তর্জালের মাধ্যমে online marketing ও করছে।

৯। অন্য ব্র্যাণ্ডদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জেনে নিজের ব্যাণ্ড চলু করে ঃ

অন্য brand সম্পর্কে জানলে তবেই ক্রেতাদের কাছে নিজের brand সম্পর্কে ঠিক তথ্য্য দিয়ে তাদের বোঝানো যাবে।

❑ বাবা রামদেবের সমালোচনা ঃ

বাবা রামদেবের প্রতিষ্ঠানের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে কারণ কি? কোলগেট তুথপেষ্ট বা নিভিয়া ক্রিম কেন মানুষ ব্যবহার করে? কারণ মানুষ মনে করে যে এই দ্রব্যগুলি শরীরের উপকারে লাগে। কিন্তু বাবা রামদেবের পতঞ্জলির উৎপাদিত দ্রব্য বা দিব্যা ফার্মেসীর উৎপাদিত ওষুধের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ হয়েছে। ফলে যখন মানুষ এই কোম্পানীগুলির দ্রব্য কিনছে তখন তারা শুধুমাত্র দ্রব্য কিনছে না। তাদের বিশ্বাস যে তারা পুণ্যও অর্জন করছে। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলি এই কারণে রামদেবের কোম্পানী থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কিন্তু রামদেব কি সৎভাবে ব্যবসা করছেন? সৌনক মিত্র কি দেখলেন পড়া যাক। আমরা জানি যে ঘি একটি দেশী superfood । (Dua 2016-9) কিন্তু ঘি শুধুমাত্র খাদ্যে ব্যবহার হয় না। তা হিন্দু ধর্মীয় আচারেরও অঙ্গ। এই ঘি রামদেব কিভাবে বানাচ্ছেন? তাঁর কারখানায় গিয়ে সাংবাদিক দেখলেন যে Karnatak Co-operative Milk Products Federation-এর তৈরি অলবনাক্ত মাখনের সঙ্গে স্থানীয় গরুর দুধের মিশ্রন ঘটিয়ে পতঞ্চলি ঘি তৈরি হচ্ছে (Mitra 2016)। এই ভেজাল ঘি আমরা বিগবাজারে কিনি!

PTI (Press Trust of India) জানাচ্ছে যে Advertising Standards Council of India (ASCI) বাবা রামদেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে তিনি অন্য কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যকে অনৈতিকভাবে মানুষের কাছে হেয় করতে চাইছেন। Consumer Complaints Council জানাচ্ছে যে বাবা রামদেব অভিযোগ করেন যে তার প্রতিযোগি কোম্পানীর কাচ্ছি ঘানি" সরষের তেলেতে বিষাক্ত neurotoxin রয়েছে বলে দাবি করেন, কিন্ত তা প্রমাণ করতে পারেননি। দাঁত কাঁটি ব্র্যাণ্ডের টুথপেষ্ট সম্পর্কে তাঁর দাবি যে একটি পায়রিয়া বা অন্য মারির অসুখ সারায় তা প্রমাণিত হয়নি। (PTI 2016)

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় বাবা রামদেবের বৃহৎ ব্যবসা ভেজাল ও মিথ্যাচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু তাই নয়। পতঞ্জলি সব সরকারি নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দেখাচ্ছে। যেমন Food Safety and Standard Authority (FSSAI) অভিযোগ করেছে যে নুডল সম্পর্কে যে বাধ্যতামূলক সম্মতি আদায় করা প্রয়োজন, পতঞ্জলি তা না করেই বাজারে এনেছে আটা নুডল। (মিত্র ২০১৬ : ১৮)

হিমাচল প্রদেশ সরকার পতঞ্জলি যোগপীঠ ও তার সম্পর্কিত সংস্থার বিরুদ্ধে যে ৮১টি মামলা রুজু করেছে তা মূলতঃ জমি দখল, বেনামী ক্রয়বিক্রয় ও করফাঁকি সংক্রান্ত বিষয়ে। (মিত্র ২০১৬ : ১৮)

তবুও রামদেবের অগ্রগতি ঠেকায় কে? রামদেবের সব থেকে বড় শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি নয়, তা রাজনৈতিক শক্তি । রামদেবের ছদ্ম দেশাভক্তি ও মেকি প্রাচীনত্বর মাধ্যমে যে বিপুল মার্কেটিং সাম্রাজ্য নির্মাণ করেছেন তা রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন ছাড়া কি হত? সুমিত মিত্র যথার্থ বলেছেন : অবশ্য ভারতে যতদিন ভারতীয় জনতা পার্টির

শাসন কায়েম অছে ততদিন রামদেবের কেশাগ্র স্পর্শ করবে না কেউ। প্রশ্নও উঠবে না, ব্যবসায় এই দ্রুত আয়তন বৃদ্ধির মূলধন আসছে কোথা থেকে।" (মিত্র ১০১৬ : ১৮)

❑ আলোচনা

এই অংশে আমরা দেখলাম যে ধর্ম ও অর্থনৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। ভারতীয় সমাজে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটে সংস্কার রয়েছে। তার মধ্যে ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থ মানুষের পার্থিব প্রয়োজন মেটায়, ... নরনারীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোক্ষ হল মানুষের অপার্থিব লক্ষ্য— জন্ম, পুর্ণজন্মের চক্র ভেঙ্গে মুক্তি লাভ করা।

কিন্তু আমরা দেখলাম যে ধর্মের সঙ্গে অর্থর নিবিড় সম্পর্ক আছে। শুধু তাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির প্রয়োজন মেটানের জন্য মানুষ যে মুক্ত হাতে খরচ করতে প্রস্তুত তা তিরুপতিতে গেলেই বোঝা যায়। ২০১২ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ি শুধুমাত্র ভক্তদের নগদ অর্থ প্রদান থেকে তিরুপতির ৮০০ কোটি টাকা আয় হবে অনুমান করেছিলেন তিরুপতি কর্তৃপক্ষ। তিরুপতির প্রধান পুরহিত রামান্না দীক্ষিতুলু, মানুষের এই দান করার প্রবণতাকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সংকট মানুষকে দৈব্য সাহায্য পাবার জন্য ব্যাকুল করে এবং তাই এখন হচ্ছে। (Radhakrishna 2012 : 5)

আর ধর্মগুরুদের যে তাদের আর্থিক কারবার চালানোর জন্য রাষ্ট্র সাহায্য করে তা বাবা রামদেবের পতঞ্জলির কারখানায় গেলেই বোঝা যাবে। এই কারখানা ২৪ ঘণ্টা চলে। ৩৬৫টি দিন কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী (CRPF) দ্বারা রক্ষিত এই খারখানা (Mitra 2016) এই যোগগুরুর আর্থিক ক্ষমতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এইসব আলোচনা থেকে আমরা একটাই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ধর্ম ও অর্থ সহদর ভাই। তাদের মধ্যে কোন বৈরিতা নেই।

❑ উপসহার ধর্ম ও সমাজ :

এতক্ষণ আমরা দুটি এককে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছিলাম প্রথম এককে ধর্মকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আলোচনা করলমা। খুব কম সমাজ পৃথিবীতে আছে যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস নেই। আবার বিভিন্ন সমাজে দেবদেবীদের মধ্যে অদ্ভূত মিল লক্ষ্য করা যায়। ধরা যাক দুর্গার সিংহবাহিনী রূপ। গোটা এশিয়া জুড়ে এই ধরনের দেবীর হদিস পাও২য়া যাবে। পশ্চিমে ক্রিট দ্বীপ থেকে শুরু করে উত্তরে আনাতোলিয়া (তুরস্ক) আর পূবে মেসোপটেমিয়া (সুমের, ব্যাবিলন—মোটামুটি আধুনিক ইরাক) (চৌধুরী ২০১১)

ধর্মের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আররা দেখলাম যে ধর্মের সুক্রিয়া (positive function) এবং দুস্ক্রিয়া (dysfunction) দুই রয়েছে।

দ্বিতীয় এককে আমরা একদিকে ধর্ম ও যাদু এবং অন্য দিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করি। এছাড়া আমরা দেখি যে ধর্মের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের একটা সম্পর্ক আছে। বৃহৎ চার্চ ও প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করে আমরা তাদের শিল্প (industry) বলতে পারি। আবার বাবা রামদেবের মত ধর্মগুরুরা ধর্মের ভিত্তিতে বৃহৎ ব্যবসা ফেঁদেছে। এই সব আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ধর্ম আমাদের সামাজিক জীবনে প্রভাবিত করে। এটি একটি সামাজিক বস্তুসত্য।

অনুশীলনী-৩

ধর্ম কে কি শিল্প বলা যায়? বিস্তারিত আলোচনা কর।

পর্যায়-৩.৩ ❑ গণমাধ্যম ঃ সংজ্ঞা ও প্রকার ; গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তাঁর নিয়ন্ত্রণ (Mass Media : Definition & Types)

চিত্র-১ : গণমাধ্যমের রকম

মানব সমাজের আদি পর্ব থেকে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞাপনের (Communication) মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখত। এর মধ্যে ছিল ঢাক ঢোল পেটানো, রাতের বেলা মশাল জ্বালানো, লিখিত বার্তা প্রেরণ এবং শীলালেখ। বর্তমান যুগে জ্ঞাপনের প্রসার ঘটেছে নানা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে-টেলিফোন (দূরভাষ), বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাল। জ্ঞাপনের এই মাধ্যমগুলিকে আমরা গণমাধ্যম (mass media) বলে থাকি। এই এককে আমরা গণমাধ্যমের সংজ্ঞা ও প্রকার নিয়ে আলোচনা করব।

গণমাধ্যম একটি সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা। ক

আধুনিক সমাজ সবচেয়ে বড়ভাবে গণমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। “গণজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় শরিক হল গণমাধ্যম। জনসাধারণের কাছে একই সঙ্গে যে কোন বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। সংবাদপত্র, পত্র, পত্রিকা, বই, রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, ইন্টারনেট গণমাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত।” (ভট্টাচার্য, ২০১৩; ২৯)। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি কত বড়। সমাজতাত্ত্বিক এন্টনি গিডেন্স (Giddens & Sutton 2013; 767) মনে করেন—We live in an interconnected world is which people experience the same event from many different places’’.

মানব ইতিহাসে গণমাধ্যমের স্থান সম্পর্কে ভিলিনিলামের বলেন : ‘What is important here is that the entire system of communication through the mass media is just an infant in human history.’’ (Vilanilam 2003 : vill)

উপরিউক্ত পন্ডিতেরা যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে (১) গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি বিশাল; (২) আধুনিক গণমাধ্যমের বয়স মানব ইতিহাসের বয়স দেখলে খুবই কম; (৩) একই ঘটনাকে আমরা বর্তমানে যেখানেই ঘটুক না কেন তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু তবু আমরা একটি সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞার অপেক্ষার রইলাম। এই অভাবটা পুরণ করেছেন স্কট ও মার্শাল। তাঁদের মতে ‘A medium is a means of communication such as print, radio, or television. The mass media are defined as large scale organizations which use one or more of these technologies to communicate with large numbers of people’’ (Scott & Marshall 2009 : 448)

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝি যে গণমাধ্যম হল এক বিশাল সংগঠন যা ছাপার মাধ্যমে, বেতারের মাধ্যমে এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে বহুমানুষকে বার্তা প্রেরণ করতে পারে। কিন্তু এই সংজ্ঞাকে আমি অসম্পূর্ণ মনে করি কারণ আর্ন্তজালকে (Internet) বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে আমরা গণমাধ্যমের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিতে পারি।

গণমাধ্যম হল বৃহৎ বাণিজ্যিক বা সরকারি সংগঠন যা সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, অথবা আন্তর্জালের মাধ্যমে বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং তাদেরকে মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

অনুশীলনী—৪

১। গণমাধ্যমের সংজ্ঞা দাও। ৫

৩.৩.১ Types of Media (গণমাধ্যমের প্রকার) ঃ

গণমাধ্যমের নানা প্রকার রয়েছে। প্রথম যুগে শুধুমাত্র সংবাদপত্র ছিল। সংবাদপত্র বা Press-কে বলা হত the Fourth Estate। মধ্যযুগের উইরোপে যে স্তরবিন্যাস ছিল তাকে estate system বলা হত। সেখানে তিনটে স্তর ছিল—আমির বা nobility (First Estate) যাজক বা clergy (Second Estate) এবং সাধারণ মানুষ, (Third Estate) যাদের মধ্যে ছিল ব্যবসায়ি, চাষি, কারিগর, ভূমিদাস, ইত্যাদি। (Scott & Marshall 2009 : 225) এই সামাজিক কাঠানো ফ্রান্স সহ সর্বত্র ছিল। সংবাদপত্র এই ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু এর সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অসীম। (ভট্টাচার্য, ২০১৩ : ৭১) । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিরও উন্নতি হবার ফলে গণমাধ্যমের প্রকারও বৃদ্ধি পায়। নীচে গণমাধ্যমের প্রকারের একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (রেক্ষা চিত্র ১)

রেখা চিত্র ১।

গণমাধ্যমের প্রকারভেদ

গণমাধ্যম

- (১) মুদ্রণ গণমাধ্যম (সংবাদপত্র সাময়িক পত্র, The Press)
- (২) বেতার (Radio)
- (৩) দূরদর্শন (Television)
- (৪) চলচ্চিত্র (Film)
- (৫) বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising agency)
- (৬) আর্ন্তজাল (Internent)

এইবার আসুন এই গণমাধ্যমগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

চিত্র-২ : জোহানীস জেনক্লিস জুর লেডেন জুম গুটেনবার্গ

১। সংবাদপত্র (The Press)। সংবাদপত্র হল গণমাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। ছাপাখানা আবিস্কারের পর থেকে খবরের কাগজের আবির্ভাব হয়। সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট কোন পাঠক নেই। "সম্পাদক জানেন না কোন পাঠক তাঁর সম্পাদকীয় পড়ছে। তিনি অনুমান করতে পারেন যে পাঠকরা তার লেখা পড়বে। কিন্তু কারা পড়ছে তা নির্দিষ্ট করে জানা সম্ভব নয়" (ভট্টাচার্য, ২০১৩, ৭১)। ১৪৫৬ সালে জার্মানীতে গুটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৬২২ সালে নাথানিয়েল বাটার Weekly News প্রকাশ করেন। এই সময় থেকে ইউরোপের নানা প্রান্ত থেকে খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে থাকে। ইংলণ্ড থেকে প্রথম

দৈনিক সংবাদপত্র (Eduard Mallat-এর *Daily Courant*) প্রকাশিত হয় ১৭০২ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পত্রিকা, *Boston Public Occurrences* প্রকাশিত হলেও তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। (ভট্টাচার্য ২০১৩ ; ১১১)।

সংবাদপত্রের গুরুত্ব বোঝাতে বার্ক তাকে 'দি ফোর্থ এস্টেট' শিরনাম দিলেও পাশ্চাত্য সমাজে তার প্রকাশের ফল আদৌ মসৃণ ছিল না। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রমুখ দেশ নানাভাবে Fourth Estate এর কন্ঠরোধ করত। ভারতে প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ছিল হিকির প্রকাশিত **বেঙ্গল গেজেট**, যা প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সদ্য ক্ষমতার এসেছে বাংলায়। গভর্নরজেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের দুর্নীতিকে হিকি আক্রমণ করেন। ফলে তাকে জেলে যেতে হয়। সর্বস্বান্ত হয়ে শেষে তাকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হয়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি "শুরু থেকেই সংবাদপত্রকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল নিজের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা।" (ভট্টাচার্য, ১০১৩ : ১১) শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিস্তার ও সংবাদপত্রের দ্রুত প্রসার ঘটেছে, উনবিংশ শতকে কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কার্ল মার্কস যেমন **Neue Rheinische Zeitung** পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং **New York Daily Tribune**-এ অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

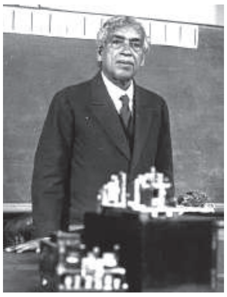
চিত্র-৩ : বেতারের আবিস্কারক জগদীশচন্দ্র বসু

২। বেতার : গণমাধ্যমের অন্যতম এক মাধ্যম হল বেতার। মার্কনি ১৯০১ সালে প্রথম আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে বেতার বার্তা পাঠান। তাঁকে বেতারের জনক বলে দাবি করা হয়। কিন্তু এখন এটা প্রমাণিত যে আচার্য জগদিশচন্দ্র বসুই ১৮৯৫ সালে, অর্থাৎ মার্কনীর ছয় বছর আগেই রেডিও আবিষ্কার করেন। (Malcony 2016)

সংবাদপত্রের তুলনায় গণমাধ্যম হিসাবে বেতার অনেক নবীন। ২-রা নভেম্বর ১৯২০ সালে প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গ শহরে। ১৯২২ সালে বিলেতে ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী সম্প্রচার শুরু করে। ভারতের প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু হয় মুম্বাইয়ে। 'The Times of India' বেতার সম্প্রচারের প্রথম প্রয়াস নেয় ডাক ও তার বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে। (ভট্টাচার্য, ২০১৩ : ১১৮)

চিত্র-৪ :Television এর আবিস্কর্তা জন লগি বেয়ার্ডকে এখানে তার যন্ত্রপাতি ও ডামি James ও Stookie Bill এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে (১৯২৫)। উজ্জল আলোগুলোর উদ্দেশ্য ছিল একটা ভাল ছবি তৈরি করা।

সংবাদপত্রের থেকে গণমাধ্যম হিসাবে বেতারের একটা মস্ত বড় সুবিধা রয়েছে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র স্বাক্ষররা পাঠ করতে পারে ও মর্ম বুঝতে পারে। কিন্তু রেডিও শোনার জন্য স্বাক্ষরতার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া বেতারে হরেক রকম অনুষ্ঠান করবার সুবিধা আজ-যেমন সংবাদ পরিবেশন, সংগীতের অনুষ্ঠান, নাটক, কথিকা, ইত্যাদি। বেতারে কোন কোন অনুষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে, যেমন মহালয়ার প্রত্যুষে **মহিষাশুর মর্দিনী।** ভট্টাচার্যের মতে জ্ঞাপনের মূল তিনটি কাজ, যথা জানানো, শিক্ষিত করা এবং বিনোদন করা খুব সুন্দরভাবে বেতারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। (ভট্টাচার্য, ২০১৩ : ১১৯) সংবাদপত্রের থেকেও

বেতার মানুষের কাছে অনেক সহজে পৌঁছয়। বেতার বিশেষজ্ঞ কেনেথ-ডি কার্টলেট মনে করেন যে বেতারের মত কোন গণমাধ্যমই সার্বজনীন নয়। নিম্নআয় ও নিরক্ষর মানুষের কাছেও বেতারে আবেদন আছে। নিরক্ষরতাও দারিদ্র্য বেতার জ্ঞাপনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না (ভট্টাচার্য ২০১৩ : ১১৯)

৩। দূরদর্শন: দূরদর্শন বা টেলিভিশন হল গণমাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। এর কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু টেলিভিশন দৃশ্যওশ্রাব্য মাধ্যম, সে জন্য মানুষের কাছে তা বেতার বা সংবাদপত্র থেকেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'প্রবাদে আছে একটি ছবি দশ হাজার শব্দের সমান। স্থির চিত্রের উপযোগিতা বোঝাতেই এই কথা বলা হয়েছে। টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি আসে তা চলমান। চলমান ছবি আরো বেশি বাঙময়। জীবন যে রকম তা চিত্রিত হয় হাঁটায়, চলায়, বলায়। শব্দ উপস্থিতি চলমান ছবিকে আরো অর্থপূর্ণ করে তোলে। কথায় ছবিতে উঠে একটা জগৎ, সামাজিক জীবনধারার সমগ্র বিশ্বজগৎই তার সব অনুষঙ্গ, নিয়ে এসে হাজির হয় টিভির যাদুতে আটকে পড়ে মানুষ। টিভি দেখতে দেখতে বিশ্বাস,মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা পাল্টাতে শুরু করে।' (ভট্টাচার্য, ২০১৩, ১২৫)

দূরদর্শনের ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যাবে তা অনেকটা বেতারের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলেছে। প্রথম দিকে Paul Gottlieb Nipkon ও Philo T. Transworth দূরদর্শনের বিবর্তনে গোড়ার দিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু টেলিভিশনের মূল আবিষ্কারক হলেন J. L. Baird। ১৯৩০ সালের মধ্যে বিলেত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশন কোম্পানী তৈরি হর এবং সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৩৬ সাল থেকে BBC সাধারণ মানুষের জন্য সম্প্রচার শুরু করে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম থেকে টেলিভিশন ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। উপগ্রহ প্রযুক্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে টেলিশিনের সম্প্রচারেও মান উন্নয়ন নয়। মার্শাল ম্যাকলুহান যে বিশ্ব পল্লীর (Global village) কল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে বলে মনে করেন গণমাধ্যমের চর্চাকারিরা।

ভারতে দূরদর্শনের সম্প্রচার চালু হয় ১৯৫৯ তে, দিল্লিতে। মূলতঃ পাশ্চাত্য সহায়তাতেই এই গণমাধ্যম চালু হয়েছিল। সত্তরের দশকে এই গণমাধ্যম পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে যখন সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে Satellite Instructional Television Experiment নামক একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় টেলিচভিশনকে একটা আলাদা ডাইরেক্টরেটের আওতায় আনা হয়। ১৯৮২ সালে ১৫ আগষ্ট লালকেল্লা থেকে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের রঙিন সম্প্রচার করে দূরদর্শনের রঙ্গিন যুগ চালু হয় ভারতে। ১৯৮৪ সালে UGC-র তৈরি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে উদারিকরণ নীতির ফলে ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার নীতিতেও পরিবর্তন আসে। বেসরকারিকরণ নীতি ও খোলা আকাশ নীতির ফলে আজ বেসরকারি চ্যানেলের রমরমা। Cable TV-র বাজারে এই সব চ্যানেল আমাদের কছে নানা রকম অনুষ্ঠান আনছে। National Geographic, Discovery, CNN-এর মত বিদেশী চ্যানেল যেমন আমাদের টেলিভিশন সেটে দেখা যায়, তেমনি প্রচুর বেসরকারি দেশী চ্যানেলও রয়েছে। বিনোদনের চ্যানেল, খবরের চ্যানেলের সঙ্গে শিক্ষামূলক চ্যানেলও রয়েছে।

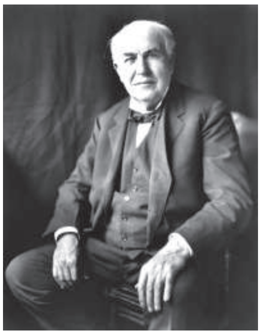

চিত্র-৫ : থমাস এলভা এডিসন, যিনি চলচ্চিত্র আবিস্কার করেন

৪। চলচ্চিত্র ঃ সংবাদ বা এককালের চলচ্চিত্রায়িত Newsreel মূল সিনেমা দেখানোর আগে দেখানো হত সব সিনেমা হলে। এর মাধমে সরকার শুধুমাত্র সংবাদ

পরিবেশন করত না, জনমতকেও প্রভাবিত করত। একুশ শতকেও সরকার বিভিন্ন প্রচারমূলক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে। জনপ্রিয় চিত্রতারকা, যেমন অমিতাভ বচ্চন, আমির খাঁ, অক্ষয় কুমার এইসব চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। যেমন পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার উপদেশের মাধ্যমে বা ধূমপান বিরোধী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করবারচেষ্টা করছে সরকার।

বেতার ও দূরদর্শনের মত চলচ্চিত্রও ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে উদ্ভাবিত হয়। চলচ্চিত্র আবিস্কারের মূল কৃতিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস এলভা এডিসেনের হলেও ইংলণ্ডের এডওয়ার্ড মাই ব্রিজ ও ফ্রান্সের এতিয়েন জুলেখারি চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছেন। চলচ্চিত্র উদ্ভাবন ফলিত বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগা। আলদা-আলাদা আলোকচিত্র যদি পরস্পর দ্রুত গতিতে চোখের সামনে উপস্থিত করা যায় তাহলে তাকে চলমান বলে মনে হবে। এই ভ্রম, থাকে বলে 'persistence of vision,' তাকেই কাজে লাগিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়।

চিত্র-৬ : লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় (অগাস্ট ও লুই লুমিয়ের) যারা চলচ্চিত্রের সফল বাণিজ্যিকিকরণ করেন

যারা এই নতুন মাধ্যমে প্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন তারা হলেন লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়। ১৮৯৬ সালে, ৭-ই জুলাই, ভারতের বম্বে সহরের ওয়াটসন হোটেলে ভারতে তাঁরা প্রথম চলচ্চিত্র দেখান। প্রথম দিকের চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের জর্জ মেলিয়েস, লুই ফাইহাদ, অপোরকার, বরাটপল, সেস্থিল হেপওয়ার্থও এডউইন পোটারি। প্রথম যুগের ছবি ছিল নির্বাক, প্রথমদিককার নির্বাক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রুশ চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন ('Battleship Potemkin') ও মার্কিন চলচ্চিত্রকরে চার্লি চ্যাপ্লিন ('The Gold Rush', 'Modern Times', 'City Lights', ইত্যাদি)। কথা সে প্রথম বলে ১৯২৮ সালে।

চলচ্চিত্রকে কয়েকটা প্রকারে ভাগ করা যায় (রেখা চিত্র ২)।

রেখা চিত্র ২। চলচ্চিত্রের প্রকারভেদ :

চলচ্চিত্র

১। কাহিনীচিত্র (Feature Film)

২। তথ্যচিত্র (Documentary)

৩। সংবাদচিত্র (Newsreel)

৪। শিক্ষামূলক চিত্র (Educational Films)

৫। অ্যারনিমেটেড চিত্র (Animation Films)

(সূত্র ঃ ভট্টচার্য : ২০১৩; ১৫১)

১। কাহিনীচিত্র ঃ কাহিনীচিত্র হল সবচেয়ে জনপ্রিয় চলচিত্র, যেখানে একটা ভাবনাকে চলচ্চিত্রকার ধীরে ধীরে মেলে ধরবে। যেমন সাম্প্রতিককালের খুব সফল চলচ্চিত্রের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'লাগান'—যার বিষয়বস্তু ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ। সাম্প্রতিককালে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে কাহিনী চিত্র তৈরি হয়েছে যেমন 'Mission Mangal' (2019)। ভারতের অন্যতম প্রথম চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' (১৯১৩) কাহিনীচিত্র ছিল।

২। তথ্যচিত্র ঃ তথ্যচিত্রের সঙ্গে কাহিনীচিত্রের ফারাক আছে। কাহিনীচিত্র একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে বাস্তব কোন ঘটনার মিল থাকতে পারে। যেমন 'Airlift' ছবিটি। কিন্তু তথ্যচিত্রের মাধ্যমে কোন একটা বাস্তবঘটনা বা কোন ব্যক্তিত্বের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ কাহিনী প্রস্তুত করে। যেমন—সন্দীপ রায়ের পরিচালিত 'Zindagi Ek Safar-Kishore Kumar' অভিনেতা, সুরকার ও গায়ক কিশোর কুমারের জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র।

৩। সংবাদচিত্র ঃ সংবাদ চিত্র (newsreel) সাম্প্রতিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে টুকরো টুকরো সংবাদ চিত্রকে সম্পাদনা করে ধারা ভাষ্য তৈরি করা হয়।

৪। শিক্ষামূলক চিত্র ঃ এই ধরনের চলচ্চিত্রে কোন একটা শিক্ষামূলক বিষয়ের উপর করা হয়।

৫। অ্যানিমেটেড চিত্র বা Animation Film ঃ বিভিন্ন কার্টুনের চলচ্চিত্ররূপ। মার্কিন চলচ্চিত্রকার, Walt Disney,-এর অন্যতম পথিকৃৎ। এই ধরনের চলচিত্র শিশুদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। Walt Disney-র Donald Duck ও Mickey Mouse আজও জনপ্রিয়। শিশুদের জন্য এখন হরেক রকম কার্টুন চিত্র রয়েছে—যেমন 'Tom and Jerry', 'ছোটা ভীম' ইত্যাদি।

৫। বিজ্ঞাপন সংস্থা (Advertising Agency)। জনসাধারণকে কোন কিছু বিশেষ রূপে জানানোই হল বিজ্ঞাপন (ভট্টাচার্য ২০১৩; ১৬২) । বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের কাছে কোন দ্রব্য বা কোন পরিষেবা বিক্রি করা। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রচারের তফাৎ রয়েছে। বিজ্ঞাপন দেবার সময় বিজ্ঞাপন দাতাকে খরচ করতে হয়। বিজ্ঞাপনের লক্ষই হল ব্যবসা করা। কিন্তু প্রচারে লক্ষ্য সব সময় ব্যবসা করা নয়। প্রচারের লক্ষ্য জনতাকে কোন বিষয়ে সচেতন করা। এই ব্যাপারে মারুতি গাড়ির বিজ্ঞাপন এবং ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বিজ্ঞাপনের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। শুধু তাই নয়। প্রচারে বিশেষ খরচ হয় না। বিজ্ঞাপনে হয়।

বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বিজ্ঞাপনকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য বিজ্ঞাপন সংস্থার (Advertising agency) সাহায্য নেয়। প্রখ্যাত বিদেশীর বিজ্ঞাপন সংস্থার মধ্যে রয়েছে Ogilvy ও Mather। প্রখ্যাত দেশী সংস্থার মধ্যে রয়েছে Clarion Advertising বা Mudra। এরা বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ভর করে গণ মাধ্যমের উপর (রেখাচিত্র ৩)।

রেখা চিত্র ৩। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে

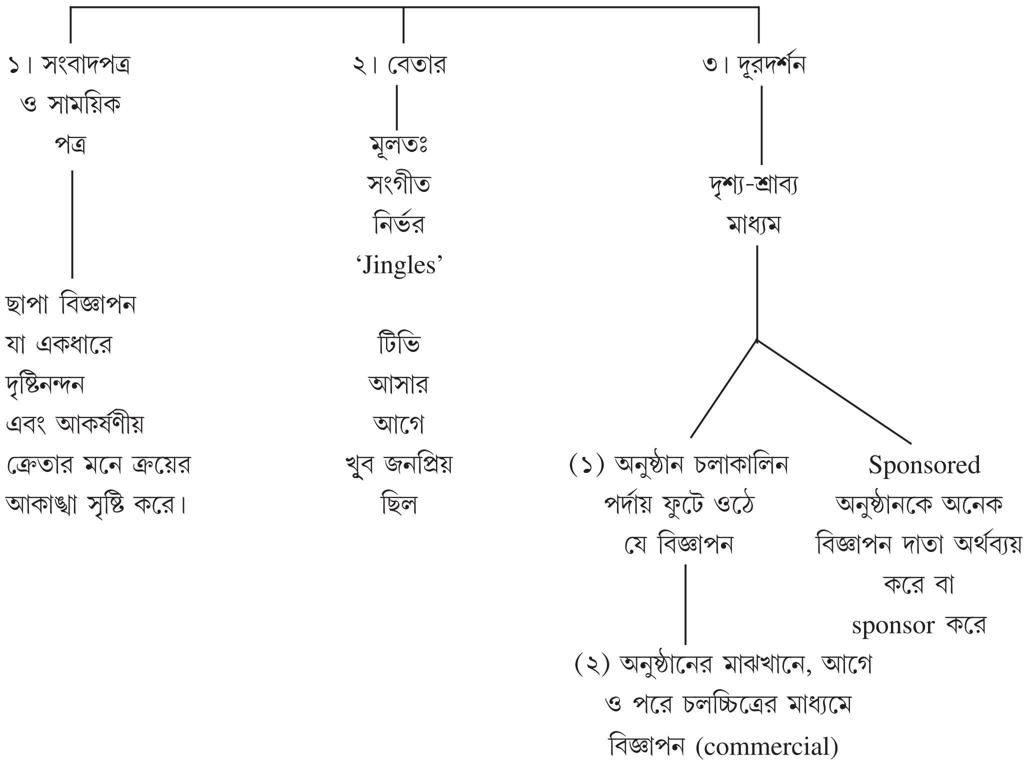

বিজ্ঞাপন সংস্থা হল বিজ্ঞাপনের জন্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা (ভট্টাচার্য ২০১৩; ১৬৯)। এই সংস্থার কাজের মধ্যে রয়েছে (ছ) সৃষ্টিমূলক কাজ; (২) পরিষেবা কার্য। (ক) বিজ্ঞাপনের সৃষ্টমূলক দিকের মধ্যে পড়ে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা।

(২) বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতাকে যে পরামর্শ ও যে গবেষণা সাহায্য দেয় তা পরিসেবা মূলক কার্য বলে বিবেচিত হয়।

বিজ্ঞাপন সংস্থার জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৪১ সালে Volney Palmer নামক এক মার্কিন সাংবাদিক বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞাপন সংস্থা তৈরি করেন। তিনি মূলত ঃ বিজ্ঞাপনের স্থান (Advertising space) বিক্রয় করতেন। আজও এই ব্যাবসার গুরুত্ব আছে। Hoarding-এর বিজ্ঞাপনগুলি বিভিন্ন সংস্থা, যেমন কারুকৃৎ, প্রস্তুত করে।

পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞাপন দেবার পরিধী বেতার, দূরদর্শন এবং আন্তর্জালেও ছড়িয়ে যায়। বিজ্ঞাপন প্রস্তুত কারক সংস্থাগুলি এই যুগে বিভিন্ন কোম্পানীর দ্রব্য আকর্ষণীয়ভাবে শ্রোতা, পাঠক এবং দর্শকদের কাছে তুলে ধরছে। সেই দ্রব্যগুলি যদি বাজারে ভাল বিক্রি হয় তা হলে তা শুধুমাত্র কোম্পানীর সাফল্য নয়। এই সাফল্যের পেছনে বিজ্ঞাপন সংস্থারও হাত থাকে।

৬। **আন্তর্জাল (Internet) :** ইন্টারনেট হল বর্তমান যুগের অন্যতম শক্তিশালি গণমাধ্যম। ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন —“তথ্যের আদান-প্রদান ব্যবস্থার বিপ্লব নিয়ে এসেছেন ইন্টারনেট নেটওয়ারর্ক (ভট্টাচার্য ২০১৩, ১৪১)। সংবাদপত্র, বেতার ও দূদর্শনের পর গণমাধ্যমের আবির্ভাবের নবতম পরিষেবা হল আন্তর্জাল (Internet) (Vilanilam 2003; VIII)।

স্কট ও মার্শাল আন্তর্জালের একটি সংজজ্ঞা দেন।

‘Internet. A global net work of computers (also known as the world wide-web) which allow instantaneous access to an expanding number of individual websites offering informaton about practically. anything and everything ....” (Scott & Marshal 2009, 368)। অর্থাৎ আন্তর্জাল হল বিশ্বব্যাপি ছড়ানো যন্ত্রগণকের বুনেটটি।

আন্তর্জালের ফলে তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও তথ্য বিনিময় খুব সহজ হয়ে গেছে। ইমেলের মাধ্যমে আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে বার্তা পৌঁছানো যায়। বৈদ্যুতিন চিঠি পাঠানো ছাড়াও আন্তর্জালের হরেক রকম ব্যবহার রয়েছে। যেমন Skype-র মাধ্যমে চাকুরীপ্রার্থীর বা বৃত্তিপ্রার্থীর সাক্ষাৎকার নিতে পারে নিয়োগকারী সংস্থা। আন্তর্জালের আর একটা ব্যবহার জল social media (Face Book, Twitter), যেখানে নানা মানুষের সঙ্গে একজন বন্ধুত্ব পাতাতে পারে। তথ্য আদান-প্রদান, ভিডিও আদান-প্রদান (You Tube), গবেষণা, বা বিনোদন-সবই এখন নেটের মাধ্যমে করা যায়।

আন্তর্জালের উদ্ভব হয় ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে (১৯৫০-১৯৯০)। এই সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে পারমানবিক যুদ্ধের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা-রক্ষা করা যায়। ১৯৯৫ সালে ১০ লক্ষ (১ নিজুত) মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করত। দু’বছরের মধ্যে ব্যবহারকারিদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ নিজুত। ১৯৯৩-১৯৯৭ সালে Webpage -এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ নিজুত। ২০০০ সালে তা দাঁড়ায় দুই বিলিয়ন। (Scott & Marshall, 2009; 1368)

আন্তর্জালের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অর্থনীতিগুলির কাজের ধরণের পরিবর্তন আনতে পারে ইন্টরনেট। দ্রব্যমূল্য কমানো, মজুরী কমানো, কাজকে দেশের বাইরের কোম্পানীকে ঠিকা দেওয়া (outsourcing) ইত্যাদি। আবার অনেকে মনে করেন যে ইন্টারনেটে যে তথ্য পাওয়া যায় তা খুবই নগণ্য।

আন্তর্জালের সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রভাব হল যে সেটা-বিশ্বকে তথ্যের অধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করেছে। ‘This information revolution could therefore be creating a new international division of the world into a small group of information rich countries and individuals and a dispossered majority who will be excluded from this particular form of power.’’ (Scott & Marshall 2009; 369)

বিলেতে যেমন ৫৫% সংসারে PC (Personal Computer) রয়েছে এবং ৪৫% বাড়িতে net রয়েছে। ৯৬% জালস্থল (website) ২৭টি সবচেয়ে ধনী দেশের রয়েছে। (Scott & Marshall 2009; 369)

গণমাধ্যম হিসাবে আন্তর্জাল নতুন হলেও তার প্রসার খুব দ্রুত গতিতে ঘটেছে। আন্তর্জাল আসার ফলে বিশ্বের

উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি, গবেষণার সুবিধা ও ব্যাপ্তি বহুগুণ বাড়িয়েছে আন্তর্জাল। অন্যদিকে আন্তর্জালের মাধ্যমে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, যেমন সাইবার হানা, চুরি করা user name, password, মাদক পাচার, সোনা পাচার, নারী ও শিশু পাচার, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সমাজের ক্ষতিকারক আচরণও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জালের এই সমাজ বিরোধী মূলক জাল স্থলগুলিকে ‘the dark web’ বলা হয়। (Guccione 2019)

৩.৩.২ Role and Regulation of Media (গণমাধ্যমের ভূমিকা ও তার নিয়ন্ত্রণ) :

এইবার আমরা গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম ভাগে আমরা গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় ভাগে আমরা গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা কর।

গণমাধ্যমের ভূমিকা : গণমাধ্যমের সব চেয়ে বড় ভূমিকা হল জনমত তৈরি করা। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে জনমত তৈরি করে। সংবাদপত্রের কাজ শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়। বরং আমরা সংবাদপত্রের চারটি কাজ আছে—(১) সংবাদ পরিবেশন; (২) সংবাদ বা সাম্প্রতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ। (৩) সাম্প্রতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় প্রকাশ যা প্রকারান্তরে সেই সংবাদপত্রের পরিচালকদের মত প্রকাশ এবং (৪) পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবার জন্য একটি কলম, যা ‘জনমত’, সম্পাদক ‘সমীপেষু’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সংবাদপত্র জনমতকে প্রভাবিত করে।

বেতার : বেতার জনমত তৈরি করে। বেতার সংবাদ প্রচার করে। ‘আকাশবাণী’র অনুষ্ঠান যারা নিয়মিত শোনেন তাঁরা জানেন যে জনমত গঠন করবার জন্য কর্তৃপক্ষ নানা রকম অনুষ্ঠান প্রচার করেন। তর মধ্যে রয়েছে ‘স্থানীয় সংবাদ’, ‘সংবাদ বিচিত্রা’। ইদানিং প্রধানমন্ত্রী প্রথম নরেন্দ্র মোদী তাঁর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন। শ্রোতারা যাতে মত প্রকাশ করতে পারেন, তার জন্য রয়েছে ‘প্রাত্যহিকি’। এবং ‘সবিনয় নিবেদন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। এ-ছাড়া আছে নানা রকম শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান।

দূরদর্শন বা টেলিভিশন : দূরদর্শন এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম। তার অন্যতম প্রধান কাজ বিনোদন। কিন্তু জনমত তৈরি করবার ব্যাপারে দূরদর্শনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে বেশ-কিছু news channel রয়েছে যাদের কাজ সংবাদ পরিবেশন এবং সাবাদ বিশ্লেষণ। CNN, ABP আনন্দ, ২৪ ঘন্টা, আজ তক, NDTV প্রভৃতি চ্যানেল আকর্ষণীয় ভাবে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। একেবারে ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ পরিবেশন করবার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এছাড়া তারা সংবাদ বিশ্লেষণের জন্য বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, সমাজাসেবি, রাজৈনতিক নেতা, প্রমুখদের নিয়ে আলোচনা সভা করায়। দর্শকেরা যাতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য নির্দিষ্ট ফোন লাইনে ফোন করবার জন্য আবেদন জানানো হয়। এরকম একটি অনুষ্ঠান—হল ABP Anand -এর ‘ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন’।

আন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনমত তৈরি হয়। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, যেমন **আনন্দবাজার পত্রিকা, এই**

সময়, *The Statesman*, *The Times of India* ইত্যাদির আন্তর্জাল সংস্করণ রয়েছে। আন্তর্জালের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করবার পর পাঠকের মতামাত চাওয়া হয়। এ ছাড়া social media (সামাজিক মাধ্যম) যেমন Facebook, Twitter-এর মাধ্যমেও জনমত তৈরি হয়। এই সব সামাজিক মাধ্যমে ব্যবহার করে নিজেরা অনেক বিষয় তুলে (যেমন কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন) জনমতকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করে।

এই চারটে গণমাধ্যমের মূল সামাজিক ভূমিকার মধ্যে জনমত গঠন ছাড়া আরো ভূমিকা আছে। যেমন বিনোদন। বিনোদনমূলক পত্রিকা ('খেলা', 'আনন্দলোক', 'Filmfare') ছাড়া প্রত্যেক সংবাদপত্রের বিনোদনমূলক ক্রোড়পত্র থাকে (যেমন *Times of India*-র 'Calcuta Times', *The Telegraph* পত্রিকা 't^2' ইত্যাদি)। দূরদর্শনের সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেলগুলি বিনোদনমূলক চ্যানেল (যেমন ষ্টার জলসা, Zee Cinema, Star Gold, Star Sports, ইত্যাদি। বেতারেও বিনোদন একট বড় ভূমিকা পালন করে। 'আকাশবাণী' হয়তো আগেকার মত জনপ্রিয় নেই, কিন্তু মেট্রো শহরগুলিতে fm channel (যেমন 98.3fm) গুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়। আন্তর্জালেও বিনোদনমূলক জালস্থল (website) রয়েছে। যেমন You Tube। আন্তর্জাল সিনেমা অন্যতম একটি বিনোদনমূলক গণমাধ্যম।

গণমাধ্যমের আর একটা বড় ভূমিকা হল **লোকশিক্ষা।** 'আকাশবাণী'তে বেতার মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। দূরদর্শন এবং আরো নানা বহুজাতিক TV channel যেমন National Geographic ও Discovery তে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে। সিনেমাকে সরকার লোক শিক্ষার কাজে লাগায়। মূলতর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আগে আমরা সিনেমার পরদায় হ্রস্যদৈর্ঘ্যের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখতে পাই। এছাড়া সংবাদপত্রগুলিও বিশেষ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। যেমন 'The Statesman in School'। এমন কি শিশু ও কিশোরদের জন্য শিক্ষামূলক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়, যেমন 'TTIS (The Telegraph in Schools)। আন্তর্জাতিক মাধ্যমে শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ (online learning) জনপ্রিয় হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সরকার UGC-র মাধ্যমে epgpathsala তৈরি করে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিভিন্ন পাঠ্যসূচী লেখায়। আন্তর্জালে তা পাওয়া যায়। এছাড়া Swayam নামে আর একটি শিক্ষার কেন্দ্র আন্তর্জালে চালু হয়েছে।

গণমাধ্যমের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সব গণমাধ্যম সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন মানুষের রাজনৈতিতক সামাজিকীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথম দিকে গণমাধ্যমের এই ভূমিকা স্বীকৃত হত না। কিন্তু ১৯৭০ সালের পর থেকে গবেষকেরা দেখেছেন সংবাদ ও সংবাদ সম্পর্কিত মতামতের পরিচিতি যত বেশি হয়েছে, মানুষের রাজনৈতিক আচরণ তা তত বেশি প্রভাবিত করেছে। রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যমের পরিচিতি প্রয়োজন এবং এই পরিচিতির মাত্রা মানুষের রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে (ভট্টাচার্য ১০১৩ ; ১৩৬)।ক

অনুশীলনী-৫

প্রশ্ন ঃ গণমাধ্যমের প্রকার ভেদ কর। এই গণমাধ্যমগুলির সমাজ কী ভূমিকা পালন করে তা আলোচন কর।

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertifer.

A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.

59 From Saturday March 3d to Saturday March 10th 1781. No. VII

HINTS and Obfervations fubmitted to the Confideration of GOVERNMENT, refpecting The FRENCH ISLANDS of MAURITIUS and BOURBON The Key to the India's by an Inhabitant of Calcutta.

THE Englifh had formed the project of making themfelves Mafters of the Iflands of Mauritius and Bourbon, during the laft War——The conqueft of thofe Settlements was exprefsly recommended by THE COURT of DIRECTORS to the Secret Committee of Madras, in the ftrongeft terms, by their Public Letter dated 23d November 1759. It appears at the time THE DIRECTORS gave thefe earneft inftructions, they took it for Granted in LONDON that the Company's Forces were already in poffeffion of PONDICHERY, but by its holding out to the laft extremety, they did not get poffeffion of it, 'till the 16 January 1761; when it was too late for the Englifh to execute any Enterprize on the Iflands of Bourbon and Mauritius tho' fo ftrenuoufly recommended.——That thefe precious Eftablifhments, have ever fince been preferved to FRANCE, to our very great and recent Annoyance.

Defcription of the Coafts, and approaches of the faid Iflands of fhewing the facility with which Sir Edward Hughes might have attempted them, with the very Strong Force both of SHIPS and TROOPS He fail'd from Europe, with He had under his Command a Force in every refpect adequate to the EXPERIMENT, and far exceeding that which Ad'l Bofcawen Commanded, when he thought it his duty as a Britifh Admiral not to pafs thofe Iflands unattacked.

Whoever forveys the Coafts of the ISLE OF FRANCE muft be aftonifhed to find them EVERY WHERE acceffible to Boats, tho' they are furrounded by Reefs yet there are many Bays, where Troops may be Landed under cover of the Ships Guns.

In thofe parts of the Ifland where Veffels are obliged to keep further out, the Sea is fo calm and fmooth between the Reef and the Land, that Boats may come up in the Night without the leaft Danger.

If in fome places between the Reef and the Land, the Water is too fhallow for the Boats of the Squadron to come clofe afhore—The Troops may land, becaufe the Water will not come up to their Knees.

The Sea is fo Calm between the land and the Reefs, that this landing may be effected with the greateft fafety.——A RETREAT is more eafily fecured in cafe of early refiftance from the French, and the Boats will be lefs expofed while the landing is effecting by the Englifh Forces.

This is the true Idea we are to form of the ISLE OF FRANCE; for if we meet with fome times a point where a Boat cannot land, we are fure to find an opening within 15 or 20 Yards either to the right or left.——The Englifh therefore need never be at the Hazard of effecting a landing by FORCE unlefs they are too rafh or ignorant of the fituation here laid down——For as it is impoffible for the French to Guard a COAST that meafures forty Leagues, there cannot fail being many openings and defencelefs Places fit for effecting a LANDING.

During the laft war Batteries had been erected by the French all round the Ifland, which pointing only to THE SEA, could only fire upon Ships Anchored at a Diftance, or under Sail.——Some able Engineers have difcovered that thefe Batteries (erected at a great expence) ferved no other purpofe but to devide the Forces of the Ifland; that they wou'd be left without defence, as they were ufelefs——And that they could not refift the Fire of the SHIPS, which the beft fortification cannot ftand againft.——Thefe Batteries are now abandon'd, and nothing has been fubftituted in their Room.

The Harbour on the NORTH SIDE is the capital part of the Ifland, and fhou'd be the principal object of the Englifh in their Plan for an Attack.

The nature of the Ground will not enable it to ftand a Seige, the Ground not admitting of its being Fortified in fo effectual a Manner.——They may poffibly fecure it from furprice.——But a Central fpot in the internal part of the Country well Fortified, would be their chief dependence—from whence by means of communications properly difpofed, the Forces of the Colony might be fent with Expedition to any part where they might be wanted.

The Country is full of Ravines and of Mountains, which would interupt our Marching.——But as the white Troops are to a Man weary of their Slavery, it is well known they would DESERT in whole Company's, on the landing of the Englifh. The COFFREYS and other part of the French Garrifon are fo reduced by poor [illegible] ill ufage little or no pay, and being compelled to work in the fame manner as the common flaves in the Weft India Iflands, that no dependance could be placed on them, in cafe of an attack, befide an Englifh Fleet by cutting of all further fupplys of PROVISON, wou'd compel a furrender from that circumftance alone in 3 Months.

The Capture of the Ofterly Indiaman and other fimilar fucceffes have kept them in fpirits—an expedition againft thefe Iflands is of the utmoft importance to the India Company.

From the LONDON GAZETTE EXTRAORDINARY.

Admiralty Office May 25, 1780

"Captain Uvedale, late Commander of his Majefty's Ship Ajax, and Captain Bazely, of his Majefty's Ship the Pegafus, arrived late laft Night with Difpatches from Admiral Sir George Brydges Rodney, Bart. Commander in Chief of his Majefty's Ships at the Leeward Iflands, to Mr. Stephens, giving the following Account of the Defeat of the French Fleet under the Command of Comte Guichen.

Extract of a Letter from Sir George Brydges Rodney to Mr. Stephens, dated Sandwich off Fort Royal Bay, Martinique, April 26 1780.

SINCE acquainting their Lordfhips of my Arrival at Barbadoes and St. Lucia, and taking upon me the Command of his Majefty's Ships on this Station, the Enemy, who had paraded for feveral days before St. Lucia with 25 Ships of the Line, and eight Frigates full of Troops, and were in hopes of furprizing the Ifland, were difappointed in their views by the good difpofition made of the Troops by General Vaughan, and of the Ships by Rear-Admiral Parker. They retired into Fort Royal Bay a few hours before my Arrival at Gros Iflet Bay on the 27th of March.

As foon as the Fleet could poffibly be got ready, I determined to return their vifit, and offer them Battle; and accordingly, on the 2d of April, proceeded with the whole Fleet off Fort Royal Bay, where, for two Days, I offered the Enemy Battle; the Fleet being near enough to count all their Guns, and at times within random Shot of fome of their Forts Monfieur de Guichen, notwithftanding his fuperior Number, chofe to remain in Port. I thought it moft proper for his Majefty's Service to leave a Squadron of copper bottomed Ships to watch the motions of the Enemy, and, and to give me timely Notice fhould they attempt to fail. With the others I anchored in Gros Iflet Bay, ready at a Moment's Warning to cut or flip, in order to purfue or engage the Enemy fhould they leave Fort Royal Bay.

In this Situation both Fleets remained till the 15th Inftant, when the Enemy with their whole force put to Sea in the middle of Night; immediate Notice of which being given me, I followed them, and having looked into Fort Royal Bay, and the Road of St. Pierre's, on the 16th we got fight of them about eight Leagues to Leeward of the Pearl Rock. A General Chace to the North-Weft followed, and at Five in the Evening we plainly difcovered that they confifted of twenty three Sail of the Line, one fifty Gun fhip, three Frigates, a Lugger and Cutter. When Night came on, I formed the Fleet in a Line of Battel a-head, and ordered the Venus and Grey-hound Frigates to keep between his Majefty's and

চিত্র-৭ : ভারতের প্রথম পত্রিকা

গণমাধ্যমের উষাকাল হতে ভারতে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। ইংরেজ বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করবার কিছুদিন পর থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশির যুদ্ধ জিতে ১৭৫৭ সালে বাংলার দেওয়ানীর উপর তাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে বক্সারের যুদ্ধের পর তা আরে বেশি মজবুত হয়। ১৭৮০ সালে

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র স্থাপন করে একজন ইংরেজ-James Augustus Hickey। তাঁর পত্রিকা, The Bengal Gazette, কে বর্তমান গণমাধমের পরিভাষায় 'tabloid' বলা হয়। সংবাদ প্রকাশে থেকে হিকির বেশি উৎসাহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নানা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি প্রকাশ করা। তখন Warren Hastings ছিলেন Governor General।

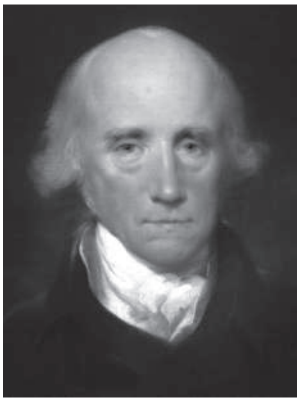

চিত্র-৮ : হিকিজ গেজেটকে রদ করেন ওয়ারেন হেক্টিংস চিত্র টিলি কেটল

ইতিহাসে তাঁর স্থান যেমন একজন অত্যাচারি শাসক হিসাবে, তেমনি শিক্ষার বিস্তারে তাঁর ভূমিকা আমরা মনে রাখতে পারি। হিকি এই হেষ্টিংস কেও রেয়াত করেননি। ফল হল ভয়ঙ্কর। রাজরোষে পড়েন হিকি। তার ছাপাখানাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনে সরকার। হিকিকে মানহানির জন্য দোষি সাব্যস্ত করে আদালত, তাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এবং কপর্দক শূন্য অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তবুও ভারতের গণমাধ্যমের ইতিহাসে হিকি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেবেন। 'Regarded as the father of Indian journalism, he set the tone for free press as an adversarial watch dog of authority' (Diwan 2016; 291)। Vilanilan-এর মতে হিকি যেহেতু প্রশাসনের উঁচু স্তরে দুর্নীতির ফাঁস করেছিল তাই তাঁকে বড় মূল্য দিতে হল। ''............the first newspaper of Indian ended-not with a bang but perhaps with a feeble cry of justice (Vilanilam 2011 : 9).

হিকির পত্রিকাকে ধ্বংস করে কিন্তু ইরেজ শাসকদের মনে শান্তি ফিরে এল না। কারণ তার পর থেকে একের পর এক পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল যেগুলো সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করল। তার মধ্যে সবচেয়ে কড়া সমালোচক ছিল James Silk Buckingham-এর **Calcutta Journal,** যা সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত।

তিনি East India Company-র কড়া সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে একটি মুক্ত সংবাদ মাধ্যম কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছা চারিতা নিয়ন্ত্রণ করতে পরে।

''Of all the remedies proposed for checking evils inseparable from authority exercising almost absolute power, there is none that can be compared with a free press...... when men know the eyes of the world to be upon them and that their conduct will be scrutinized by their enemies to act justly than when they think that deeds will be neither seen nor questioned. (Buckingham Divan 2010 : 291).

বাকিংহামের এই বক্তব্য ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থনে প্রথম দলিল। ইতিমধ্যে আরো বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, যেমন **Bombay Herald** (১৭৮৯), **Bombay Courier** (১৭৯০)। ১৮৩৮ সালে এই দুটি পত্রিকা মিলিত হয়ে **The Bombay times** গঠিত হয়—যা *The Times of India*. পত্রিকার পূর্বসূরি। সরকার কিন্তু এই সংবাদ পত্রগুলির আবির্ভাব ভাল চোখে দেখেনি। নানাভাবে এই পত্রিকাগুলিকে হেয় করবার চেষ্টা করে।

চিত্র-৯ : লর্ড ওয়েলেসলি

১৭৯৯ সালে প্রথম আইন করে সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের মালিক সম্পাদক ও ছাপানোর দায়িত্বে যিনি থাকেন তাদেরকে সরকারি দপ্তরে নাম নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হল। সংবাদ প্রকাশের আগের প্রহরী (censor) কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হল। তখন বাংলার Governor General ছিলেন Lord Wellesley। **'Asiatic Mirror''** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেখানে ইংরেজ এবং টিপু সুলতানের সেনাবাহিনীর সম্পর্কে তুলনামূলক অলোচনা করা হয়। এতেই ক্ষিপ্ত হন লর্ড ওয়েলেসলি এবং ভারতে প্রহরীরাজ স্থাপন করে। তিনি তখনকার সেনাধ্যক্ষ, Sir Alfred Clarke -কে একটি চিঠিতে লেখেন যে তিনি সম্পাদকদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য নিয়ম তৈরি করছেন। প্রয়োজনের তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবেন।

'I shall take an early opportunity of transmitting rules for the conduct of the whole tribe of editors. In the meantime if you cannot tranqui lise this and other mischievous publications, be so as to suppress them by force and send their persons to Europe'' (Wellesley cited in Divan 2010 : 292).

যে কারণে ওয়েলেসলি ভারতীয় গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রহরীরাজ কয়েম করেণ তা হল সংবাদপত্র, শাসকের মতে, তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে।

ওয়েলেসলির প্রবর্তিত প্রহরীরাজ তার উত্তরসুরিরা আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। ১৮৯৩ সালে Governor General, Lord Hastings, সংবাদপত্রের সমস্ত প্রুফকপি সরকারের অনুমোদনের জন্যে প্রধান সচিবের দপ্তরে জমা দেবার নির্দেশ দেন। হেষ্টিংসের মত জন অ্যাডমস (John Adams) সংবাদপত্রের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখেন। তিনি ভারতে প্রথম Press Ordinance জারি করেন ১৮২৩ সালে যেখানে নির্দেশ দেওয়া হল যে কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকাকে অনুজ্ঞাপত্র (licence) নিতে হবে। এই আইনবলে বাকিংহামের **Calcutta Journal**-এর অনুজ্ঞাপুত্র বাতিলকরা হয়। এবং তাকে বিলেতে ফেরত পাঠানো হয়। এই নিয়মকে রাজা রামমোহন রায় চ্যালেঞ্জ জানান কিন্তু সফল হননি।

চিত্র-১০ : চার্লস মেটকাফ

মেটকাফের শাসন : সংবাদপত্রের সীমিত স্বাধীনতা।

এ্যাডামসের পরের গভর্ণর জেনারেল, চার্লস মেটকাফ (Charles Metcalfe), সংবাদপত্রের স্বাধীনতাতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে যে নিয়মগুলি ছিল সেগুলি সরকারের নিরাপত্তাকে রক্ষা করবার পরিপন্থী। নতুন নিয়ম সম্পর্কে তিনি কাউন্সিলারদের বললেন যে কেউ সংবাদপত্র বিনা অনুমতিতে খুলতে পারে, কিন্তু দেশদ্রোহিতা করলে সে দণ্ডিত হবে।

'Should it be adopted, every person who chooses will be at liberty to set up a

newspaper without applying for a previous permisson. But no person will be able to print or publish sedition or calumny without eminent risk of punishment (Metcalfe cited in Divan 2010 : 295).

যেসব ব্যক্তি তাঁর বিরোধীতা করছিলেন তাঁদের তিনি সাবধান করে বললেন যে জনমতের প্রকাশকে বেশি দিন চেপে রাখা যবে না।

নতুন আইন Licence রাজের অবসান ঘটালো। শুধুমাত্র সরকারের কাছে সংবাদপত্রের মালিককে সংবাদপত্র পত্রিষ্ঠার উদ্দেশ্য জানালে চলবে।

ডিভান যথার্থ বলেন যে মেটকাফের আমলে পত্রিকাগুলি ভালভাবে চলেছিল।

'Under this liberal the vernacular press flourished with the popularity of papers like Prabhakar, Bhaskar Rusraj and Bangdut, (Divan 2010 : 295)

মেটকাফের এই উদারনীতির প্রভাব ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী মানসিকতার উদ্ভবের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৮৫৭-তে হয় একটি দেশব্যাপী গণবিদ্রোহ যাকে ইংরেজরা বলে Sepoy Mutiny আর ভারতীয়রা বলে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৮৫৭ এবং তার পর ঃ সংবাদপত্রের উপর কঠোর থেকে কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ।

চিত্র-১১ : ভিসকাউন্ট ক্যানিং

১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহকে নানা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইংরেজরা একে 'Sepoy Mutiny' বলতে অভ্যস্ত। ভারতীয়রা একে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে মনে করে। যে যে কারণে তা হয়েছিল তা নিয়ে বিশ্লেষণ এখানে করছি না। এখানে আমরা দেখব গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর এই গণবিদ্রোহের প্রভাব কী হয়েছিল। আমরা লক্ষ করি যে তখনকার গভর্ণর জেনারেল, Lord Clemency Canning ফের licence রাজ প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোন তফাৎ করেননি। ১৮৬০ সালে **Indian Penal Code** তৈরি হয়। যা মানহানি এবং এবং অশ্লীলতাকে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। করদ্ধ হয় ১৮৬৭ সালে Registration of Books Act -এর মাধ্যমে সরকারকে ছাপাখানা এবং সংবাদপত্রকে আইনবলে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

চিত্র-১২ : লর্ড লিটন

তবে সবচেয়ে নক্কারজনক যে আইনটি পাশ হয় তা হল Vernacular Press Act (1878)। এই আইনের মাধ্যমে প্রত্যেক সংবাদপত্রকে ১০, ০০০/-টাকার জামানত 'security deposit' সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে, যা সরকার ইচ্ছেমত বাজেয়াপ্ত করতে পারে। তা আদালতে সংবাদপত্রের মালিক চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। আইনবলে সরকার যে কোন সংবাদপত্রের

দপ্তরে তদন্তের পরওয়ানা (search warant) নিয়ে হানা দিতে পারে। Lord Lytton-এর এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবে সারা ভারতে তীব্র প্রতিবাদ হয়। পুনের সর্বজনীন সভা ও বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদে মুখর হন। কিন্তু লর্ড লিটন প্রবর্তিত কালা কানুন বিলেতের আইনসভার সমর্থন পায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮৯)। লর্ড লিটন যখন ভারত ছাড়েন তখন **The Hindu** পত্রিকা লেখে—'He was the person that gagged the press and ...' (Cited in Divan 2010 ; 298)

১৮৯৮ সালে পাশ হয় **Criminal Procedure Code Act**। এই আইনের Section 39A ও 996 সরকারকে যে কোন প্রকাশনাকে বা বাজেয়াপ্ত করবার ক্ষমতা দেয় যা ভারতী দণ্ডবিধির (Indian Penal Code-এর) Sectons 124-A, 153-A বা 295-এর বিরোধী কাজ করে।

১৮৮৯ সালে **Official Secrets Act**-এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানে। ১৯০৮ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে **'The Newspapers (Incitement to Offence Act)** প্রবর্তিত হয় যা সরকারকে যে কোন সংবাদপত্র কে বন্ধ করবার ক্ষমতা দেয়। ১৯১০ সালে **The Indian Press Act** প্রবর্তি হয় 'for the better control of the press'। ১৯১৮ সালের **Rowlatt Act** আরো বেশি মাত্রায় সংবাদপত্রকে শৃখলিত করবার চেষ্টা করে। **Indian Press (Emergency Powers Ordinance (1930), Indian Press (Emergency Powers Act) 1931** সংবাদপত্রের উপর দমন পীড়ন বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সরকারকে আদেশ বলে সংবাদপত্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা টাকা চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয় এবং যে কোন অছিলায় সংবাদপত্রের কাজে বাধা দেবার অধিকার দেওয়া হয়। সরকারের লক্ষ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করা। এবং সংবাদপত্র, যার মাধ্যমে সরকারের নানা রকম দমন পীড়ন নীতি মানুষ জানতে পারছে, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর জনগণ জানতে পারছে তাকে দমন করা। **Indian Press Act** প্রবর্তনের সময় যেমন সরকার দাবি করে যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছে যার লক্ষ্য সরকারকে উৎখাত করা।

চিত্র-১৩ : সিডনি আরথার টেলার রাউলাট এক অত্যাচারি শাসক ছিলেন

We are at the present moment confronted with a murderous conspiracy whose aim is to destablize the government of the country by establishing general terrorism. (cited in Divan 2010 : 301).

এই অবস্থার জন্য সংবাদপত্রকে দায়ি করে সরকার।

"These things are the natural conseqence of the teachings of certain journals." (Cited in Divan 2010 : 301)

সুতরাং সংবাদ মাধ্যমকে অষ্টেপৃষ্ঠে আইনের মাধ্যমে বাঁধো। তাদের কাজ করতে দিও না। এই ছিল ইংরেজদের ভারতে সংবাদপত্রে প্রতি নীতি।

চল্লিশের দশক ঃ সংবাদপত্রের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

৪০-এর দশকে সরকার এবং কংগ্রেসের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দেশের দিশাহারা অবস্থা। ইংরেজ সরকার তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে মিত্র বাহিনীর পক্ষের দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। সরকারের এই এক তরফা সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসকেরা সংবাদপত্রকে আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে **Defence of India Rules** প্রয়োগ করে প্রহরিরাজ আরো কঠোর ভাবে কায়েম করে। সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকেরা ক্ষোভে পেটে পড়েন। তারা সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেন।

The Indian press showed rare solidarity with British owned papers like The Statesman and the Times of India to seek moderations from the government in the use of its restrictive powers.'' (Diwan 2010 : 304)

১৯৪০-এ সংবাদপত্রগুলি নিজেদের একটি সংগঠন তৈরি করে। **All India Newspaper Editors' Conference AINEC** যা সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়। সরকার কিন্তু কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি চালাতে থাকে। ৯ আগষ্ট, ১৯৪২ সালে গান্ধীজি যে কংগ্রেস অধিবেশনে ভাষণ দেন তা সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া হয়। নতুন ভাবে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা হয়। তার মধ্যে রয়েছে সাংবাদিকদের নথিভুক্তকরণ, হেডলাইনের মাপ নিয়ন্ত্রণ, খবরের কতটা জায়গা দেওয়া যাবে তার নির্ধারণ, ইত্যাদি। সরকরের সঙ্গে AINEC-র দ্বন্দ্বের বিরতি হল যখন সংবাদ পত্রগুলি আত্মপ্রহরিকরণে (self censorship) রাজি হয়।

কিন্তু এই 'যুদ্ধবিরতি' ছিল সাময়িক। ১৯৪২-এর শেষের দিকে সরকার থেকে অধ্যাপক ভানসালির অনশনের খবর প্রকাশ নিষিধ করে। ব্রিটিশ সেনা-ভারতীয় মহিলাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। তার প্রতিবাদে ভানসালি অনশন করেন। এই খরব নিষিদ্ধ করবার ফলে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। AINEC একটি কড়া সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কোন সরকারি বিজ্ঞাপ্তি, সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচরির (Viceroy, Governor) বক্তৃতা, নববর্ষের সম্মানের বিজ্ঞাপ্তি, ইত্যাদি প্রকাশ করবে না। প্রত্যুত্তরে সরকার সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আরো কড়া পদক্ষেপ নেয়। বেশ কিছু জাতীয়বাদী সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শেষ অবধি সরকার পিছু হটে এবং ঐ ঘটনার তদন্ত করতে রাজি হয় (Divan 2010 : 304)

স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

আমরা দেখলাম যে ইংরেজ শাসনের প্রায় গোড়া থেকে ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। সংবাদপত্রের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার নানা ফন্দি আঁটে ঔপনিবেশিক সরকার। এবং ইংরেজ আমলের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ভারত স্বাধীন হয় ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে ছিল অনেকগুলি কারণ, যার অন্যতম হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণমাধ্যমের সমর্থন। বার্ক সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে বলেছিলেন সংবাদমাধ্যম হল Fourth Estate। স্বাধীনভারতে সংবাদপত্র কতটা স্বাধীন বা কতটা নিয়ন্ত্রিত তা আমরা এবার দেখব।

সংবিধান সভায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক।

স্বাধীনতার প্রস্তুতি হিসাবে ১৩ ডিসেম্বর,১৯৪৬ ভারতের নতুন সংবিধান রচনা করবার জন্য একটি সভা তৈরি হয়। একে বলে Constituent Assembly। মৌলিক অধিকারের অন্যতম অধিকার হল বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার। এই অধিকার এবং তাকে খর্ব করবার বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়। এরই মধ্যে সংবিধান গঠন সভার অন্যতম সদস্য, দামোদর স্বরূপ শেঠ ও কে টি শাহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে একটি পৃথক অধিকার

হিসাবে দাবি করেন। শাহের যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে জোরাল দাবি রাখেন—

> The freedom of the press....is one of the items around which the greatest, the bitterest of constitutional struggles have been waged in all constitutions and in all countries where liberal constitutions prevail.
>
> To omit it altogether...would be a great blemish which you may sustain by the force of the majority, but which you will never succeed in telling the world is a progressive liberal constitution (K.T. Shah Cited in Divan, 2010 : 306)

চিত্র-১৪ : ডঃ ভীমরাও রামজী আমবেদকর ভারতের সংবিধানের জনক

কিন্তু সংবাদপত্রের পৃথক স্বাধীনতার দাবী মানতে চাননি সভাপতি, ডঃ বাবাসাহেব আমবেদকর। তাঁর মতে সংবাদপত্রকে সাংবিধানিকভাবে পৃথক স্বাধীনতা দেবার প্রয়োজন নেই। সংবাদপত্রকে পৃথক স্বাধীনতা দেবার দাবির উত্তরে তিনি বলেন যে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও তো দেশের নাগরিক যে এবং কোন নাগরিকের মত তিনিও বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করেন।

> The press is another way of stating an individual or a citizen. The press has no special rights which are not to be given or which are not to be exercised by the citizen in his individual capacity. The editor of a press or the manager are all citizens and therefore when they choose to write in newspapers, they are merely exercising their right of expression and in my judgement therefore no special mentions is necessary of the freedom of the press at all. (Ambedkar cited in Divan 2010 : 306)

শেষ অবধি যখন এই ধারাটির জন্য ভোট নেওয়া হয়, সংবাদপত্রের পৃথক স্বাধীনতার কথা থাকে না। সংবিধানের ১৯ নং ধারা হিসাবে স্বাধীনতার অধিকার পাশ হয়। এখানে অনেকগুলি স্বাধীনতার কথা বলা আছে, কিন্তু সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের আলাদা কোন পৃথক স্বাধীনতা থাকে না। আম্বেদকরের বক্তব্যেরই প্রতিফলন হয় এই ধারাতে।

চিত্র-১৫ : ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা

পরবর্তীকালে **M.S.M. Sharma vs Krishna Sinha (AIR 1959 SC 395)** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের জজেরা তাঁদের রায়ে বলেন—"The liberty of the Press in India stands on no higher footing than the freedom of speech and expression of the citizen and that no privilege attaches to the Press as such, that is to say, as distnit from freedom of the citizen. In short, as regards

citizens running a newspaper, the position under our Consitution is the same as it was when the Judicial Committee decided the case of 41 Ind App 149 (AIR 1914 PC 116) and as regards non-citizens the position may even be worse'' (Cited in Divan 2010 : 2-3) এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট সংবাদপত্রকে নাগরিকের সমান করে। আম্বেদকরকে সমর্থন করে। এই রায়ে শীর্ষ আদালত বলেছে যে যিনি নাগরিক নন তিনি ১৯(১এ) ধারার অধিকারগুলি ভোগ করতে পারবেন না এবং এমন কোন সম্পাদক বা সংবাদপত্রের মালিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভোগ করবে না।

আমরা দেখছি যে সংবিধানের Article 191(a) তে সংবাদপত্র কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ না করলেও ইংরেজ আমলের পরাধীনতা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। সংবিধানের Article 19(1)(a) তে মৌখিক লিখিত, চিত্রের মাধ্যমে ও ছাপাখানার মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে।

সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারাটি থেকে আমরা দেখি যে গণমাধ্যমের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি আছে।

১। প্রচার করবার অধিকার—প্রথমতঃ আমরা দেখি যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে মত প্রচার করবার স্বাধীনতা অন্যতম স্বাধীনতা। **Sakal Papers vs Union of India** (AIR 1962 SC 305) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে রাষ্ট্র এমন কোন আইন করতে পারে না যা একটি সংবাদপত্রের প্রচারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সংবিধানের ১৯(১)ক ধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আদালত বলে যে এই অধিকার শুধুমাত্র প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, প্রচারের আয়তন এই অধিকারের মধ্যে পড়ে। এমন কোন আইন যদি প্রচারের অধিকার এবং আয়তনকে সীমিত করতে চায় তা হলে তা বাক্ স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী।

LIC vs Manubhai Shah (১৯৯২) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট খুব খোলাখুলি বলে, যে গণতন্ত্রের ভিত্তি হল বাক্ স্বাধীনতা। তাকে ধংস করা মানে স্বৈরতন্ত্র ডেকে আনা।

> Freedom to air one's view is the lifeline of any democratic institution and any attempt to stifle or suffocate or gag this right would sound a death knell to democracy and would help usher in autocracy or dictatorship (Cited in Divan 2010 : 6)

২। সমালোচনা করবার অধিকার। বাক্স্বাধীনতার দ্বিতীয় অধিকারের মধ্যে পড়ে সমালোচনা করবার অধিকার। 'Sedition' বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা শব্দটি সংবিধানের খসরা থেকে বাদ দেওয়া হয়। **Romesh Thapar vs The State of Madras (AIR 1950 SC 124)** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলে যে সরকারের সমালোচনাকে কখনোই বাক্ স্বাধীনতাকে খর্ব করার যুক্তি হতে পারে না। **Anand Chintamani v State of Maharashtra (2002)** মামলায় বম্বে হাইকোর্ট 'মে নাথুরাম গডসে বলতৈ' নাটকটিকে **Criminal Procedure Code**-এর ৯৫(১) ধারাতে বাজেয়াপ্ত করবার হুকুম রদ করে দেয়। বম্বে হাইকোর্টের সব বিচারক (full bench) রায় দেন যে ভিন্ন মতাবলম্বিদের কে সহ্য করতে হবে। তাদের রায় এর নির্বাচিত অংশ তুলে দিলাম।

> Respect for and tolerance of adversity of viewpoints is what ultimately sustains a democratic society and Government. The right of a playwright, of the artist, writer and poet will be reduced to husk if the freedom to portray a message....is

to depend upon the popular perception of the acceptability of the message. Popular perceptions, however strong, cannot override values which the constitution embodies and guarantees of freedom in what was always intended to be a free society. (Cited in Divan 2SC : 8)

৩। তথ্য পাবার অধিকার—তথ্য পাবার অধিকার যে বাক্ স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে পড়ে তা সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে পরিস্কার করে দিয়েছে। যেমন নাগরিকরা জীবনদায়ি ওষুধ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারে, ক্রিকেট প্রেমিকেরা ক্রিকেট খেলা দেখতে পারে। নির্বাচনের ফলাফল জানা ভোটারদের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

৪। জাতীয় সীমানার বাহিরে বাক্স্বাধীনতার অধিকার। Maneka Gandhi vs Union of India মামলায় মানেকা গান্ধী **Passport Act (1967)** এর Section 10(3)(c) কে চ্যালেঞ্জ জানান। সেই উপধারায় বলা আছে যে সর্বসাধারণের স্বার্থে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করতে পারে সরকার। বিচারপ্রার্থীর অন্যতম চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল সংবিধানের Article 19(1)(a)। সুপ্রিম কোর্ট তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলে এই ধারায় যে অধিকার রয়েছে তা শুধুমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বাইরেও তা ভোগ করা যায়।

৫। সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকার আয়োজন করবার অধিকার। বিভিন্ন মামলাতে, যেমন **Prabha Dutt v Union of India, Sheela Barse v Union of India** এবং **State v Charulata Joshi,** সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার কয়েদিদের সাক্ষাৎকার নেবার অধিকার একটি সীমিত অধিকার যা নির্ভর করছে কয়েদিদের সাক্ষাৎকার দেবার সম্মতির উপর। কয়েদিদের সাক্ষাৎকার নেবার অধিকার Jail Manual এর Rule 549(4) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ম কয়েদিদের সাক্ষাৎকার দিতে বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে দেয়।

৬। আদালতের কাজ মানুষকে জানানো। দিওয়ান যথার্থ বলেছেন—"The press enjoys privileges on account of the citizen's right to be informed on matters of public importance" (Divan 2010 : 11)। আদালতের কাজের উপর প্রতিবেদন লেখা সাংবাদিকের অধিকার কারণ ন্যায়বিচার শুধুমাত্র হলে চলবে না। ন্যায়বিচার হচ্ছে তা মানুষের জানা চাই। কিন্তু এই অধিকার সীমাহীন নয়। একটি মামলাতে **(Naresh Shridhar Mirajkar v State of Maharashtra (AIR 2002 Bom 91)** সুপ্রিম কোর্ট বলে যে এই অধিকার সীমা টানতে হয়। ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে আদালত বলে যে ধর্ষণ বা দাঙ্গার শিকার যারা তাদের মামলা খোলা আদালতে করা অনুচিত। শিশুদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন যেখানে ওঠে, সেখানে গোপনীয়তা বজায় রাখা উচিত।

৭। সংসদের কাজের উপর প্রতিবেদন লেখা। সংসদের কাজের উপর প্রতিবেদন লেখার সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে 361-A ধারায়। এছাড়া **Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Act 1977** এ এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু সাংসদের অধিকার (Parliamentary Privilege) দেখিয়ে অনেক সময় সংবাদমাধ্যমের এই অধিকার খর্ব করবার চেষ্টা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তা মেনে নিয়েছে। যেমন **Searchlight** মামলায় সপ্রিম কোর্ট মনে করেছে যে একজন সাংসদের বক্তব্যের বাদ দেওয়া অংশ প্রকাশ সাংসদের অধিকার ভঙ্গের সামিল এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারার পরিপন্থী নয়।

আবার Keshav Singh মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংসদের যথেচ্ছ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন।

৮। বিজ্ঞাপন দেবার অধিকার (ব্যবসায়িক বাক্ স্বাধীনতা) প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন দেবার অধিকারকে সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারার মধ্যে অর্ন্তগত ছিল না। যেমন **Hamdard Dawakhana v The Union of India** মামলায় ব্যবসায়িদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ভারতের শীর্ষ আদালত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমালোচিত হয়। যেমন—ডিভান মনে করেন—"The reasoning that those advertising for commercial gain were disentitled to enjoy the right of free speech under Article 19(1)(a) appears flawed" (Divan 2010 : 15) Tata Press Ltd v Mahanagar Telephone Nigam মামলায় শীর্ষ আদালত প্রথম বিজ্ঞাপন দেবার অধিকারকে সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারাতে স্বীকৃতি দেয়, এর পর আরো কয়েকটা মামলা—যেমন **Indian Express Newspapers v Union of India, Sakal Papers (P) Ltd v Union of India** এবং **Bennett Coleman and Co v The Union of India**—শীর্ষ আদালত বিজ্ঞাপন দেবার অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। **Tata Press Limited v Mahanager Telephone Nigam Limited** মাললায় শীর্ষ আদালত তার রায়ে বলে যে বিজ্ঞাপন একটি সংবাদপত্রের আয়ের মূল উৎস।

> "The newspaper industry obtains 60% / 80% of its revenue from advertising pays a large portion of the costs of supplying the public with newspaper for a democratic press the advertising subsidy is crucial, Without advertising, the resources available for expenditure on the 'news' would decline, which may lead to an erosion of quality and quantity. The cost of the 'news' to the public would increase, thereby restricting its democratic availability," (Cited in Divan 2010 : 17)

Hindusthan Times v. State of UP মামলাতেও শীর্ষ আদালত বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে তার আগের বক্তব্য জারি রাখে।

৯। প্রতিহত করবার অধিকার। LIC vs Manubhai Shah মামলায় শীর্ষ আদালত বলেছে যে কোন বিষয়ে একটি পত্রিকাতে দুপক্ষের বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে। Life Insurance Corporation এক কালে ছিল ভারতের একমাত্র জীবন বিমা সংস্থা। এর কিছু কার্যকলাপ, যা সৎব্যবসার পরিপন্থী, তা নিয়ে একজন একটি পত্রিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তখন LIC র একজন কর্মচারী, তাদের অভ্যন্তরীন প্রত্রিকা, **Yogakshma** তে প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই প্রতিবেদক যখন একই পত্রিকাতে তাঁর মত প্রকাশের চেষ্টা করেন, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে LIC কর্তৃপক্ষ। আদালতের মতে LIC র প্রতিবেদককে তাঁর মত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে, নইলে তা সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারা ভঙ্গ করবে।

১০। বাধ্যতামূলক বক্তব্য প্রচার করা। একটা সময় সরকারি প্রতিষ্ঠান, Films Divison, দ্বারা নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘর চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র মূল সিনেমার আগে হলে দেখানো বাধ্যতামূলক করত সরকার। ১৯৯৯ সালে **Union of India vs Motion Pictures Association** মামলায় শীর্ষ আদালত বলে যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সবচেয়ে ভালভাবে বিনোদনের পর্দায় দেখান যেতে পারে। লোকশিক্ষার জন্য কিছুটা সময় দিয়ে এইসব চলচ্চিত্র যদি দেখানো যায় তাহলে জনগনের উপকার হবে। তা বাক্ স্বাধীনতাকে খর্ব করবে না।

১১। বেতার বার্তা প্রচারের অধিকার। Odyssey Communications v Lokvidyalayan Sangathan মামলায় শীর্ষ আদালত বলেছে যে প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলে প্রচার করার অধিকার রয়েছে। এই মামলাতে '**হোনি আনহোনি**' ধারাবাহিকের প্রচারে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এই বলে যে এই ধারাবাহিক কুসংস্কার প্রচার করছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত এই যুক্তির মধ্যে কোন সারবত্তা দেখতে পায় নি যে জনগণের ক্ষতি করছে এই ধারাবাহিক।

তেমনি দূরদর্শন যখন **'Beyond Genocide'** শীর্ষক ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার উপর একটি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করতে নারাজ হয় তখন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে চলচ্চিত্রকারের তথ্যচিত্রটি দেখানোর মৌলিক অধিকার রয়েছে।

১২। আর্ন্তজাল (Internet) প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন প্রয়োজন আর্ন্তজাল আজ যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি বিপ্লব এনেছে। আজ আন্তর্জাল একটি তথ্যভান্ডার সন্ধানী ইঞ্জিনের মাধ্যমে (যেমন google) মহুর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। যেমন ''The University of Burdwan'' এর উপর ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে আমি google search করলাম। ১৬,২০,০০০ ফল পেলাম। সময় লাগল ০৫১ সেকেন্ড। আন্তর্জালের উপযোগিতা সম্পর্কে তাই দিওয়ান যথার্থ বলেছেন। ''The internet is an important means of expression and communication but equally important is its role as a source of information'' (Divan 2010 : 22) এই গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমের তথ্যের অন্যতম সুত্র। এই তথ্যের অধিকার সংবিধানের ১৯(১)(ক) ধারাতে স্বীকৃত। আর্ন্তজাল ও তথ্যের ভান্ডার।

স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ।

আমরা আগের অংশে দেখলাম সংবাদপত্রও গণমাধ্যমের কী কী সংবিধানিক অধিকার রয়েছে। ইংরেজ আমলে সংবাদপত্রের কোন অধিকারই ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ১৯(১)(ক) ধারাতে সব নাগরিককে বাক্১স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়। তবুও গণমাধ্যমকে তার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বারবার আদালতের স্মরণাপন্ন হতে হয়। আদালতের বিভিন্ন রায় থেকে আমরা দেখছি যে গণমাধ্যমের অধিকারের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার আমরা আলোচনা করব এই অধিকারগুলি কোন কোন কারণে সীমিত করা হয়েছে।

সংবিধানের ধারা।

ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের কথা যেমন বলা হয়েছে। তেমনি তার সীমাবদ্ধতা গুলিও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯(২) ধারায় বাক্স্বাধীনতাকে নিম্নলিখিত কারণে খর্ব করা যায়।

১। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা

২। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা

৩। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

৪। শোভনতা এবং নৈতিকতা

৫। আদালত অবমাননা

৬। মানহানি

৭। অপরাধ করতে প্ররোচিত করা। (Divan 2010 : 26)

এইসব কারণ দেখিয়ে সরকার অনেক সময় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে। কিন্তু বিভিন্ন মামলায় আদালত যা রায় দিয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের বিচার ব্যবস্থা কিছু নিয়ম কানুন করেছে যার মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা যায়।

চ্যালেঞ্জের মুখে পুস্তক বাজেয়াপ্ত নীতি। একাধিক মামলা হয়েছে যেখানে সরকারের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার নীতিকে আদালতের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন **Harnam Das v The State of UP, Narayan Das v State of MP** এবং **Sajanan Visheshwar Birjur v Union of India**। এই সব ক্ষেত্রে আদালত সরকারের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে। আদালতের মতে সরকারের পুস্তক বাজেয়াপ্ত নীতির মধ্যে পরিস্কারভাবে বলতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

চ্যালেঞ্জের মুখে সরকারের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে শ্রমিক নীতি ভারত সরকার **Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act 1955** এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কর্মচারিদের কর্মস্থলে কাজের অবস্থা উন্নতি করতে চেয়েছিল। শিল্পের আইনগুলি এই আইন সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার প্রস্তাব দিয়েছিল—কাজের সময় সীমিত করা, গ্র্যাচুইটি, ছুটি, বেতন কাঠামো নির্ণয় ইত্যাদি। কিন্তু **Indian Express, Express Newspaper (P) Ltd Union of India** মামলায় অভিযোগ করে এই আইন মৌলিক অধিকার সংবিধানের 19(1)(a), 19(1)(9), 14 ও 32 ধারা খর্ব করছে। শুধু আইনের অভিযোগকারির মতে আইনটি তাদের উপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেবে। আদালত তাদের মতে সায় দেয়নি। আদালতের মতে যে আইন কর্মচারিদের অবস্থার উন্নতি করার প্রস্তাব দেয় সেই আইন কখনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না।

অন্যান্য মামলা—সরকারের অন্যান্য নীতিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। যেমন **Sakal Papers (P) Ltd v Union of India** মামলায় আদালত রায় দেয় যে খবরের কাগজের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা পাতা নিয়ন্ত্রণ সংবিধানের Article 19(1)(a) কে লঙ্ঘন করছে। ১৯৭২-৭৩ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য বন্ধ হওয়ায় সরকার **Newsprint Control Order (1962)** প্রয়োগ করে সরকার সংবাদপত্রের পাতা বেঁধে দেয়। এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে **Bennett Coleman & Co.v Union of India** মামলায়। এই মামলায় শীর্ষ আদালত Newsprint Control Order কে অবৈধ ঘোষণা করে কারণ সেটা সংবিধানের Article 19(2)র "যুক্তিপূর্ণ সীমাবদ্ধকরণ" নীতির মধ্যে পড়ে না এবং Article 19(1)(a) র পরিপন্থী।

জরুরি অবস্থা এবং সংবাদপত্রের উপর প্রহরিকরণ নীতি—

ভারতে জরুরি অবস্থা (Emergency) তিনবার প্রবর্তিত হয়। প্রথমবার সংবিধানের ৩৫২ ধারায় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় ২৬শে অক্টোবর ১৯৬২ সালে যখন চিনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হয়। সেই জরুরি অবস্থা চলাকালিনই ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হয়। সেই জরুরি অবস্থার মেয়াদ চলে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয় ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যখন ভারতের যুদ্ধ হয়।

চিত্র-১৬ : ইন্দিরা গান্ধী

কিন্তু ২৫ শে জুন ১৯৭৫ সালে যে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় তা কোন যুদ্ধের ফলে হয়নি। **Gazette of India Extraordinary** তে প্রকাশিত ঘোষণাতে Notification No. II/16013/1/75-SQP (D-II) Part II, Section 3 i) দাবি করা হয় যে গুরুতর জরুরি অবস্থা রয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা অভ্যন্তরীণ অশান্তির জন্য বিঘ্নিত। তবুও ঐটি তখনই জলের মত পরিস্কার ছিল যে ইন্দিরা গান্ধী, নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নির্বাচনী মামলায় ইন্দিরার হার বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের নির্বাচনী পরাজয়, এবং সর্বোপরি জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিরোধীদের সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনকে থামানোর উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এইসব কারণে।

জরুরি অবস্থার ফলে সব সাংবিধানিক অধিকার কে মুলতুবি রাখা হয়। এর ফলে সংবিধানের Article 19(1)(a) ধারা যাতে ভারতীয় নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার উপর আক্রমণ হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়। আমরা দেখেছি ইংরেজ আমলে সংবাদপত্রের উপর প্রহরারাজ (censorship) চালু হয়েছিল। স্বাধীনভারতে আবার তা ফিরিয়ে আনলেন ইন্দিরা গান্ধী (Central Censorship Order No. So. 275 E dt. 26 June, 1975 published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3 (i) –cited in Divan 2010 : 42) এই নির্দেশ অনুযায়ি (১) কোনও বিপজ্জনক খবরকে প্রকাশ করা হবে না; (২) গুজবের প্রচার নিষিদ্ধ; (৩) কোন আপত্তিকর বিষয় যা ভারতীয় বা বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে না; (৪) এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না যার মাধ্যমে সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্রোহী মনোভাব তৈরি হয়। (৫) এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না যাতে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। Censorship Order কে সংশোধিত করে আরো ব্যাপক প্রহরারাজ করা হয়েছিল। তার ফলে সাধারণ সংবাদ, আইন সভার কাজের সংবাদ, এবং আদালতকেও প্রহরারাজের আওতায় আনা হয়। **The Prevention of Publication of Objectionable Matter Act (1976)** কে প্রবর্তন করে, **Press Council Act (1965)** এবং **Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Act, 1956,** তুলে নিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আরো খর্ব করা হল। গণমাধ্যমকে সরকারের দাস বানানোর চেষ্টা হল। তবুও শেষ রক্ষা হল না। Binod Ray MR Masani মামলায় আদালত (Bombay High Court) প্রহরারাজের সীমানা বেঁধে দিল। Gujrat High Court ও নিরর্থক প্রহরারাজকে নিন্দা করল। আদালত **Bhumiputra** শীর্ষক একটি গান্ধীবাদী পত্রিকার উপরে প্রহরা বন্ধ করবার নির্দেশ দেয়। সংবাদপত্রটি একটি

প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে একটি নাগরিক অধিকার সম্মেলনের সম্পর্কে লেখা হয়েছে যেখানে সরকারের নীতির সমালোচনা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করে আদালত তার রায়ে বলে ঃ

> "Any system of censorship which prohibits... the publication of critical comments of a constructive character which are directed at educating public opinion even with the avowed objective of having the ruling party voted out of power is bound to stuff the arteries of a nation with a thick layer of chlorestrol which is bound to attack the heart of a democracy" (Cited in Divan 2010 : 93)

গণ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ : কিছু আইনের পর্যালোচনা

গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গোরাডিয়া ডিভান যথার্থ বলেছেন ঃ "Regulation of the media poses a challenge more than even before. Modern media consists of many diverse means, both traditional and new... As a result, there is no single law or coordinated control by a centralised authority but a web of laws and authorities regulate the media... (Divan 2010 : 316)

এইবার আমরা দেখব বর্তমান ভারতের গণমাধ্যম কোন কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমতঃ **Indian Penal Code (1860)** এর আওতায় অনেকগুলি ধারা আছে যেখানে অশ্লীলতা, সম্মানহানি, সামাজিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করা এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করাবার জন্য ভারতীয় পুলিশ গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দূরদর্শনের ক্ষেত্রে **Cable Television Networks and Regulation Act (1995)** এর আওতায় স্থানীয় প্রশাসন যে কোন টেলিভিশন কোম্পানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে যদি—অশ্লীল অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয় সামাজিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করা হয় এবং এমন কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে হিংসার উদ্রেক করা হয়।

তৃতীয়তাঃ সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Press Council রয়েছে, **Press Council Act (1978)** অনুযায়ি যেমন Press Council খবরের কাগজের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি আদালত অবমাননার দায়ে সংবাদপত্রকে দন্ডিত করতে পারে। একই কারণে সংসদ ও সংবাদপত্রকে দন্ডিত করতে পারে যদি সংবাদপত্র সংসদ অবমাননা করে।

সিনেমাকে নিয়ন্ত্রণ করে **Cinematography Act (1952)** দ্বারা গঠিত একটি Censor Board। কিন্তু সব সময় সৎ উদ্দেশ্য এই নিয়ন্ত্রণ হয় না। Central Film Certification Board (CBFC) যেমন **'উড়তা পঞ্জাব'** চলচ্চিত্রটিকে ৮৯ 'কার্টের' নির্দেশ দেয়। এই সিনেমাটি পঞ্জাবের মাদক সমস্যা এবং মাদক পাচারকারি এবং

রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজস বেআব্রু করে। CBFC-র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলচ্চিত্রের নির্মাতা সংস্থা শীর্ষ আদালতে আবেদন জানায়। CBFC -র সভাপতি পহলাজ নিহালনির মতে এই চলচ্চিত্রটি পাঞ্জাব রাজ্যকে খারাপ চোখে দেখিয়েছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত তা মানতে রাজি হয় নি। তারা চলচ্চিত্র নির্মাতার উপর খবরদারি পছন্দ করেন না।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, জাস্টিস ধর্মাধিকারি ও যোশীর Division Bench তাদের রায়ে বলে *"It is for the film makers to choose the setting of their films as it was the underlying key to creative freedom. The film is made for adults and no one could dictate to a film maker without abusing creative freedom". (cited in Goswami 2016 : 1)* বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে **Advertising Standards Council of India (ASCI)**। এই সংস্থাটি আসলে বিজ্ঞাপন দাতাদের দ্বারা গঠিত একটি বিচারালয় যা ১৯৮৫ সালে তৈরি হয় এবং Companies Act (1956) Section 25 দ্বারা গঠিত একটি কোম্পানী। ASCI/অভিযোগ গ্রহণ করে বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে এবং তার সমাধান করে তার **Code of Advertising Practice** এর নিয়ম মেনে। অর্থাৎ এখানে বিজ্ঞাপন দাতারা আত্মনিয়ন্ত্রিনের পন্থা বেছে নিয়েছেন। তবে সর্ববিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে **Cable Television (Networks and Regulations) Act, 1995, Indian Penal Code (1860)** এবং **Consumer Protection Act (1986)** প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চিত্র-১৭ : ডঃ জাকির নায়েকের কার্যকলাপ ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছে।

গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার সব সময় বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হচ্ছে। বিশেষ করে ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রন করা খুব কঠিন। আন্তর্জাল যেমন আমাদের কাছে মুহুর্তের মধ্যে তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে তেমনি আন্তর্জালের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচার সংগঠিত করা সহজ হয়ে গেছে। সম্প্রতি তাঁর অতিরক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক প্রচারের জন্য জাকির নায়েক মিডিয়ার নজরে এসেছে। তিনি সালাফি ইসলামী প্রচারের জন্য তৈরি করেন অনেকগুলি সংগঠন। যেমন—**Peace TV** তৈরি করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে নায়েক মুসলমানদের শেখাচ্ছেন মুসলিমরা যেন অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে না মেশে। এবং তাদের কট্টর কোরাণপন্থী হতে শেখাচ্ছেন। জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যে অন্য ধর্মের মানুষ এবং ইসলামের অন্য শাখার মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন তিনি। গণমাধ্যমকে ধর্মযুদ্ধের (জিহাদের) উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন Peace TV, You Tube এবং টুইটারের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের মগজ ধোলাই করে তাদেরকে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ করার জন্য প্ররোচিত করছেন (Raman : 2016)। ভারত সরকার জাকির নায়েকের এইসব কার্যকলাপ মোটেই ভাল চোখে দেখছে না। নভেম্বর 2016 তে জাকির নায়েকের সংগঠন **Islamic Research Foundation** সরকারের বিষ নজরে পড়েছে। এই সংগঠনকে সরকার নিষিদ্ধ করেছে এবং তার শাখা সংগঠনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে।

এই অংশটি শেষ করবার আগে কী শিখলাম তা আর একবার পর্যালোচনা করি। আমরা দেখলাম যে গণমাধ্যমের জন্ম হয় ঔপনিবেশিক যুগের শুরুতে। প্রথম দিকে গণমাধ্যম বলতে সংবাদপত্র বুঝতাম। ইংরেজ

রাজত্বের শুরু থেকে সংবাদপত্রের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণের পথে যায় ইংরেজ সরকার। স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম তাদের মত প্রকাশ করবার অধিকার পেয়েছে। সংবিধানের ১৯(১) (ক) নং ধারায়। ১৯ (২) নং ধারায় বাক্ স্বাধীনতার উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ চাপানো এবং কিছু আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়। কিন্তু সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম তাদের অধিকারকে খর্ব করার সরকারি চেষ্টাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যায় এবং অনেক সময় তারা মামলা জেতে। বর্তমানকালে গণমাধ্যম বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক বিবিধ আইন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কোন কোন সংবাদপত্র সাংবাদিকদের এই সব প্রশিক্ষণ দেবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। যেমন The Statesman পত্রিকার উদ্যোগে The Statesman Print Journalism School (SPJS) (rup : IIspjsca.in) খোলা হয়েছে। এখানে পাঠ্যসূচীর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র সম্পর্কে আইন জানা এবং পরিবেশ ও আইন সম্পর্কে শেখা। কীভাবে একজন সাংবাদিক লিখবে তা শেখানো হয়।

অনুশীলনী ৬

১। ইংরেজ আমলে সংবাদপত্রকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত তা নিয়ে একটি টীকা লেখো।

২। স্বাধীনভারতে গণমাধ্যমকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়?

পর্যায় ৩.৪ ❑ গণমাধ্যমের তত্ত্ব (Theories of Mass Media)

1. Habermas: Culture & 'Public Sphere.'

2. Trompsor : Media & Modern Society

৩.৪ ভূমিকা

এই এককের লক্ষ্য হল পাঠককে গণমাধ্যমের দুটি তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করানো। এর মধ্যে রয়েছে (১) হাবেরমাসের 'public sphere'নাগরিক ক্ষেত্র তত্ত্ব এবং (২) থমসনের গণমাধ্যম এবং সমাজ সম্পর্কে তত্ত্ব। কিন্তু তার আগে আসুন আমরা দেখে নি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব কি। জোনাথান টার্নার তত্ত্ব (theory) সম্পর্কে বলেন —"Scientific theory provides an interpretation of events, but this interpretation must be constantly checked and rechecked against the empirical data." (Turner 1987 :4)

তত্ত্বের কাজ হচ্ছে ব্যাখ্যা করা কেন এবং কিভাবে কোন ঘটনা ঘটে। (Turner 1987 :4), কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বে তাত্ত্বিকদের মধ্যে ঐক্যমত্য নেই কিভাবে একটি সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যাবে। টার্নারের মতে " if the whole enterprise of science is questioned, then Sociological theories that tell us how and why events occur will be very diverse."(Turner 1987.4) সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে এই কথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

Ü

৩.৪.১ Culture and the 'Public Sphere' (Habermas)

জুরগেন হাবেরমাস (Jürgen Habermas)। হাবের মাস (১৯২৯-) critical theorists এর দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে পরিচিত তাত্ত্বিক। তিনি Theodore Adorno -র ছাত্র। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় হল দার্শনিক নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের দর্শন (Scott & Marshall 2013 : 299)।

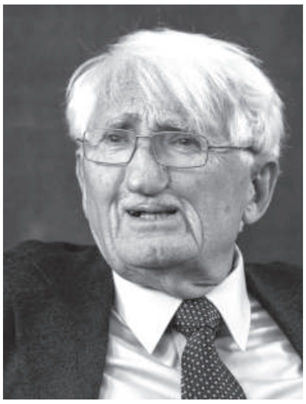

চিত্র-২ : জুরগেন হাবেরমাস

হাবেরমাসের যে তত্ত্বটি আমরা এখানে আলোচনা করব তা হল 'Public Sphere' (জার্মান-offenlichkeit)। বাংলায় আমরা 'Public Sphere' কে 'প্রকাশ্য অঞ্চল' বা 'নাগরিক ক্ষেত্র' বলতে পারি (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৯ ২০৭)। হাবের মাসের তত্ত্বটি পাওয়া যায় এই গ্রন্থে : **strukurwanded der Offenlichkeit : Untersuchunger zureiner Kategorie der bÜrgerlichen Gesselschaft** (1962)।

(The Structural Transformation of th Public Sphere. An Enquiry into a category of Bourgeois Society) এটি অনুবাদ করেন

থমাস বাগার ও ফ্রেডারিক লরেন্স (Habermas 1991)

"The Evolution of the Public Sphere" হাবেরমাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক গ্রন্থ যা ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালের আগে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই (দ্র: Habermas 1989)। এবং সেই সময় থেকে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে গ্রন্থটি আলোড়ন তোলে। দেলান্তির মতে "The concept of the public sphere has become a key term in sociology since it was introduced by JÜgen Habermas"(Delanty 2007:372')

উৎপত্তি

গনমাধ্যমের সমাজতত্ত্বের সঙ্গে public sphere এর তত্ত্ব পূর্বসুরীদের মধ্যে রয়েছেন অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। হানা আরেণ্ড (Hanna Arendt) যিনি বিশ্বাস করতেন যে এর অস্তিত্ব প্রথম পাওয়া যায় গ্রিস দেশের এথেন্সের ধারনার মধ্যে। Polis এ রাজনীতিতে গণ অংশগ্রহণের ভিত্তি ছিল public sphere (যাকে বাংলায় আমরা 'নাগরিক ক্ষেত্র' বলতে পারি)। তকভিলের (Tocqueville) এর মতে নাগরিক ক্ষেত্র ছিল আধুনিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য (Delanty 2007:3721)

ডালগ্রেন তার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন।

> In schematic terms, a functioning public sphere is understood as a constellation of communicative spaces in society that permit the circulation of information, ideas, debates ideally in an unfettered manner -and also the formation of political will, ie, public Opinior (Dahlgren 2007:2906)

গণমাধ্যমের দিক থেকে দেখলে public Sphere হল 'প্রকাশ্য এলাকা' যেখানে বিনা বাধায় নানা রকম চিন্তাভাবনার প্রকাশ, নানা রকম তর্ক বিতর্ক এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা যায়।

হাবেরমাসের তত্ত্বে Public Sphere এর দুটি দিক দেখা যায়। (Dahlgren 2007:2906 -2907)। প্রথমটা হল 'political public sphere' যাকে আমার 'নাগরিক ক্ষেত্র' বলতে পারি। দ্বিতীয়টা হল 'cultural public sphere' যেখানে সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং এই নিয়ে আলোচনা হয়। 'নাগরিক ক্ষেত্র' থেকে কিন্তু এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাই আমরা একে 'প্রকাশ্য এলাকা' বলতে পারি।

মূল তত্ত্ব

গিডেন্স public sphere এর একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন -"The public sphere is an arena of public debate in which issues of general concern can be discussed and opinions formed". (Giddens 2006:601)

চিত্র-৩ : অষ্টাদশ শতকের একটি পালোঁতে জার্মান কবি ও সাহিত্যিক পেটে (Coethe) বাঁ দিক থেকে তৃতীয় এবং জার্মান দার্শনিক হার্ডার ডোন দিকে একেবারে শেষে। এই সভার মধ্যমনি ডাচেস এনা আমালিয়া (স্যাক্স ভাইমারেরা এরা তাঁর অতিথি। এই ধরনের বৌদ্ধিক আড্ডা থেকে Public sprere এর জন্ম।

হাবেরমাসের মতে public sphere (প্রকাশ্য এলাকা) গড়ে ওঠে লন্ডন, পারি এবং ইউরোপের শহরের Salon বা coffee house গুলিতে। সপ্তদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক অবধি ইউরোপে এক ধরনের সমাজ গড়ে ওঠে যা ইউরোপের রাজা বা পারিষদদের সমাজ বা আমির সমাজ (Court Society) থেকে আলাদা। কফি হাউস, গ্রন্থাগার, সম্ভ্রান্ত মানুষের বৈঠকখানার নানা রকমের আলাপ আলোচনা চলত। এর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল জনমত (public opinion) তৈরি। প্রথম দিকে 'প্রকাশ্য এলাকা' কে সংজ্ঞায়িত করা হত 'আমির সমাজে'র বিরোধী অঞ্চল, হিসাবে। কিন্তু পরে প্রকাশ্য এলাকার সংজ্ঞা বদলে যায়। প্রকাশ্য এলাকাকে পারিবারিক জীবনের বিরোধী অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হয়। সামাজিক চিন্তার ইতিহাসের দিক থেকে 'প্রকাশ্য এলাকা' কে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তি যুগের (European Emligntenment) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জগতের অর্ন্তভুক্ত বলে ধরা যায়। এর গঠনগত পরিবর্তন হয় যখন জ্ঞানদীপ্তি যুগের সংস্কৃতির অবনতি ঘটে এবংপ্রকাশ্য এলাকাকে ধনতন্ত্র গ্রাস করে। প্রথম দিকে সংবাদমাধ্যম ছিল প্রকাশ্য আলোচনার একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে নাগরিক সমাজে বাজারের অনুপ্রবেশ ঘটল এবং বুর্জোয়া সমাজের আধিপত্য স্থাপিত হল। এর ফলে Public Sphere এর অবনতি হয়। এই প্রেক্ষিত অনেকটা হান্না আরেন্টের (Hanna Arendt) তত্ত্বের সঙ্গে মেলে। আধুনিক সমাজ

সম্পর্কে তাঁর নস্তারতক ধারণা ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্প্রদায় (Frankfurt School) আধুনিক সমাজকে সমালোচনা করে। হাবেরমাসের তত্ত্বে তিনি আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য এলাকার অবনতি লক্ষ করেন। (Delanty 2007: 3721-3722) আধুনিক গণসমাজের উত্থান এবং রাজনৈতিক দল দ্বারা জনমত তৈরি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ্য এলাকার পরিবর্তনকে সমাপ্ত করল। (Delanty 2007 .3722)

প্রকাশ্য এলাকার তিন দিক।

ডালগ্রেণ প্রকাশ্য এলাকার তিনটে দিক লক্ষ করেছেন (রেখা চিত্র ১)। প্রকাশ্য অঞ্চলের দিকগুলি

রেখা চিত্র ১ প্রকাশ্য এলাকার দিক

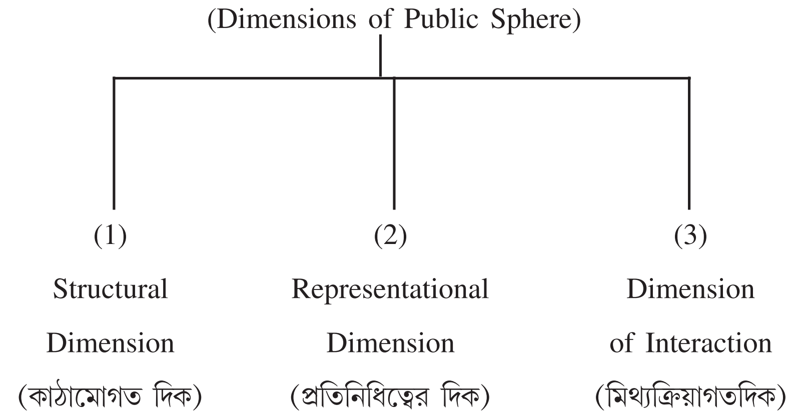

সূত্র : Dahlgren (2006) ''Media and the Public Sphere'' in George Ritzer. *(The Blackwell Enycylopaedia of Sociology).*

1. Structural Dimension (গঠনগতদিক) প্রথমে আমরা প্রকাশ্য এলাকায় আলোচনা করতে গিয়ে তার কাঠামোগত দিক নিয়ে আলোচনা করব। প্রকাশ্য এলাকার কাঠামোগত দিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার বিশ্বজনীনতা (universality)। প্রকাশ্য এলাকায় সমাজের সব সদস্য সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও তা সত্যি।

''If the media are a dominant feature of the public sphere, they must be technically, economically, culturally and historically within the reach of society's members.''(Dahlgren 2007 : 2907). যদি গণমাধ্যম প্রকাশ্য এলাকায় একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে তবে তাকে সমাজের সব সদস্যের কাছে পৌঁছতে হবে। এবং মিডিয়ার নীতি, অর্থনীতি, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারের ভূমিকা, তথ্যের বেসরকারিকরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

২। **Representational dimension.** (প্রতিনিধিত্বমূলক দিক) প্রকাশ্য এলাকার প্রতিনিধিত্বমূলক দিক হল গণমাধ্যমের রুপ এবং তার বিষয়বস্তু। মিডিয়া কতটা নিখুঁতভাবে তথ্য পরিবেশন করছে, তার মাধ্যমে সংস্কৃতিগত প্রকাশের বহুত্ব কতটা দেখা যায়। ডালগ্রেন যথার্থ বলেছেন যে বর্তমান যুগে মিডিয়াই প্রকাশ্য এলাকার ভাষা হয়েছে এবং তার প্রভাব আমাদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার মধ্যে পড়েছে। (Dahlgren 2007; 2908).

Dimension of Interaction (মিথস্ক্রিয়াগতদিক) : হেবারমাসের মতে জনগণ মিথক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। যে সব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বাড়িতে বসে মিডিয়া ভোগ করেন তারা প্রকাশ্য এলাকার সদস্য নয়। প্রকাশ্য এলাকার মিথস্ক্রিয়াগত দিক আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্র মানুষের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ যে সব নাগরিক নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করেন। (Dahlgren 2007:2908)

সমালোচনা :

কিন্তু আমি হাবেরমাসের উপরে উল্লেখিত বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। বাড়িতে বসেও আমি বেতার ও দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে দূরভাষ মারফ্যৎ আমার মতামত জানাতে পারি। সংবাদসূত্রে 'সম্পাদক সমীপেষু' কালামে আমার বক্তব্য পাঠাতে পারি। সর্বোপরি আন্তর্জালে পরিবেশন করা টাটকা সংবাদের উপর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি এবং জানাই। এইভাবে বাড়িতে বসে থাকা নাগরিক প্রকাশ্য এলাকায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেত পারে। আন্তর্জাল ও দূরদর্শনের কল্যাণে শুধুমাত্র মিটিং মিছিল না করেও মানুষ গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

হাবেরমাসের তত্ত্বের সমালোচনা : Public Sphere (প্রকাশ্য এলাকা) তত্ত্বের দেলান্তি কতগুলি সমালোচনার উল্লেখ করেন। সমালোচনা হয়েছে। প্রথমতঃ হাবের মাস একটা ঐতিহাসিক আদর্শরুপ সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ করেন কিছু সমালোচক। তাঁর মনে করেন যে প্রকাশ্য এলাকার এক নয় একাধিক ঐতিহাসিক মডেল রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য -প্রকাশ্য এলাকা তো রাষ্ট্র(State) র ফলে প্রকাশ্য এলাকা মুক্ত যোগাযোগের অঞ্চল হিসাবে তাকে ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য অঞ্চলের আলোচনার বিপরতীত প্রকাশ্য অঞ্চল (Counter Public Sphere) বিকল্প প্রকাশ্য অঞ্চলের ধারণা থাকা উচিত। যেমন Negt ও Khiges Proletarian public sphere'' এর কথা বলেন।

তৃতীয়ত: হাবেরমাসের public sphere তত্ত্ব অতিমাত্রায় ইউরোপ কেন্দ্রিক বা Eurocentric। কিন্তু প্রাচ্যেও প্রকাশ্য এলাকা বা প্রকাশ্য অঞ্চল থাকতে পারে। এখানে পাশ্চাত্যের জ্ঞানদীপ্তির ধারণা কাজে লাগে না।

চতুর্থত ঃ প্রকাশ্য অঞ্চল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে থাকবে কেন? Kogler মনে করেন যে Public Sphere একটা বিশ্বজনীন প্রকাশ্য অঞ্চল (cosmopolitan) হতে পারে। (Delanty 2007: 3722)

পঞ্চমত: ডালগ্রেণ মনে করেন যে public sphere ধারণাটি পরিস্কার নয়। ''There is ambiguity with the concept : it is not clear whether what Habermas describes is the empirical reality of a historical situation, or whether he is fundamentally prescribing a normative vision.'' (Dahlgren 2017: 2908) তাঁর মতে অনেক পাঠকই এটা কে একাধারে বাস্তব পরিস্থিতি ও নীতিগত দর্শন বলে মনে করেন। ডালগ্রেণ এবং ডেলান্তি দুজনেই মনে করেন যে প্রকাশ্য অঞ্চল হল একটা বিশেষ অঞ্চল নয় -বহু অঞ্চল। (Dahlgren 2007; Delanty 2007)

''The public sphere is the space of debates and the ongoing contestation of power.''(Delanty 2007: 3722)

আন্তর্জাল ও প্রকাশ্য অঞ্চল

(MEDIA & THE PUBLIC SPHERE : CASE OF INTERNET)

প্রকাশ্য অঞ্চলে গণমাধ্যম একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কি সেই ভূমিকা? আন্তর্জালের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে গবেষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে প্রকাশ্য অঞ্চলের ভূমিকা নিয়ে। Margolis Resnick মনে করেন যে প্রকাশ্য অঞ্চলে আন্তর্জালের ভূমিকা নগণ্য। কিন্তু অন্যরা প্রকাশ্য অঞ্চলে আন্তর্জালের ভূমিকা রয়েছে। অনেকে আন্তর্জালের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে। ২০১২ সালে ঝাড়খন্ডের রাজধানী, রাঁচিতে, পোস্টারের মাধ্যমে জিনস পরা মেয়েদের উপর অ্যাসিড হামলার হুমকি দেওয়া হয় (Mishra 2012)। এর প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের একজন ভদ্রমহিলা আন্তর্জালে একটি আন্দোলন শুরু করেন। একটি online petition ''Book Jharkhand Mukti Sangh for threatening women'' মাধ্যমে তিনি আবেদন করেন। পূজা তানেজা দুস্কৃতিদের ধরার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানান। I am calling on IG Ranchi to order a proper investigation into the issue, look into who is behind the posters and arrest them for threatening citizens and inciting violence'', তাঁর www. change.org-এর মাধ্যমে করা এই আবেদন ৩৫৩৫ জন সই দেন। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬:৩২)

আন্তর্জাল রাজনীতির রুপ বদলেছে। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় ঃ ''Politics becomes not only an instrumental activity for achieving specific goals but also an expressive activity, away of asserting, within the public sphere, group values, ideals and belongings.'' (Dahlgren 2007:2910) প্রকাশ্য অঞ্চলের (Public Sphere) তত্ত্বে খুব প্রভাবশালী তত্ত্ব। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ডালগ্রেন প্রশ্ন করেন, কেন মানুষ প্রকাশ্য অঞ্চলে অংশগ্রহণ করে? তিনি প্রকাশ্য অঞ্চলের তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যভিত্তিক গবেষণার সাযুজ্য আনার পক্ষপাতি। (Dahlgren 2007:2910) নারীবাদীরা হাবেরমাস কে সমালোচনা করে বলেন যে লিঙ্গ ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের তিনি আলোচনা করেন নি। তাঁর **The Theory of Communicative Action** গ্রন্থে হাবেরমাস লিঙ্গ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। ন্যান্সি ফ্রেজার যেমন বলেন যে হাবেরমাস নাগরিকত্বকে একটি লিঙ্গ পক্ষপাতহীন বলেছেন একটি (gender neutral) পরিভাষা হিসাবে তিনি দেখেছেন। অথচ নাগরিকত্ব পুরুষদেরকে সুবিধা দিয়েছে (Giddens 2006:119)। হাবেরমাসের প্রকাশ্য অঞ্চলের তত্ত্ব এবং গণতন্ত্রের তত্ত্ব এইকারণে নারীবাদীদের লেখনীতে সমালোচিত হয়েছে।

৩.৪.২ John Thompson: The Media & Modern Society

দ্বিতীয় যে তত্ত্ব আমরা আলোচনা করব তা হল জন থমসনের। তিনি হাবেরমাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গণমাধ্যম এবং শিল্প সমাজের বিবর্তনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। মিডিয়া সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা **The Media** and **Modernity** গ্রন্থে পাওয়া যায় (Thompson 1995, 1995a)। থমসনের মতে আধুনিক সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে গণমাধ্যমের একটা মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন যে সমাজতত্ত্বের মূল জনক, মার্কস,

(Marx) হেব্বর (Weber) এবং দুর্খ্যাঁ (Durkheim) সমাজ গড়ার ব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে উপেক্ষা করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্প্রদায় (Frankfurt School) সম্পর্কে তাঁর মত হল যে সাংস্কৃতিক শিল্প সম্পর্কে তাঁদের অতিমাত্রায় নস্তারতক মত রয়েছে। আধুনিক গণমাধ্যমে সমাজ সমালোচনামূলক চিন্তা পাওয়া যায়। তারা এমন অনেক তথ্য দেয় যা আগে আমরা পেতাম না। হাবেরমাসকে সমালোচনা করে থমসন বলেন যে হাবেরমাস সমাজের সদস্যদের গণমাধ্যমের বার্তার অক্রিয় ভোক্তা হিসাবে গণ্য করেন।

তিন ধরনের মিথাস্ক্রিয়া। থমসনের মিডিয়া তত্ত্বে তিন ধরনের মিথাস্ক্রিয়ার কথা বলা আছে। প্রথমতঃ মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ায় (face to face interaction) যেমন কোন নেমন্তন্ন বাড়িতে পরিচিতদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে তারা কিছু কিছু ইঙ্গিতের মাধ্যমে অপরপক্ষে কি বলতে চাইছে তা বুঝতে চাইছে। দ্বিতীয়তঃ মাধ্যমজনিত মিথস্ক্রিয়া (mediated interaction) গণমাধ্যমের প্রযুক্তিকে ব্যবহরা করে হয়। যেমন বৈদ্যুতিন পত্র (email) । এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা একে অপরের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারছি স্থান কাল না মেনে। তবে মুখমুখি কথা না হয়ে দূরভাষের মাধ্যমে যদি কথা হয় তা হলে বক্তাদের বোঝার উপায় নেই অপরপক্ষ কি বলতে চাইছে বা ভাবছে।

তৃতীয় ধরণের মিথস্ক্রিয়া হল গণ মাধ্যমজনিত আপাতদৃশ্যমান মিথস্ক্রিয়া (mediated quasi interaction)। এই ধরনের মিথস্ক্রিয়া স্থান ও কালভিত্তিক হলেও ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয় না। সেজন্য এটিকে আপাতদৃশ্যমান মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। আগের দুধরণের মিথস্ক্রিয়া কথোপোকথন ভিত্তিক বা dialogical। তৃতীয়ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় একজনের কথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে -অর্থাৎ তা monological। (যেমন একটি দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে একদিক থেকে বার্তা দেওয়া হয়। দর্শকরা এই অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে পারে বা তাদের আচরণও বদলাতে পারে। কিন্তু টেলিভিষন যন্ত্র তাদের কোন উত্তর দেয় না। সাম্প্রতিককালে কিন্তু দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের সৃষ্টারা এই অনুষ্ঠান গুলিকে সাধারণ দর্শকের অংশগ্রহণ উপযোগি করার করবার চেষ্টা করছেন। যেমন অনেক সময় বিখ্যাত মানুষের সাক্ষাৎকার বা কোন একটি বিষয়ে আলোচনার সময় দর্শকদের ফোন করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সঞ্চালক দর্শকের কথা উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং তাঁরা সে সব প্রশ্ন, অনুরোধ বা মতামতের উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান monologue থেকে dialogue এ পরিণত হচ্ছে।

থমসন তাঁর তত্ত্বে দেখান যে এই তিন ধরনের মিথস্ক্রিয়া -অর্থাৎ মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া (face-to-face interaction), মাধ্যমভিত্তিক মিথস্ক্রিয়া (mediated interaction) এবং আপাত দৃশ্যমান মিথস্ক্রিয়া (mediated quasi interaction)-সমাজে রয়েছে এবং আমাদের সমাজ জীবনে তিন ধরনের মিথস্ক্রিয়ার মিশ্রণ রয়েছে। থমসনের মতে গণমাধ্যম আমাদের ব্যক্তিগত এবং প্রকাশ্য জীবেনর মধ্যে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। মিডিয়ার প্রভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের থেকে প্রকাশ্য জীবনে অনেক বেশিমাত্রায় প্রভাব ফেলছে। এবং তার ফলে অনেক সময় নানারকম বিতর্ক দানা বাধে। (Giddens 2006 : 602-609)।

৩.৪.৩ গণমাধ্যম ও সমাজ : কিছু তাত্ত্বিক মন্তব্য

আমরা এই ইউনিটে গণমাধ্যম ও সমাজ নিয়ে দুটো তত্ত্ব আলোচনা করলাম। এগুলি হল হাবেরমাসের প্রকাশ্য অঞ্চল (Public Sphere) তত্ত্ব এবং জন থমসনের গণমাধ্যম ও আধুনিক সমাজ নিয়ে তত্ত্ব। এই দুটি হল মধ্যমপর্যায়ের তত্ত্ব (theories of the middle range)। মার্টনের মতে মধ্যম পর্যায়ের তত্ত্ব সীমিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তত্ত্বের ব্যবধানকে নস্যাৎ করে। এবং একটি বিষয়ে আমাদের কতটা অজানা তাও জানিয়ে দেয় (Merton 1981)। আর একটি মধ্যমপর্যায়ের তত্ত্ব হল বুদ্রিলাদের তত্ত্ব।

৩.৪.৪ বুদ্রিলার্ড (Baudrillard)

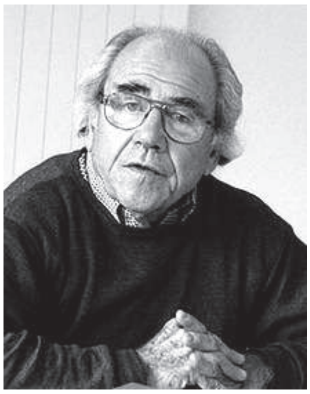

চিত্র-৩ : জাঁ বুদ্রিলার্দ

হাবেরমাস ও থমসনের তত্ত্ব ছাড়াও আরেকজন খুব প্রভাবশালী তাত্ত্বিক হলেন জন বুদ্রিলার্ড (John Baudrillard)। তাঁর মতে গণমাধ্যম একটা নতুন ধরণের বাস্তব সৃষ্টি করে থাকে উনি বলেন hyperreality। তাঁর তত্ত্ব **Sumulacres et Simulation 1981)** গ্রন্থে পাওয়া যায় (Baudrillard 1994)। মানুষের আচরণ ও মিডিয়ার প্রচারিত ছবি ও ভিডিওর ফলে এই বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। (Giddens 2006:601-602) পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে মিডিয়া সম্পর্কে এই তত্ত্বগুলি গণমাধ্যমকে বিশ্লেষণ করার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। মনে রাখার দরকার যে তত্ত্ব হল বাস্তবকে ব্যাখ্যা করবার একটা পদ্ধতি। কিন্তু তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে।

অনুশীলনী ৭

১। 'প্রকাশ্য অঞ্চল' কাকে বলে? হাবেরমাসের প্রকাশ্য অঞ্চল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করো। (১০)

২। থমসন মিডিয়া ও সমাজের মধ্যে কি সম্পর্ক দেখেছেন তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর? (১০)

৩। তত্ত্ব কি? তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? (১০)

৩.৪.৫ মিডিয়া ঃ সমাজে তার ভূমিকা

শেষ করবার আগে মিডিয়া কিভাবে সমাজের তাঁর ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে আলোচনা করব।

মিডিয়ার আদি সংস্করণ, সংবাদপত্র সম্পর্কে বার্ক বলেছিলেন যে এরা হল Fourth Estate। এদের উদ্দেশ্য হল সরকারকে সমালোচনা করা এবং মানুষকে নিজেদের অধিকার, বিশেষ করে বাক্স্বাধীনতার অধিকার, সম্পর্কে সচেতন করা। আজ গণমাধ্যম বহুমাত্রিক। শুধুমাত্র তার পরিধি ছাপার অক্ষরে সীমিত নয়। রেডিও, টেলিভিষণ এবং ইন্টারনেট সমাজ মিডিয়ার প্রভাব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মিডিয়ার সামাজিক দায়িত্ব বেড়েছে। কিন্তু তারা এই

দায়িত্ব কতটা পালন করছে? টেলিভিশন (দূরদর্শন) টেলিভিশনের কথা ধরা যাক। এককালে ভারতে তা মূলতঃ শিক্ষারমাধ্যম ছিল। ১৯৭৫ সালে Satellite Instructional Television Experiment দারুণ সাফল্য পায়। কিন্তু বর্তমানে দূরদর্শনের শিক্ষামূলক দিকটা অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে। তার বদলে এসেছে বিনোদন ভিত্তিক reality show বা game show (যেমন Indian Idol) এবং নানারকমের ধারাবাহিক কাহিনীচিত্র। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে "ভূত, প্রেত, ডাইনি, অশরীরী আত্মার এক অদভূত ককটেল দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে" (চক্রবর্তী, ১৪২৩: ২৪০)। এই ধরনের কুসংস্কারমূলক ধারাবাহিক আগেও হয়েছে। যেমন আশির দর্শকে সরকারি পৃষ্ঠপোষক'তায় "দূরদর্শন" কেন্দ্র থেকে "**হোনি আনহোনি**" র সম্প্রচার হয়। ইদানিনকালে শুধু টি আর পির জন্য মানুষকে কুসংস্কারচ্ছন্ন করতে পিছপা হচ্ছে না টিভি প্রভিউসাররা। শ্রাবন্তী চক্রবর্তী যথার্থ বলেছেনঃ "ভূত-প্রেত-আত্মার জগৎ দেখিয়ে মানুষকে কদিন ভুলিয়ে রাখা যায় সেটা দেখার বিষয়। তবে একথা ঠিক যে টি আর পি যতদিন উঠছে, ততদিন এই ধারাবাকিগুলো যে তরতর করে এগিয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।" (চক্রবর্তী, ১৪২৩ : ২৪১)। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ ! একদিকে ভারত চাঁদে 'চন্দ্রযান' পাঠিয়ে জল আবিস্কার করেছে, মঙ্গলগ্রহে 'মঙ্গলযান" পাঠানো এবং মঙ্গলের কক্ষপথে MOM কে সফলভাবে স্থাপন করেছে। অদূরভবিষথ্যতে রেকর্ডপরিমান উপগ্রহ পাঠাতে চলেছে ISRO (Laxman 2016) (First post 2019) অথচ বিজ্ঞানেরই দান, টেলিভিশনকে আজ কুসংস্কার প্রচারের যন্ত্র হয়ে উঠেছে!

কিন্তু এই কুসংস্কার প্রচার প্রতিরোধ দায় কার? একটি সাক্ষাৎকারে প্রখ্যাত অভিনেত্রী, শাবানা আজমি, যথার্থ বলেছেন, যে একা টেলিভিষনকে কুসংস্কার প্রচারের জন্য দায়ি করা যায় না। "এরা সমাজ পাল্টাতে নয়, ব্যবসা করতে বসেছেন।" (দত্তামিত্র ২০১৬:১) তিনি বলেন ''দর্শককেও কোনটা দেখব আর কোনটা দেখব না। বুঝতে হবে।" (দত্তামিত্র ২০১৬:২)

মিডিয়ার যুদ্ধংদেহি মনোভাব। সম্প্রতি ভারতীয় মিডিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে অনেকে চিন্তিত। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের রণং দেহি ভাব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নজর কেড়েছে। পাঠানকোট ও উড়িতে সেনাছাউনির উপর পাকিস্থান থেকে আসা উগ্রপন্থীদের হানা এবং তার পর ভারতের বদলা (surgical strike) ভারত -পাক সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভারত এবং পাকিস্তানের নেতৃবর্গ একে অপরকে হুমকি দিচ্ছে। এরকম উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম একটি যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। 'India Today গোষ্ঠীর প্রাক্তন উপ-প্রধান, শেখরগুপ্ত, যথার্থ বলেন—"Journalists have come to see themselves as warriors''. (Safi 2016)। তাঁর মতে বর্তমান গণমাধ্যম দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। গণমাধ্যমের এক অংশ যুদ্ধে যেতে চায়। অন্য অংশ মোদিকে বিশ্বাস করে না এবং যুদ্ধের বিরোধী। এই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব সামাজিক গণমাধ্যম (Social media) যেমন Facebook, Twitter এও রয়েছে। কিন্তু মিডিয়ার আগ্রাসনিক ভূমিকা জনহিতকর কি?

সাম্প্রতিককালের বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখব যে যুদ্ধ শুরু করা সহজ, থামানো অত সহজ নয়। যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, জর্জ বুশ, আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ করেন, মার্কিন গণমাধ্যম তারপক্ষে জনমত তৈরি করে। আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়াতে পাশচাত্যদেশগুলি মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু করেছিল সে যুদ্ধ আজও থামে নাই বরং তা আরো ভয়াবহ রুপ নিয়েছে। মিডিয়াতে নিয়মিত প্রকাশিত

প্রতিবেদনের ফলে আমরা জানতে পারছি পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ কিভাবে চলছে। সিনেমার মাধ্যমে **(The Dark Wind, Kingdom of Ants)** ইসলামিক রাষ্ট্রের শাসনের বীভৎস রুপ আমরা জানতে পারছি। তাই মিডিয়ার দায়িত্ব হল যুদ্বের বিরুদ্বে প্রচার করা।

সামাজিক মাধ্যম

সামাজিক মাধ্যম (Facebook, Twitter) ব্যবহার সম্পর্কে নেট নাগরিকদের সাবধান হওয়া উচিত। অভিযোগ করা হয় যে সালাফি প্রবর্তক জাকির নায়েকতার ইসলামের টেলিভিশন এবং ইউটিউব Facebook ব্যবহার করে তরুণ-মুসলিম প্রজন্মকে প্রভাবিত করছে। অন্যধর্মের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখার বদলে নায়েক ও তার সাঙ্গপোঙ্গরা মুসলিমদের অন্য ধর্মের, এমন কি ইসলামিক ধর্মের অন্য গোষ্ঠীর মেলামেশা করতে নিষেধ করছে। এই ইসলামিক মৌলবাদ অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং সামাজিক সংহতির পরিপন্থী (Raman 2016)।

জাকির নায়েকের প্রভাবে মুসলিম যুবসমাজ বিপথগামি। বাংলাদেশে এর ভয়ঙ্কর পরিণতি আমরা দেখেছি (Mollah 2009)। অগাস্ট ২০১৯ সালে জাকির নায়েকের বক্তৃতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে মালায়েশিয়া। এর কারণ তিনজন মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে হিন্দু বিদ্বেষী মন্তব্য করে জাকির নায়েক মালায়েশিয়ার জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। (একদিন, ২০১৯ : ৯) । শাবানা আজমী দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারে দর্শকের সচেতনতার কথা বলেছেন। সামাজিক মাধ্যমের ক্ষেত্রেও তাঁর কথা খাটে।

৩.৪.৬ মিডিয়ার সামাজিক ভূমিকা

এই অংশ শেষ করবার আগে মিডিয়ার সামাজিক ভূমিকা আর একবার ফিরে দেখা যাক। মিডিয়ার সামাজিক ভূমিকাকে আমরা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক থেকে দেখতে পারি। ইতিবাচক দিক প্রথমে আলোচনা করি। আমরা লক্ষ্য করি যে গণমাধ্যমের আবির্ভাব হয়েছিল মধ্যযুগের শেষের দিকে। সংবাদপত্র প্রকাশ্য অঞ্চলের (Public Sphere) মুখপাত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে সরকারের কাজের পর্যালোচনা, ও সমালোচনা হত।

কর্পোরেট দুনিয়া ও গণমাধ্যম।

একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং চালু রাখা যুব সহজ কাজ নয়। তাঁর আত্মজীবনী, **The Unknown Nair** এ, প্রবীন সাংবাদিক, M.K.B. Nair লিখেছেন যে তৎকালীন **The Free Press Journal** এর কিছু কর্মচারী এক সময় **Newsday** শিরনামে নতুন একটি সংবাদপত্র খোলেন। কিন্তু মূলতঃ আর্থিক কারেন পত্রিকাটি আঠারো মাসের বেশি চলেনি(Nair 2015:148)। এই কারনে এখন বেশিরভাগ সংবাদপত্র কর্পোরেট জগত চালায়। যেমন **The Times of India** চালায় Bennett & Coleman Ltd, **আনন্দবাজার পত্রিকা** ও **The Telegraph** চালায়

ABP Pvt. Ltd। এই কারণে জনমত কতটা সত:স্ফূর্তভাবে এইসব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। এই কারণে হাবেরমাস প্রকাশ্য এলাকার অবনতির কথা বলেন। যেমন দেখছি কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিক গণমাধ্যম বলছে শ্রমিক ইউনিয়নের খবর তারা দিতে চায়। কিন্তু তাদের আয়টা তারা আগে নিশ্চিত করতে চায়।

তবুও গণমাধ্যমের মাধ্যমেই জনমত গড়া হয়। যেকোন বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম মানুষকে সচেতন করবার চেষ্টা করে। যেমন **The Times of India** তে ২০১৬ সালে দুদিন ধরে জীববৈচিত্রের সঙ্কট নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে (Time News Network 2016 : 1812 ; The Times of India 2016:14)। এইসব থেকে আমাদের মনে হয় যে পরিবেশ সচেতনতার ব্যাপারে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে (কর, ২০১৫)।

মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে বলি। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটে অনেক কিছু থাকে যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, মানুষের মননের পক্ষে ক্ষতিকর। শুধুমাত্র TRP বাড়ানোর জন্য মানুষের মনের মধ্যে নানা রকম কুসংস্কার ঢোকাচ্ছে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া। এবং তারা শিশুদেরকেও রেহাই দিচ্ছে না। যেমন **'নাগিন'** সিরিয়ালের নায়ক, ঋত্বিক, অর্থাৎ অর্জুন বিজলানি, বেশ গর্ব করে বলেছেন ''কত বাচ্চার সঙ্গে দেখা হলে বলেছে যে, ঋত্বিক ভাইয়া, তোমার বউ তো সাপ!'' (দ্র: (চক্রবর্তী ১৪২৩) কিন্তু সাধারণ দর্শক মিডিয়ার কুসংস্কার প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। ২০১৬ তে মিডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে ১৮৫০টি এসেছে তার সিংহভাগ (১২৩০টি অভিযোগ) কুসংস্কার প্রচারের বিরুদ্ধে। সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। **Broadcast Complaints Council** সক্রিয় হতে চলেছে। অন্যদিকে উগ্রজাতীয়তাবাদ আজ আমাদের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে গ্রাস করেছে। মিডিয়ার এই যুদ্ধং দেহি মনোভাবও দর্শক টানার অন্যতম কৌশল। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে দ্রুত অবনতি হওয়ার ফলে দুদেশে উগ্রজাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা শান্তির কথা বলছেন মিডিয়াতে তারা বিশেষ পাত্তা পাচ্ছেন না। কাশ্মীরের প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী, মহবুবা সুফতি ২০১৬ তে 'শের ই কাশ্মীর পুলিশ আকাদেমি' তে বক্তৃতা করবার সময় বলেন যে যুদ্ধ কোন সমাধান নয়। পাকিস্তানের উচিত সীমান্তে গোলাবর্ষণ না করে ভারতের সঙ্গে কথা বলা। (Khajurai 2016:13) এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরকে **The Times of India** পত্রিকা প্রথম পাতায় না দিয়ে কেন ১৩ নম্বর পাতায় ছাপল?

৩.৪.৭ চাই মিডিয়া সম্পর্কে শিক্ষা

বর্তমান সমাজে আমরা দেখলাম যে গণ মাধ্যমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। সমাজের মানুষকে গণমাধ্যম বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে এবং জনমত গড়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এটি তার ইতিবাচক ভূমিকা। কিন্তু অনেক সময়, বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিডিয়াভুল খবর ছাপায়। বিকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাল্টানো ছবি ছাপায় যা সামাজিক অসন্তোষের কারণ হয়। (Goldberg 2004) তাই মিডিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে গেলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ চাই। বিদ্যালয় স্তর থেকে এই শিক্ষা চালু করা উচিত, কারন খুব কম বয়সে শিশুরা মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন একটা অসুস্থ মানসিকতা তৈরি করছে। তাদের শেখানো হচ্ছে ''Don't be santoost'' (বন্দ্যোপাধ্যায় ,২০১৩:২৯-২৭)। বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য

বিক্রি করবার জন্য বিজ্ঞাপন দাতারা ছোটদের কাজ লাগাচ্ছে। তাদের মধ্যে ভোগবাদী মানসিকতা ঢোকাচ্ছে যা অস্বাস্থ্যকরা। তাই স্কুল স্তর থেকে মিডিয়া সম্পর্কে শিক্ষা চালু করা উচিত।

৩.৪.৮ : উপসংহার ঃ সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে ধর্ম ও গণমাধ্যমের ভূমিকা

বর্তমান মডিউলে আমরা দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করলাম ; প্রথমটি হল ধর্ম, দ্বিতীয়টি গণমাধ্যম। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল কতগুলি আচরণের সমষ্টি। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ। কিন্তু তা কখনো স্থিতিশীল বা কঠিন কাঠামো নয়। বরং সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এখন পরিবর্তনশীল আচরণের সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়, যা মূলতঃ স্থিতিশীল মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়া (Scott & Marshall, 2009: 358)।

সমাজ গড়ায় ধর্মের ভূমিকা

সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠান ধর্ম ও গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্মের কতগুলি ইতিবাচক ক্রিয়া রয়েছে যা সমাজ গড়তে সাহায্য করে। ধর্মসম্পর্কে দুর্খ্যাঁর তত্ত্ব আলোচনা করতে দেখে হ্যারি অ্যালপার্ট ধর্মের চারটে সামাজিক ক্রিয়ার কথা বলেন-শৃঙ্খলা, সুসঙ্গতিপূর্ণ ক্রিয়া, জীবন সঞ্চারক ক্রিয়া এবং আনন্দদায়ক ক্রিয়া। প্রথমতঃ ধর্মীয় আচরণ মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় আচরণ মানুষকে সমাজের মানুষের মধ্যে সুসঙ্গতিপূর্ণভাবে থাকতে শেখায়। অর্থাৎ ধর্মীয় মতাদর্শ একই ধর্মের মানুষকে এক সঙ্গে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। তৃতীয়তঃ ধর্মীয় উৎসবের একটা জীবনসঞ্চারক দিক আছে। সাধারণত: দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নিজ নিজ কাজ বা নিজ নিজ সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ধর্মীয় উৎসবে সবাই একত্র হয়ে সামাজিক জীবনকে নতুনভাবে গড়ে। এটি হল ধর্মের সঞ্চারক ক্রিয়া। চতুর্থত: ধর্মীয় উৎসব মানুষকে আনন্দ দেয়। কোন ধর্মীয় উৎসব শুধুমাত্র পুজোপাট বা প্রার্থনাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠান সেখানে হয়। এইভাবে ধর্ম সমাজ গড়ে। (Banerjee 2013:162-163)।

এখানে আমরা দেখলাম যে ধর্ম আমাদের কে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখায়। যূথবদ্ধভাবে মানুষ যখন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তখন মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভাব জন্মায়। এবং তা সামাজিক সংহতির পক্ষে ইতিবাচক ক্রিয়া হিসাবে দেখিয়েছেন এমিল দুর্খ্যা। (Banerjee 2002, 2013)

গণমাধ্যম ও তথ্য আদান-প্রদান।

গণমাধ্যমের মূল সামাজিক ক্রিয়া হল মানুষের মধ্যে সমাজ, সংস্কৃতি রাজনীতি, পরিবেশ, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রকাশ্য অঞ্চল তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন মানুষ সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে নিজের মতামত দিতে আগ্রহী হয়। বর্তমান যুগে গণমাধ্যম এই আলোচনার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে সংবাদপত্রের পাতায়, টেলিভিশন স্টুডিওতে, অথবা আর্ন্তজাল কেন্দ্রিক সামাজিক মাধ্যমে (Facebook'। 'Twitter, 'What's App', You Tube, Linked In, ইত্যাদি)। ভিলেনিয়াম যথার্থ বলেছেন যে গণমাধ্যম বহু মানুষকে তথ্য আদান প্রদান করতে সাহায্য করে।

Mass communication serves millions of people who seek information on a variety of topics, Since it is global and capable of reaching any message to any part of the earth within minutes, if not seconds, the message, are sometimes of general appeal. (Vilanilam 2003:x)

গণমাধ্যম সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে

কিন্তু শুধু তথ্যের আদান প্রদান দিয়ে গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা বোঝা যাবে না। বর্তমান যুগে গণমাধ্যমই মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। এই একবিংশ শতকেও গণমাধ্যম গণতন্ত্রের অতীন্দ্রপ্রহরী হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন প্রশাসন বা পুলিশ দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনসমক্ষে গণমাধ্যম আনে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, আইন, অপরাধ, পরিবেশ—গণমাধ্যম হরেক রকম বিষয়ে সমাজের মানুষের চেতনাকে জাগরিত করে। এটাই গণমাধ্যমের মূল ভূমিকা।

বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম

কিন্তু তথ্য আদান প্রদানের ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে অনেক ফারাক। কিছু বৃহৎসংবাদ সংস্থা, যেমন Reuters, CNN, যারা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় অবস্থিত, তারা বেশিরভাগ তথ্য কুক্ষিগত করে রাখছে। ফলে বিশ্বায়নের যুগে দেশগুলি তথ্য সমৃদ্ধ (information rich) ও তথ্য দরিদ্র (information poor) দেশে ভাগ হয়ে গেছে। (Das 2009)।

গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত

সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনা গণমাধ্যমের একটি মূল কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে গণমাধ্যম বার বার রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমরা আগে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস পড়েছি। সেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা আজও অব্যাহত। NDTV র বিরুদ্ধে ভারত সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা এই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার নবতম সংযোজন। কিন্তু বর্তমানে গণমাধ্যম খুব ক্ষমতাশালী। সরকারের এই দমনমূলক নীতি সমাজে সমালোচনার ঝড় তোলে এবং ভারত সরকার এই নীতিকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। (Dhavam 2016:7; Dhavan 2016:a; Times News Network 2016(a) p. 1) অগাস্ট ২০১৯ সালে ভারত সরকার গণমাধ্যমের উপর একটি বড় আঘাত হানে। জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার কড়া সামরিক শাসন জারি করে। সব রকম গণমাধ্যম (সংবাদ পত্র, দূরদর্শন, আন্তর্জাল ও আন্তর্জাল ভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমকে) নিষিদ্ধ করে সরকার। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে অবিলম্বে কাশ্মীরীদের বাক্‌স্বাধীনতা দেওয়া ও তথ্যের আদানপ্রদানে বিধিনিষেধ তুলে দেবার জন্য সওয়াল করেন (First post 2019)।

শেষ করবার আগে বলি যে ধর্ম এবং গণমাধ্যম, দুই প্রতিষ্ঠানই সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এদের সামাজিক ভূমিকা সমাজতত্ত্বের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। সমাজতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তকে (Giddens 2006;Giddens & Sutton, 2013, কর, ২০০১) তাই এই দুই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে যথার্থভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী ৮

১। সমাজ গড়বার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করো।

২। গণমাধ্যম সমাজ কী ভূমিকা পালন করে? মিডিয়া সম্পর্কে শিক্ষা কেন প্রয়োজন?

❑ সহায়ক রচনা

ENGLISH BIBLIOGRAPHY

Alt, Franz 2015 "The Dalai Lama : Ethics is more important than religion" *Readers Digest* New Delhi vol. 56. No. 7 July.

Banerjee, Anirban 2002 "Emile Durkreim's Sociologie Religieuse" in *Socialist Perspective*, Vol. 30. No, 1842, June-September.

Banerjee, Anirban 2013 *Explorations in Sociology*, Burdwan, The University of Burdwan.

Bandyopadhyay, Sekhar 2009 *From Plassey to Partition: A History of Modern India,* Hyderabad, Orient Longman Private Limited.

Basu, Partha Pratim 2014 "Religious cleavage, Politics, and Communalism in India", in Rakhahari Chatterjee ed. *Politics in India: The State-Society Interface*, 3rd Edition, Kolkata, Levant Books.

BBC, 2005 "Gujarat riot death toll revealed", http :// news, bbc, so.uk/hi/South. asia) 4536199, stm. Downloaded on 2/12/2016.

Baudrillard Jean (1994) *Simulacra & Simulation* Trans. Sheila Faria Glaser University of Michigan Press, Michigan.

Chandra, Bipan 2014 "Communalism as False Consciousness" in Sudipta Kaviraj ed. *Politics in India*, Fifteenth Impression, New Delhi, Oxford University Press.

Dahlgren, Peter, 2007 "Media and the Public Sphere" in George Ritzer ed. *The Blackwell Encyclopaedia of Sociology*, Vol.VI, Malden, Oxford, Victoria, Blackwell Publishing

Das, Rajesn 2009, "Imblance in news flow in globalised word" In *The Burdwan Journal of Political Science" Vol. II.*

Deccan Herald, 2011, "Religion is big business in India: Study" 24th March, *www.*

deccanherald. com updated 2016. Downloaded 1.July 2016.

Dhavan, Himangshu 2016 ''Govt's blackout of 2 TV newschannels dangerous for democracy'' in *The Times of India*, Kolkata, November 7.

Dhavan, Himangshu 2016a ''Foreign journos speak out against Govt. order say warning to NDTV Should have been enough Report in *The Times of India*, Kolkata, November 8.

Divan, Madravi Goradia 2016 *Facets of Media Law*, Lucknow, Eastern Book Company.

Dua, Arti, 2016 ''Ghee Whiz!'' is *Graphiti; The Telegraph Magazine*, Calcutta, 19th June.

Dutta, Sumi Sukanta 2016 ''Witches and Ghosts on TV? Viewers want a break'' in *The Telegraph*, Calcutta, September 4.

Emerson, Tisha L.N. & Joseph McKinny 2016 ''Importance of Religious beliefs to Ethical Attitudes in Business'' in *Journal of Religion and Business Ethics*, Vol. 1. issue 2.

Emirbayer, Mustafa 2006 *Emile Durkheim: Sociologist of Modernity*, Malder, Oxford, Victoria, Blackwell Publishing.

First post 2019 ''UN human rights experts urge India to end blackout in Kashmir Valley, call it 'collective punishment' forentire J&K,'' August 23, 2019. (www first post.com, Accessed on 24.8.19).

Giddens, Anthony 2006 *Sociology* (With the assistance of Simon Griffiths), Cambridge, Polity Press.

Giddens, Anthony & Philip G. Sutton 2013 *Sociology* 7th Edition, Indian reprint, New Delhi, Wiley India.

Goldberg, Vicky 2004 Seeing isn't believing'', *Reader's Digest*, Mumbai Vol.No 5. No. 990 October.

Goswami, Satyabrata Ray 2016 ''Udta Punjab flies high over 'Granny', Report in *The Telegraph*, Calcutta, 14 June.

Grim, Brian, J.Greg Clark and Robert Edward Snyder 2014 ''Is religious freedom good for business? A conceptual and empirical analysis'' *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, Vol. 10.

Habermas, JÜrgen 1991 *The Structural Transformation of the Public Sphere : An In-*

quiry into a category of Bourgeois Society, translated Thomas Burger & Frederick Lawrence, MTT Press, Cambridge, Massachusetts.

Guccione, Darren 2019 "The State of Cybersecurity, 4th July-Today's Top Stories "What is the dark Web? How to access it and what you'll find" CS online. com/article/3249765/ what is-the-dark-web-how-to-access-it-and-what-you-will-find. html Accessed on 3rd October, 2019.

Halpern, Jake 2012 "The Secret of the Temple : the discovery of treasures worth billions of dollars shakes Southern India" Report in *The New Yorker*. Accessed from www. newyorker.com/magazine/2012/04/30 the-secret of the temple. on 10.9. 2016.

Jair, Bharti, 2016 "Govt. Slaps 5 year ban on Naik's NGO IRF : Declares it an unlawful association"–Reported in *The Times of India*, Kolkata, November 16.

Jain, Bharti 2016 a "IRF raids yield 12 L in cash and gold, Naik booked for terror", Report in *The Times of India*, Kolkata, November 20.

Jain, Vedika 2016 "Business management principles of Baba Ramdev", Accessed from http:\\www.your story. http: \\www. your story. com/2016/06/9, business-management principles. bu. on 12. 9. 2016.

Jonson, Harry M. 1986 *Sociology ; A Systematic Introduction*, First Indian Edition, Eleventh Reprint, New Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Bangalors Hyderabad, Ahmedabad, Lucknow, Allied Publishers Private Limited.

Kalberg, Stephen 2005 *Max Weber : Readings/and Commentaries on Modernity*, Malden, Oxford, Victoria, Blackwell Publishers.

Khajuria, Sanjoy 2016 "War no solutions, dialogue the only way forward, Mehbooba Mufti"-Report in *The Times of India*, Kolkata, October 24.

Khan, Deeyah 2016 "Finding my Voice" in *Reader's Digest* New Delhi, May.

Kuzma, Ann, AndrewKuzma, A, John Kuzma 2009 "How Religion has embraced marketing and the implications for business", in *Journal of Management and Marketing Research*, Vol.2.

Maclver, R.M. & Charles H. Page 1961 *Society : An Introductory Analysis*, London, Macmillan & Co Ltd.

Mair, Lucy 1985 *An Introduction to Social Anthropology*, Second Edition, Second impression, Delhi, Oxford University Press.

Majumdar, D.N. & T.N. Madar 1980 *An Introduction to Social Anthropology*, Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Lucknow, New York, Asia Publishing House.

Malony, Dan 2016 "J.C. Bose and the invention of Radio *Hackaday*, January 19, hackaday.cm/2016/01/19–c–bose-and-the-invention-of-radio/Accessed on 2-10-2019

Merton, Robert K. 1981 *Social Theory and Social Structure*, Third Indian Reprint, New Delhi, Bombay, Calcutta, New York, Amerind Publishign Co.

Michand Nicolas 2013 "Protestant Work Ethic : Max Weber" in Robert Areded *1001 Ideas That Changed we think the Way*" with a 'Preface' by Abraham Kaplan, London Cassel.

Mishra, Alok 2012 "Posters warn girls of acid attacks if seen in jeans in Ranchi" Report in *The Times of India*, City, August 8, Retrieved from the times of india. indiatimes.com/city/ ranchi on 10.9.2016.

Mitra, Sounak 2016 "Inside Baba Ramdev's Patanjali Empire" in *Live Mint*, Retrieved from http :\\www.livemintcom/compariesm on 10.9.2016.

Molla, Giyasuddin 2009 "A New Experience of Terrorism: Bangladesh Perspective," *The Burdwan Journal of Political Science*, Vol. II.

Nag, Kingshuk 2009 "Business with Balaji" in *The Economic Times*, October 14.

Nag, Sajal 2013-14 "Ethnography of Wilderness : The Sacred Groves of the Khasi people" in *Vidyasagar Journal of History* Vol.2.

Nair, M.K.B. 2015 "Memoirs of a Veteran Journalist" (Condensed from M.K.B. Nair: *The Unknown Nair) Reader's Digest*, Vol. 56. No. 2.

Narasimbar, T.E. 2016, "Tirupati temple deposits 1,311 kg gold with PNB", *Business Standard*, April 20.

Nisbet, Robert A. 1966 *The Sociological Tradition* New York, Basic Books.

Ogburn, F. & Mayer Nimkoff 1979 *A Handbook of Sociology*, Fifth Edition, Second Indian Reprint, New Delhi, Eurasia Publishing House Private Limited.

Pandey, Gyanendra 2014 " Communalism as Construction " in Sudipta Kaviraj ed. *Politics in India*, Fifteenth impression, New Delhi, Oxford University Press.

Pandey, Kalyani 2016 "Tirumala Tirupati Devasthanam approves budget of Rs 2678 crore for FV 16-17. (Retrieved from http://www.ibtimes. co. in/tirumalatirupati. devasthanam -approves budget-rs 2678 srore -fy.16-17-6651521 on 21.07.2016).

Pickthall Mohammed Marmaduke 1963 *The Meaning of the Glorious Koran*, Tenth printing, New York, Mentor Books.

Pramanik Nimai 2009 "Nature and Trends of Cultural Nationalism in Contemporary India : An analysis of the BJP-RSS Agenda" *The Burdwan Journal of Political Science*, Vol–II.

PTI 2016 "Patanjali ad misleading, denigrate rivals products : Advertising watchdog" in *Hindusthan Times*, July 4 (Retrieved from :

http : // www.hindusthan times. com/business-ness / patanjali-ads – misle ... on 10.9.2016.

Radhakrishna, G.S. (2012) Rs. 800 crore cash in Tirupati– Report in *The Telegraph* Calcutta, March 6.

Raman, Sunil 2016 Social media makes salafi Islam's ideas easily accessible and beyond govt. control." Retrieved from.

http :// www.first post.com on June 28.

Reuters 2016 "Co puts Pak Woman in driver's seat'' *The Times India*, Kolkata, December 8.

Saberwal, Satish 1986 *India : The roots of crisis*, Delhi Oxford University Press.

Safi, Michael 2016 "Blasting and breathless : fears over India's 24 hour news media's march to war"–Report in *The Guardian*, October 24. Retrieved from http : // www.guardian.com on 24.10.2016.

Singh, Rajiv 2015 How Baba Ramdev built a Rs 2000 crore ayurvedic FMCG empire and plans to take on multinational giants'', *The Economic Times*, June 14.

Scott, John & Gordon Marshal 2009 *Oxford Dictionary of Sociology*. Third Edition Revised, Oxford Oxford University Press.

Sonwalker, Prasun 2011 ''Religion is big business in India'' says Cambridge'', Rediff. com news, March 24, Retrieved from http:llwww. rediff. com/news/slide show -1religonis b. on 17.11.2016.

Suddhasttwananda 1991 *Thus Spake the Buddha*, Eleventh Impression, Madras, Ramakrishna Math.

Thompson, John, 1995, *The Media & Modernity*, Cambridge, Polity Press.

Thompson, John B. 1995a *The Media and Modernity : A Social Theory of the Media*, Stanford University Press.

Thompson, Kenneth 1989 *Readings from Emile Durkheim*, London & New York, Routledge.

Timee News Network 2016, ‘‘India could lose half of its wildlife by 2020: Study’’ - Report in *The Times of India*, October 23.

Times NewsNetwork 2016 a Centre Puts NDTV ban on hold ‘‘The Times of India, November.

Times of India (The) 2016 ‘‘Humans have wiped out 58% of wildlife in 42 years’’- Report in *The Times of India*, Kolkata, October 24.

Tripathy, Amrita & Sunalini Mathew 2016 ‘‘What makes us Superstitions?’’ *Readers Digest*, New Delhi, Vol -57. No. 5. May.

Turner, Jonathan 1987 *The Structure of Sociological Theory*, 4th Edition, Indian Edition, Jaipur, Rawat Publications.

Verma, Varuna 2012 ‘‘The Godbusters’’ in *The Telegraph*, Calcutta May 24.

Vilarilam, J.V. 2003 *Growth and Development of Mass Communication in India*, New Delhi, National Book Trust, India.

Yousufazai, Malala & Christina Lamb 2013 *I am Malala*, London, Weidenfeld & Nicholson.

সহায়ক রচনা (বাংলা)

আনন্দবাজার পত্রিকা ২০১৬ “এবার শেয়ারেও সিদ্ধি” নিজস্ব সংবাদদাতা জুলাই ২০।

একদিন, ২০১৯ “নায়েকের বক্তৃতার উপর নিষেধাজ্ঞা মালায়েশিয়ার,” অগস্ট ২১।

এই সময় ২০১৯ : “প্রতিবাদ আজ প্রতিবাদ চারদিকে,” ২০ ডিসেম্বর।

ইসলাম, কাজি নজরুল ১৪০২ **সঞ্চিতা**, ষটচত্বাবিংশ সংস্করণ, কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি।

কর, আনন্দমোহন ২০১৫ “পরিবেশ ও গণমাধ্যম,” **১৬ আনা**, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি।

কর, পরিমলভূষণ ২০০১ **সমাজতত্ত্ব**, সপ্তম সমস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী ১৪২৩ “ছোটপর্দায় ভূত-প্রেত-সাপ”, **১৯-২০ পুজো**। কলকাতা।

চৌধুরী, ইন্দ্রজিত ২০১১ “যে নামেই ডাকো দুগগা, ইনান্না বা আনাত”, কলকাতা, **আনন্দবাজার পত্রিকা**

'উৎসব' সেপ্টেম্বর ২৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৯৮৯ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', **রবীন্দ্ররচনাবলী** (১২) কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ-১৪০০ **সঞ্চয়িতা**, কলকাতা, বিশ্বভারতী।

নাগচৌধুরী ব্রাসন্তীদুলাল ও অমিতাভ রায় " বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, সমাজ"-পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ঃ

মৌলবাদ ও বিজ্ঞান, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা-, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বান ১৯৯৮ " মাকর্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্ম" বর্ধমান, **নতুন চিঠি**, শারদ সংখ্যা, বর্ধমান।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ২০০৪ "দুর্গোৎসব : একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা", **বর্ধমান জাগরণী** বর্ধমান, শারদ সংখ্যা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ, ২০০৯ **সমাজতত্ত্বের পরিভাষা**। কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ২০১৩ **ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগঠনে অভিভাবকের ভূমিকা ও অন্যান প্রবন্ধ** বর্ধমান ছোটদের কথা প্রকাশনী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ২০১৬ "ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বিপন্নতা", **অন্তর্মুখ** পর্ব ৩, সংখ্যা ১ জুলাই সেপ্টেম্বর।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিষ ২০১৫ "জগৎকে তৃপ্ত করার অনুষ্ঠানে মহালয়ার স্মরণ পূর্বপুরষকে", **আনন্দবাজার পত্রিকা**, দক্ষিণবঙ্গ, অক্টোবর ১২।

ভট্টাচার্য, কেদারনাথ ২০১৪ "সারা বছরের ঝগড়া ভুলে দু' বাড়ি মেলে সন্ধিপুজোয়" **আনন্দবাজার পত্রিকা**, বর্ধমান, সেপ্টেম্বর ২৯।

ভট্টাচার্য, ডঃ বৈদ্যনাথ ২০১৩ **জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম**, কলকাতা, লিপিকা।

মজুমদার, অর্পিতা ২০১৪ "পারিবারিক পুজোর রকমারি রেওয়াজেই মেতে মানকর", **আনন্দবাজার পত্রিকা**, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর।

মিত্র, সুমিত ২০১৬ "যোগে বাণিজ্য", **দেশ**, কলকাতা ২ জুলাই।

মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ ১৯৪৪ **নানা প্রবন্ধ**, কলকাতা, প্রকাশক : শ্রী রবীন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

রায়, রমেন ২০১০ "বাংলার রাজপরিবারের দুর্গাপুজো, **সাপ্তাহিক বর্তমান, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর**।

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী ২০০০ **উপনিষদ**। প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রন, আনন্দপাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।